দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-১১৭ ॥ ১৫ আগস্ট ২০২৪ ॥ ৩১ শ্রাবণ ১৪৩১ বাংলা ॥ ০৯ সফর ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা ঠিক রাখতে উদ্যোগ নেওয়া হবে : অর্থ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা ঠিক রাখতে উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, উৎপাদন ক্ষেত্রে যা যা করা দরকার সেটা শিল্প ও কৃষি মন্ত্রণালয় করবে। সর্বপরি সাপ্লাই চেইন নিয়ে আমরা কাজ করবো। গতকাল বুধবা দুপুরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুরসহ অর্থ সচিব ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মূল্যস্ফীতি নিয়ে এক সভা শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, উৎপাদন করলে সেটা বাজারে আসবে কিভাবে সেই সরবরাহ ব্যবস্থাটাও দেখতে হবে।

বৃষ্টিতে ব্যাপকভাবে ডেঙ্গু বিস্তারের আশঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে এবার বৃষ্টিতে ব্যাপকভাবে ডেঙ্গু বিস্তারের আশঙ্কা রয়েছে। চলতি বছর বর্ষার শুরুতে বৃষ্টিপাত কম হওয়া ও তাপ বৃদ্ধির কারণে দেশে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব তুলনামূলকভাবে কম। তবে বিশেষজ্ঞরা ডেঙ্গুর প্রকোপ কমার কোনো লক্ষণ দেখছেন না। তাদের মতে, এ বছর ডেঙ্গুর বাহক এডিস মশার লার্ভার ঘনত্ব অনেক বেশি পাওয়া গেছে। এর সঙ্গে মশা ও ভাইরাস দুটিই পর্যাপ্ত রয়েছে। ফলে চলমান বৃষ্টিপাতে রোগী ব্যাপক হারে বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, চলতি বছর এ পর্যন্ত প্রায় চার হাজার জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। এর মধ্যে মারা গেছে ৪৬ জন। গত বছর এই সময়ে রোগী ছিল ১০ হাজার ৪৫৫ জন আর মৃত্যু হয় ৬২ জনের। তবে গত বছরের তুলনায় রোগীর সংখ্যা কম হলেও এ নিয়ে স্বস্তির সুযোগ নেই। কারণ ঢাকা ও ঢাকার বাইরে দুই জায়গায় এডিস মশার লার্ভার ঘনত্ব এবার অনেক বেশি পাওয়া যাচ্ছে। আর চলমান বৃষ্টিপাতের কারণে দেশে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ব্যাপক হারে বাড়তে পারে। কারণ প্রজননের জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত দুটিই এখন বিরাজমান। সূত্র জানায়, সাধারণত জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর- এই কয়েক মাস ডেঙ্গুর জন্য উচ্চঝুঁকি থাকে। এই সময়ে বৃষ্টি হয়, মশার প্রজননের জন্যও উপযুক্ত তাপমাত্রা থাকে। সাধারণত মশা প্রজননের জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা হচ্ছে ২৫ থেকে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

তবে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে হলে মশার প্রজনন কমে যায়। আবার অতিবৃষ্টি এডিস মশার ঘনত্ব কমিয়ে দেয়। তবে থেমে থেমে বৃষ্টি এডিস মশার ঘনত্ব বাড়ায়। এখন বৃষ্টি কোন ধরনের হচ্ছে, এর ওপর নির্ভর করবে ডেঙ্গু পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে এবং তা কী রূপ নিতে পারে। সূত্র আরো জানায়, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘমেয়াদি মশক পরিকল্পনা প্রয়োজন। ষাটের দশকে যেভাবে ম্যালেরিয়া নির্মূল করা হয়েছিল, ডেঙ্গু নির্মূলে এর কাছাকাছিও যাওয়া সম্ভব হয়নি। সেজন্য শহর ও গ্রামে একসঙ্গে মশক নিধন কার্যক্রম শুরু করা প্রয়োজন। তাছাড়া ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা দ্রুত কমানো সম্ভব নয়। তবে প্রতিদিন মশা নিধন কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে কয়েক বছরে রোগীর সংখ্যা কমে আসবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের নেতৃত্ব ও সহায়তায় কমিউনিটিভিত্তিক সম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডেঙ্গুতে প্রাণহানি কমাতে তিন ধাপে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাথমিক স্তরে রোগীর রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা দেয়ার জন্য শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা স্থাপন করা, যাতে হাসপাতালের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি না হয়। এদিকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের ৩৫.৮৮ শতাংশ ঢাকা মহানগর ও ৬৪.১২ শতাংশ ঢাকার বাইরের। আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ৩৯.৩ শতাংশ নারী ও ৬০.৭ শতাংশ পুরুষ। মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ৫৫.৬ শতাংশ নারী ও ৪৪.৪ শতাংশ পুরুষ। দেশে প্রথম ২০০০ সালে ডেঙ্গুর বড় ধরনের প্রকোপ দেখা দেয়। এরপর থেকে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ আক্রান্ত ও মৃত্যু হয়েছে গত বছর। ওই বছর আক্রান্ত হয়

২-এর পাতায় দেখুন

সিইসি ও ইসিরা প্রস্তুত, নির্দেশনা এলেই পদত্যাগ

স্টাফ রিপোর্টার : আগারগাঁওয়ের সুরম্য স্থাপনা নির্বাচন ভবনের সামনে প্রধান ফটকের দুই পাশে দুটি ব্যানার টানানো। তাতে লেখা 'স্বৈরাচারী গণহত্যাকারী হাসিনার সহযোগী সকল নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের পদত্যাগ দাবি করছি'। আরেকটি ব্যানারে লেখা 'বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা হত্যা এবং গণহত্যার দায়ে সব নির্বাচন কমিশনারকে পদত্যাগের করতে হবে'। নির্বাচন ভবনের গোলচত্বরে ও আশপাশে এমন আরও কয়েকটি ব্যানার টানানো। কিন্তু শিক্ষার্থীদের এই দাবিতে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) পদত্যাগের কোনো ঘটনা এখনো নেই। সরকার কিংবা রাষ্ট্রপতির প্রস্তাব কিংবা নির্দেশনার অপেক্ষায় সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে পদত্যাগের হিড়িক লেগেছে। বিশেষ করে পতিত শেখ হাসিনা সরকারের নিয়োগপ্রাপ্ত, সুবিধাভোগী ও আনুকূল্য পাওয়া কর্মকর্তাদের অনেকে ইতিমধ্যে পদ ছেড়ে দিয়েছেন। কারও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল হয়েছে। কোনো

২-এর পাতায় দেখুন

গণহত্যার তদন্ত হবে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে : আইন উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে 'গণহত্যার' বিচার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে করার উদ্যোগ নেবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। গতকাল বুধবার সচিবালয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা জানান আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল। তিনি বলেন, বিদায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যদেরও যদি কমান্ড রেসপনসিবিলিটি থাকে, আমরা সেটাও খতিয়ে দেখবো। উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, গণহত্যা এবং গুলিবর্ষণ এসব ঘটনার জন্য সারা দেশে কিছু মামলা হয়েছে। রাজপথে থাকা বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন, জনগণের বিভিন্ন গোষ্ঠী দাবি করেছেন যে, এটাকে মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে বিচার করার স্কোপ আছে কি না। আমরা সেটা খতিয়ে দেখেছি। আন্দোলনে হতাহতের ঘটনায় ইতোমধ্যে বেশি কিছু মামলা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, রাজপথে থাকা বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন, জনগণের বিভিন্ন গোষ্ঠী দাবি করেছেন- এটাকে মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে বিচার করা যায় কিনা। আমরা সেটা খতিয়ে

২-এর পাতায় দেখুন

শিক্ষার্থী হত্যার অভিযোগে শেখ হাসিনাসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর কাফরুল থানাধীন ঢাকা মডেল ডিগ্রি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ফয়জুল ইসলাম রাজনকে (১৮) গুলি করে হত্যার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গতকাল বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আহম্মেদ হুমায়ুন কবিরের আদালতে এ

২-এর পাতায় দেখুন

আর্থিক খাতের এক দরবেশের পতন

স্টাফ রিপোর্টার : পরনে ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি-পায়জামা, বলিষ্ঠ চালচলন। প্রথম দর্শনে মনে হবে একজন নিরীহ, ধর্মভীরু বুজুর্গ। বোঝার উপায় নেই যে এই চেহারার আড়ালে রয়েছেন একজন প্রবল পরাক্রমশালী ব্যবসায়ী। যার হাতের ইশারায় চলেছে দেশের ব্যাংক খাত ও পুঁজিবাজার। সন্দেহাতীতভাবেই তিনি সালমান এফ রহমান। যাকে 'দরবেশ' নামেও চেনেন সবাই। তিনি প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করে পালিয়ে যাওয়া শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে গত মঙ্গলবার নৌপথে পালাতে গিয়ে রাজধানীর সদরঘাট এলাকায় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন। একনজরে সালমান এফ রহমান দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ এক্সপোর্ট-ইম্পোর্ট কোম্পানি বা বেক্সিমকোর যাত্রা শুরু করে। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বেক্সিমকো উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগ শুরু করে। আশির দশকে ওষুধ শিল্পে বেসরকারি বিনিয়োগের সুযোগ হওয়ার পর বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসে বিনিয়োগ করে। এরপর আসে টেক্সটাইল খাতে বিনিয়োগ। ৯০-র দশকের মাঝামাঝি সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের পাশাপাশি সালমান এফ রহমান ঢুকে পড়েন রাজনীতিতে। প্রথমে 'সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আন্দোলন' নামে একটি দল গঠন করেন। পরে যোগ দেন আওয়ামী লীগে। রাজনীতিতে যোগ দেওয়ায় প্রথমদিকে তার ব্যবসা-বাণিজ্যের কিছুটা ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করা হয়। বিশেষত ২০০১-২০০৬ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় বেক্সিমকো বেশ খারাপ সময় পার করে। আর ২০০৭-২০০৮ সালে সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় তাকে প্রায় দুই বছর জেলে থাকতে হয়েছে। এর পরপরই তিনি এসব সমস্যা থেকে বের হয়ে আসতে শুরু করেন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট ক্ষমতায় বসার পর তড়তড় করে কেবল এগিয়ে গেছেন। প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের পাশাপাশি শেয়ারবাজারে বিশাল অঙ্কের অর্থ আত্মসাতের মাধ্যমে তিনি বিপুল সম্পদের অধিকারী হন। এর ফলে ২০০১ থেকে দীর্ঘদিন

৭-এর পাতায় দেখুন

অন্তর্বর্তী সরকারের মাধ্যমে নির্বাচনের চেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছে জাতিসংঘ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : অন্তর্বর্তী সরকারের মাধ্যমে দেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। গত মঙ্গলবার জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্রের কার্যালয় এ তথ্য জানিয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছে। এতে বলা হয়, জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের পথে হাঁটছে বাংলাদেশ। দেশের সাধারণ জনগণের পাশাপাশি সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষের মতামতের সমন্বয়ে আগামী সপ্তাহগুলোয় প্রতিটি প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব। মহাসচিব গুতেরেস বাংলাদেশের জনগণের প্রতি পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করছেন উল্লেখ করে বিবৃতিতে নাগরিকদের মানবাধিকারের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা

২-এর পাতায় দেখুন

ড. ইউনূসকে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর ফোন, সহযোগিতার আশ্বাস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। আলাপকালে আনোয়ার ইব্রাহিম বাংলাদেশে শান্তি ও নিরাপত্তা পুনর্গঠনে অন্তর্বর্তী সরকারকে সহযোগিতার কথা জানান। গতকাল বুধবার ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে এ তথ্য জানান আনোয়ার ইব্রাহিম। সেখানে তিনি লেখেন, গতকাল আমার পুরোনো বন্ধু প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে, তাকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সাম্প্রতিক নিয়োগের জন্য ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানিয়েছি। আনোয়ার ইব্রাহিম আরও লেখেন, মালয়েশিয়ার সঙ্গে প্রফেসর ইউনূসের দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক রয়েছে। আমি তাকে আশ্বস্ত করেছি, মালয়েশিয়া

২-এর পাতায় দেখুন

উপসচিব হলেন বঞ্চিত ১১৭ কর্মকর্তা

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাহী বিভাগের প্রশাসনের সিনিয়র সহকারী সচিব মর্যাদার ১১৭ জন কর্মকর্তাকে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি দিয়ে উপসচিব করেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। গত মঙ্গলবার রাতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জারি করা আদেশে বলা হয়, প্রশাসনের ১১৭ কর্মকর্তার পদোন্নতি কার্যকর হবে ২০১০ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৩ সালের নভেম্বরের মধ্যে বিভিন্ন তারিখে। ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি অর্থ হলো, পুরনো কোনো সালের তারিখে তাদের পদোন্নতি কার্যকর ধরা হবে এবং সেই তারিখ থেকে বিভিন্ন বিভাগের এসব কর্মকর্তা নতুন পদের বেতন-ভাতা প্রাপ্য হবেন। পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্মতাদের আপাতত বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব) হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগ দিতে বলা হয়েছে আদেশে।

২-এর পাতায় দেখুন

রাস্তার পাশে ফুটেছে হলুদ রঙের ফুল সেই ফুলের মধু আহরণ করে বিভিন্ন রঙের প্রজাপতি। ছবিটি বুধবার রাজশাহীর পলাশবাড়ি এলাকা থেকে তোলা।

অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে কাজ করতে চায় দিল্লি

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সঙ্গে কাজ করার আগ্রহের কথা জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা। গতকাল বুধবার অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে এই আগ্রহের কথা জানান তিনি। সাক্ষাৎ শেষে ভারতীয় হাইকমিশনার সাংবাদিকদের বলেন, আজ শুধু সৌজন্য সাক্ষাৎ ছিল। কোনো এজেন্ডা ছিল না। দুই দেশের মানুষের স্বার্থে অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে চায় ভারত। তবে ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রসঙ্গে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি। এদিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সাক্ষাৎকালে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে

২-এর পাতায় দেখুন

বিএফআইইউ ও দুদকসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ঢেলে সাজানো অপরিহার্য : টিআইবি

স্টাপ রিপোর্টার : প্রাক্তন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদ ও তার স্ত্রী রুখমিলা জামান চৌধুরীর নামে যুক্তরাজ্যে বিপুল অঘোষিত সম্পদের তথ্য প্রমাণ থাকা স্বত্ত্বেও দীর্ঘদিন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বিষয়টি বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), সিআইডি ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের, বিশেষ করে নেতৃত্বের পর্যায়ে দলীয়করণ ও অকার্যকরতার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নজির হিসেবে উল্লেখ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। গতকাল বুধবার এক বিবৃতিতে দুর্নীতি ও অর্থপাচার নিয়ন্ত্রণ এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে জবাবদিহি নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঢেলে সাজানোর কোনো বিকল্প নেই মর্মে মন্তব্য করেছে সংস্থাটি।

গত ডিসেম্বর থেকে সাবেক ভূমিমন্ত্রীর দেশের বাইরে অপ্রদর্শিত সম্পদের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রকাশ ও ব্যাপক জনউদ্বেগ স্বত্ত্বেও কোনো ধরনের অগ্রগতি দেখা যায়নি। বিষয়টিকে চরম হতাশাজনক উল্লেখ করে গণমাধ্যমে প্রেরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, গত বছর ২৬ ডিসেম্বর 'হলফনামায় প্রার্থী পরিচিতি' শীর্ষক টিআইবির প্রতিবেদন ও 'নো ইউর ক্যান্ডিডেট' ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য এবং পরবর্তীতে গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের ফলে সাবেক ভূমিমন্ত্রীর যুক্তরাজ্যে ২ হাজার ৩০০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ ও চলমান ব্যবসা সম্পর্কে দেশবাসীর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবগত হয়েছে। পরবর্তীতে টিআই-ইউকে এর অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসা এ সংক্রান্ত সকল সুনির্দিষ্ট তথ্য-উপাত্ত, প্রমাণ ও নথি টিআই-ইউকে ও টিআইবির উদ্যোগে বিএফআইইউ, দুদক, পুলিশের সিআইডি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ে পাঠানো হয় এ বছরের ৪ মার্চ। সকল তথ্য-প্রমাণ হাতে থাকা স্বত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সাবেক ভূমিমন্ত্রীর

৭-এর পাতায় দেখুন

Manabik Foundation

JOIN OUR VOLUNTEER TEAM

Manabik Foundation is a voluntary organization engaged in the service of humanity. It's working for the welfare of the poor and helpless people of the country.

MANABIK FOUNDATION

Let's join us

+8801887454562

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ ১৫ আগস্ট ২০২৪ ॥ ৩১ শ্রাবণ ১৪৩১ বাংলা

আদালতগুলোতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে করা পৌনে ৫ লাখ মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : সারা দেশের আদালতগুলোতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে করা পৌনে ৫ লাখ মামলা বিচারাধীন। একাধিকবার আইন সংশোধন করেও মাদক মামলা নিষ্পত্তিতে গতি বাড়ানো যায়নি। গত ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা দেশের আদালতগুলোতে বিচারাধীন ছিলো মাদকের ৪ লাখ ৭৫ হাজার ২৮১টি মামলা। এর মধ্যে পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে ৭৮ হাজার ২৬৫টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। ২০১৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের অধস্তন আদালতে বিচারাধীন মাদকের মামলার সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৫৫ হাজার ৮৬৬। অর্থাৎ পাঁচ বছরে আদালতগুলোতে মাদকের বিচারাধীন ৩ লাখ ১৯ হাজার ৪১৫টি মামলা বেড়েছে। আদালত সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বর্তমানে দেশে ভয়াবহভাবে বেড়েছে মাদকের ব্যবহার। মামলাও হচ্ছে অনেক। কিন্তু মামলাগুলো দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকায় আসামিরা বেরিয়ে আবারও জড়াচ্ছে একই কারবারে। ফলে মাদক নিয়ে ধরা পড়লে বিচার হবে, তাদের মধ্যে এ ভয়টা থাকছে না। ফলে একদিকে মাদকদ্রব্য ব্যবহারের প্রবণতা বেড়েছে, অন্যদিকে বিচারে বিলম্ব হচ্ছে। বিচারপ্রক্রিয়া দ্রুত না হলে, অপরাধীর সাজা নিশ্চিত না হলে কমবে না মাদকের বিস্তার। সূত্র জানায়, মাদক মামলা দীর্ঘদিন ঝুলে থাকার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম কারণ সাক্ষী হাজির করতে না পারা। মামলা করার বিষয়ে পুলিশ বা বাদীপক্ষ অনেক বেশি উৎসাহী থাকেন। তবে

সাক্ষী হাজির করে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে তাদের সেই উৎসাহ থাকে না। ফলে বছরের পর বছর ধরে ঝুলতে থাকে মামলা। মাদক নিয়ন্ত্রণে মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ জরুরি। একই সঙ্গে বিচারের মাধ্যমে অপরাধীদের কঠোর শাস্তির নিশ্চিতের মাধ্যমে নজির সৃষ্টি করা প্রয়োজন। যাতে অপরাধীরা এ ধরনের অপরাধ পুনরায় করতে সাহস না পায়। সূত্র আরো জানায়, বিগত ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মাদক মামলার বিচারের জন্য প্রতি জেলায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিধান রাখা হয়। তবে ট্রাইব্যুনাল না হওয়া পর্যন্ত জেলা দায়রা জজ ও অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতকে বিচারের দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু বিচারক ও এজলাস সংকটের কারণ দেখিয়ে পরে ট্রাইব্যুনাল গঠনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে দাঁড়ায় সরকার। ২০২০ সালের নভেম্বরে আইনটিতে সংশোধনী আনা হয়। জেলা দায়রা জজ ও অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতসহ (ক্ষেত্রবিশেষে মহানগর দায়রা আদালত ও মহানগর অতিরিক্ত দায়রা আদালত) মাদকের পরিমাণসাপেক্ষে এখতিয়ার সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতেও বিচারের বিধান রাখা হয়। এ আইন অনুযায়ী ৫ বছরের (ক্ষেত্রবিশেষে ৭ বছর) নিচে সাজা দিতে পারেন মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট। দায়রা আদালত ও অতিরিক্ত দায়রা আদালত মৃত্যুদন্ড ও ৭-এর পাতায় দেখুন

সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অপসারণের আল্টিমেটাম

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী ও ডেপুটি স্পিকার মো. শামসুল হক টুকুকে অপসারণের আল্টিমেটাম দিয়েছে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের নির্যাতিত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। গতকাল বুধবার জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে আয়োজিত মানববন্ধন থেকে এই আল্টিমেটাম দেওয়া হয়। মানববন্ধনে ১১ দফা দাবি তুলে ধরে তা বাস্তবায়নে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। জানা যায়, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জাতীয় সংসদ থেকে নিয়ম বহির্ভূত ও অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুতির প্রতিবাদে এবং চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে আয়োজিত ওই মানববন্ধনে চাকরিচ্যুত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যরা অংশ নেন। এ সময় নির্যাতিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষে কাজী তৌহিদুজ্জামান রাজু বলেন, অনির্বাচিত সংসদের অবৈধ স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অপসারণের দাবিতে আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি। উনি একজন দুর্নীতিবাজ। স্পিকারের আশপাশে যত কর্মকর্তা-কর্মচারী আছে, সকলেই দুর্নীতি ও ৭-এর পাতায় দেখুন

কোটা আন্দোলনে মুক্তিযুদ্ধের ভাবমূর্তি বেশি ক্ষুণ্ন হয়েছে : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : কোটা সংস্কার আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি মুক্তিযুদ্ধের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম বীর প্রতীক। এজন্য বিগত স্বৈরাচারী ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন তিনি। গতকাল বুধবার সকাল ১০টায় সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে জাতীর বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে পরিদর্শন বইতে স্বাক্ষর শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপদেষ্টা বলেন, 'বিগত কোটা আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি ইমেজ ড্যামেজ (ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন) হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের। বিভিন্ন পর্যায় থেকে আমরা বিষয়গুলো দেখব। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কোটা সংস্কার আন্দোলনে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি প্রধান হয়ে আসছে। এটা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে মুক্তিযোদ্ধারা ইমেজ সংকটে পড়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'এটা একটা সুবিধাবাদী শ্রেণি হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাকে চিহ্নিত করেছে বিগত স্বৈরাচারী ব্যবস্থা। সেহেতু এটাকে পুনর্গঠনের ব্যাপারে এই মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ এবং তাদের বীরত্ব সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা যারা আছে তাদের মতামত নিয়ে সামনের দিনে আমরা এগিয়ে যাব।' ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে এই উপদেষ্টা বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের তালিকা নিয়েও মন্ত্রণালয়ের সবাই বসে আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করবো। সবাই বসে একটা সিদ্ধান্তে যাব কি কি করতে হবে। আপনারাই সব জানতে পারবেন। সত্যিকার অর্থে অনেক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আছে। সবাই আমরা ভাবি। পরিকল্পনা ও ৭-এর পাতায় দেখুন

সাত অঞ্চলে ৬০ কিমি বেগে ঝড় হতে পারে

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের সাতটি অঞ্চলের ওপর দিয়ে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। তাই সে সকল এলাকার নদীবন্দরগুলোতে তোলা হয়েছে সতর্ক সংকেত। গতকাল বুধবার এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদ মো. ওমর ফারুক জানিয়েছেন, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার অঞ্চল সমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। অন্য এক পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, মৌসুমি বায়ুর অক্ষের বর্ধিতাংশ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় ৭-এর পাতায় দেখুন

অর্থ পাচারকারীরা শান্তিতে ঘুমাতে পারবে না: গভর্নর

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ ব্যাংকের নবনিযুক্ত গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, 'বাংলাদেশ থেকে যারা টাকা পাচার করেছে এবং টাকা পাচার করে, তারা পৃথিবীর কোনও দেশেই সুখে-শান্তিতে ঘুমাতে পারবে না।' দেশীয় আইনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আইনেও তাদের নাজেহাল করা হবে বলে জানান তিনি। গতকাল বুধবার নতুন গভর্নর হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করার পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি। আহসান এইচ মনসুর বলেন, 'পাচার করা টাকা ফেরত আনার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হবে। টাকা ফেরত আসলে তো ভালো, না আসলেও টাকা পাচারকারীরা শান্তিতে ঘুমাতে পারবে না।' শুধু সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক একা নয়; আন্তর্জাতিক মহলের সহায়তা নিয়ে অর্থপাচারকারীদের ধরতে হবে উল্লেখ করে গভর্নর বলেন, 'আমরা এমন একটা সিচুয়েশন তৈরি করবো, যারা টাকা নিয়ে গেছে তারা যেন ৭-এর পাতায় দেখুন

উচ্চফলনশীল সয়াবিনের নতুন জাত উদ্ভাবন

গাজীপুর প্রতিনিধি : জলাবদ্ধতা সহনশীল, স্বল্পজীবনকাল ও দেশের সবচেয়ে বড় দানা বিশিষ্ট উচ্চফলনশীল সয়াবিনের নতুন একটি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। জাতটির নামকরণ করা হয়েছে বিইউ সয়াবিন-৫। জাতটি উদ্ভাবন করেছে গাজীপুরস্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল। সম্প্রতি জাতটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ অনুবিভাগে নিবন্ধন করা হয়েছে। নতুন জাতের সয়াবিনের অনুমোদন পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভিসি) গিয়াস উদ্দিন মিয়া। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বশেমুরকৃবি) কর্তৃক বিইউ সয়াবিন-৫ নামে সম্প্রতি সয়াবিনের একটি জলাবদ্ধতা সহনশীল, স্বল্পজীবনকাল ও দেশের সবচেয়ে ৭-এর পাতায় দেখুন

বাধ্যতামূলক অবসরে স্বরাষ্ট্র সচিব জাহাঙ্গীর আলম

স্টাফ রিপোর্টার : বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সচিব জাহাঙ্গীর আলমকে। গতকাল বুধবার দুপুরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। চলতি বছরের ৭ জানুয়ারি বিতর্কিত সংসদ নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশন সচিবের দায়িত্ব পালন করেছিলেন জাহাঙ্গীর আলম। এ ছাড়া আরও ১০ সচিবের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে। তারা ৭-এর পাতায় দেখুন

পুঁজিবাজারে সূচক ও লেনদেন ঊর্ধ্বমুখী

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি সপ্তাহে পুঁজিবাজারে লেনদেনের চতুর্থ কার্যদিবস গতকাল বুধবার ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই-সিএসই) সূচকের বড় উত্থানের মধ্যে দিয়ে লেনদেন শুরু হয়েছে। এদিন ডিএসই ও সিএসইতে আগের কার্যদিবসের চেয়ে সূচক বাড়ার পাশাপাশি টাকার পরিমাণে লেনদেন বেড়েছে। তবে ডিএসই ও সিএসইতে লেনদেনে অংশ নেওয়া অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দাম কমেছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে জানা গেছে, দিন শেষে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ৮৪.৮১ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ৯৫২ পয়েন্টে অবস্থান করছে। ডিএসই শরিয়া সূচক ১৪.৯৮ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ২৭০ পয়েন্টে এবং ডিএস৩০ সূচক ৬৩ পয়েন্ট বেড়ে ২ হাজার ১৯৭ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। ডিএসইতে মোট ৩৯৭ কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ১১৬টি কোম্পানির, কমেছে ২৩৯টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৪২টির। ডিএসইতে এদিন মোট ১ হাজার ২৪৩ কোটি ৯৮ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ১ হাজার ১৫ কোটি ১ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট। অন্যদিকে, চট্টগ্রাম

স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সিএসসিএক্স সূচক ৮৫.০৬ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ১০ হাজার ৩২৮ পয়েন্টে। সার্বিক সূচক সিএসপিআই ১৩২.৫৫ পয়েন্ট বেড়ে ১৭ হাজার ১২৪ পয়েন্টে, শরিয়া সূচক ৪.২৪ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ৮৭ পয়েন্টে এবং সিএসই৩০ সূচক ২৩০.১৮ পয়েন্ট বেড়ে ১৩ হাজার ৩৬৮ পয়েন্টে অবস্থান করছে। সিএসইতে ২৪০টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ৭১টি কোম্পানির, কমেছে ১৪৮টির এবং অপরিবর্তিত আছে ২১টির। দিন শেষে সিএসইতে ১৮ কোটি ১৩ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ১৫ কোটি ৭ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট। ২-এর পাতায় দেখুন

অসাম্প্রদায়িক দেশ গড়ার আহ্বানে সম্প্রীতি সমাবেশ। ছবিটি গতকাল বুধবার শাহবাগ থেকে তোলা।

সংগঠনের নাম ব্যবহার করে বিভিন্ন স্থানে চাঁদাবাজির অভিযোগ যা বললেন সমন্বয়করা

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নাম ব্যবহার করে দেশের বিভিন্ন স্থানে চাঁদাবাজি, ভূমি দখলসহ বেশ কিছু অভিযোগ উঠেছে। তবে যারা এসব কাজ করছে, তাদেরকে আইনের আওতায় আনার আহ্বান জানিয়েছেন আন্দোলনের সমন্বয়করা। গত মঙ্গলবার রাতে ফেসবুকে দেওয়া একটি ভিডিওবার্তায় দোষীদের আইনের আওতায় আনার আহ্বান জানান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ। তিনি বলেন, 'আমরা স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছি, আপনাদেরকে আমরা আইনের আওতায় নিয়ে আসব এবং বিচার নিশ্চিত করব। হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, 'সমন্বয়ক বা সহ-সমন্বয়ক এগুলো স্বেচ্ছাসেবক। তারা কোনো বিশেষ সুবিধা দাবি করতে পারেন না, এই জায়গাটা খুবই স্পষ্ট।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে আমরা সমন্বয়ক বা সহ- ৭-এর পাতায় দেখুন

হত্যা মামলায় সালমান-আনিসুল ১০ দিনের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : পতন হওয়া শেখ হাসিনার সরকারের বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এবং আইনমন্ত্রী আনিসুল হককে ১০ দিনের রিমান্ড দিয়েছেন আদালত। গতকাল বুধবার আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। রাজধানীর সাইন্সল্যাবে হকার শাহজাহান হত্যা মামলায় এ রিমান্ড দেওয়া হয় আওয়ামী লীগের দুই হেভিওয়েট নেতাকে। জানা গেছে, ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মামুনুর রশীদ সালমান ও আনিসুল হকের রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর করেন। এর আগে বিকেলে তাদের আদালতে হাজির করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা (ডিবি) বিভাগ। তার আগে গত মঙ্গলবার সদরঘাট এলাকা থেকে সাবেক সরকারের দুই মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর থেকে তারা ডিবি হেফাজতে ছিলেন। বিকেলে সালমান ও আনিসুলকে আদালতে আনা হলে সেখানে তাদের বহন করা প্রিজন ভ্যানে ডিম নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এ সময় তাদের দুজনসহ পতিত সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন বিক্ষুব্ধরা। জানা ৭-এর পাতায় দেখুন

জামায়াত নিষিদ্ধের প্রজ্ঞাপন প্রত্যাহারের আশা ববি হাজ্জাজের

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ বলেছেন, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকার বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামের ওপর আরোপকৃত নিষেধাজ্ঞার সরকারি প্রজ্ঞাপন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি। দেশের মানুষ যাদের গ্রহণ করবে তাদের রাজনীতি এবং নির্বাচন করার পূর্ণ অধিকার আছে। গতকাল বুধবার বিকালে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি এসব কথা বলেন। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের সরকারি ছুটি বাতিলের সিদ্ধান্তে অন্তর্বর্তী সরকারকে ধন্যবাদ জানান ববি হাজ্জাজ। বলেন, '৫০ বছর আগের কোনো ঘটনার শোক আমরা পালন করতে পারি না। এই দিনের সরকারি ছুটি বাতিলের সিদ্ধান্তে সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

যারা হেলিকপ্টার থেকে গুলি করেছে ও নির্দেশ দিয়েছে তারা সবাই অপরাধী : হাইকোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার : কোটা আন্দোলনের সময় হেলিকপ্টার থেকে যারা গুলি করেছে এবং যারা গুলির নির্দেশ দিয়েছে, তারা সবাই অপরাধী বলে মন্তব্য করেছেন আদালত। গতকাল বুধবার কোটা আন্দোলনের সময় হেলিকপ্টার থেকে করা গুলির বিষয়ে রিট শুনানিতে এ মন্তব্য করেন বিচারপতি শেখ হাসান আরিফের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ। হাইকোর্ট আরও জানান, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের প্রজ্ঞাপনে আন্দোলনকারীদের দোষী করা হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত চেয়ে করা রিটের আদেশ আজ বৃহস্পতিবার ধার্য করেছেন আদালত। এর আগে, অ্যাডভোকেট তৈমূর আলম খন্দকার রিটটি দায়ের করলে শুনানি শোনার জন্যে আজকের দিন ধার্য করেন হাইকোর্ট। রিটে নিহত ৯ শিশুর বিষয়ে তদন্তের পাশাপাশি প্রত্যেক পরিবারকে ১ কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলা হয়। সেই সঙ্গে পরবর্তীতে যদি অন্য কোনো শিশু মৃত্যুর সন্ধান পাওয়া যায় তবে তাকেও এই ক্ষতিপূরণের আওতাভুক্ত করা হবে। অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার গত ১ আগস্ট বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার অংশ-বিশেষ সংগ্রহ করে রিটটি দাখিল করেন। ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন চেয়ে দাখিল করা রিটটি ৪ আগস্ট বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি এস এম মাসুদ হোসাইন দোলনের বেঞ্চে উপস্থাপন করা হলে, তারা শুনানি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। এ সময় বেঞ্চের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি বলেছিলেন, রাজনৈতিক ইস্যু রাজপথে সেটেল হওয়া উচিৎ। পরে সেই বেঞ্চে শুরু হয় বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে পুলিশের সরাসরি গুলি বন্ধে রিটের শুনানি। যা সরাসরি খারিজ করেছিলেন হাইকোর্ট।

ইসরায়েলকে আরও ২০ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র দেবে যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরায়েলের কাছে আরও ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অস্ত্র বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। গত মঙ্গলবার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এই অস্ত্র বিক্রির অনুমোদন দেন। দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তরের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন প্রায় ১৯ বিলিয়ন ডলার মূল্যের এফ-১৫ যুদ্ধবিমান এবং সরঞ্জাম বিক্রির অনুমোদন দিয়েছেন। সে সঙ্গে, ট্যাংকের কার্তুজ, মর্টারের কার্তুজ এবং সাঁজোয়া যান বিক্রির অনুমোদন দিয়েছেন। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ইসরায়েলের নিরাপত্তার জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শক্তিশালী ও সদাপ্রস্তুত আত্মরক্ষা সক্ষমতা বিকাশ ও বজায় রাখতে ইসরায়েলকে সহায়তার বিষয়টি মার্কিন জাতীয় স্বার্থের জন্য অত্যাবশ্যক।যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা এমন এক সময়ে এলো যখন হামাস ও হিজবুল্লাহর সিনিয়র ৭-এর পাতায় দেখুন

২৮তম-৪২তম বিসিএস

বাদ পড়া ২৫৯ জন ক্যাডার পদে নিয়োগ পেলেন

স্টাফ রিপোর্টার : ২৮তম হতে ৪২তম বিসিএস পর্যন্ত সরকারি কর্ম কমিশনের সুপারিশক্রমে ২৫৯ জন প্রার্থীকে ক্যাডার পদে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গতকাল বুধবার বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারের প্রবেশ পদে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ অনুসারে টাকা ২২০০০-৫৩০৬০ বেতনক্রমে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। নিয়োগ শর্তে বলা হয়েছে, সরকারি কর্ম কমিশনের মেধাক্রম অনুযায়ী জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হয় বিধায় এ নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগপ্রাপ্তগণের জ্যেষ্ঠতা অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে তাদের ব্যাচের নিয়োগপ্রাপ্তদের প্রথম যে তারিখে নিয়োগ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিল সেই তারিখ হতে ভূতাপেক্ষিকভাবে নিয়োগ আদেশ কার্যকর হবে। তাদের মূল ব্যাচের যোগদানের তারিখ থেকে তাদের ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা বজায় থাকবে। তবে তার ফলে তারা কোনো বকেয়া আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন না। শর্তে আরও বলা হয়, তাদেরকে লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ শেষ করে চাকরি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সরকার যে-রূপ স্থির করবে সেরূপ পেশাগত ও বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। তাদেরকে দুই বছর শিক্ষানবিস হিসাবে কাজ করতে হবে। প্রয়োজনে সরকার এ শিক্ষানবিসকাল

অনূর্ধ্ব দুই বছর বর্ধিত করতে পারবে। শর্তে আরও বলা হয়. শিক্ষানবিসকালে যদি তিনি চাকরিতে বহাল থাকার অনুপযোগী বলে বিবেচিত হন, তবে কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই এবং সরকারি কর্ম কমিশনের পরামর্শ ২-এর পাতায় দেখুন

দেশে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন নিশ্চিতে ভারতের প্রতি জয়ের আহ্বান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দেশে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন সামলানোর ক্ষেত্রে কিছু ভুল হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়। তিনি বলেছেন, একেবারে আন্দোলনের শুরু থেকে বিক্ষোভকারীদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সরকারের আলোচনা করা এবং কোটার বিরুদ্ধে কথা বলা উচিত ছিল। বুধবার ভারতের ইংরেজি দৈনিক দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

অন্তর্বর্তী সরকারের মাধ্যমে নির্বাচনের চেষ্টাকে স্বাগত

প্রদর্শনের আহ্বান জানানো হয়। বিবৃতিতে ঘটে যাওয়া সহিংসতার পক্ষপাতহীন ও স্বচ্ছ তদন্ত পরিচালনার প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দিয়েছেন গুতেরেস।২৮৬৪৭৩

দুদকের আইনজীবী থেকে আইনমন্ত্রী, ফোনালাপ ফাঁসে

গুরুত্বপূর্ণ মামলা পরিচালনা করার কারণে শেখ হাসিনা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সবাইকে চমকে আনিসুল হককে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ (কসবা ও আখাউড়া) আসনে দলীয় মনোনয়ন ও পরে তাকে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। একাদশ সংসদ নির্বাচনেও তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে দ্বিতীয়বারের মতো মন্ত্রিত্বের স্বাদ পান। গ্রেপ্তার হওয়া আলোচিত দুইজন সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও শেখ হাসিনার বেসরকারি বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের ফাঁস হওয়া ফোনালাপ বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ফাঁস হওয়া ফোনালাপে সালমান এফ রহমান ও আইনমন্ত্রীকে একটি প্রজেক্ট পাস করা নিয়ে আলোচনা করতে শোনা যায়। ইউটিউবে ছড়িয়ে পড়া ৩ মিনিট ৩৭ সেকেন্ডের ফোনালাপে ইনফো সরকারের প্রকল্প পাসের কথা উঠে আসে। যেখানে সাবেক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের কথাও ছিল। সর্বশেষ কোটা সংস্কার আন্দোলনকে স্বাধীনতাবিরোধীদের ষড়যন্ত্রের আন্দোলন বলে মন্তব্য করেছিলেন আনিসুল হক। গত ১২ জুলাই তিনি বলেছিলেন, যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী ও বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করেছিল, কোটা আন্দোলন সেই অপশক্তির ষড়যন্ত্র। তার বাবা প্রয়াত সিরাজুল হকও ছিলেন রাজনীতিক ও আইনজীবী। স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির একজন ছিলেন তিনি। সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আনিসুল হকের গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার পানিয়ারূপ গ্রামে। তার বাবা সিরাজুল হক ও মা জাহানারা হক দুইজনই বীর মুক্তিযোদ্ধা। আনিসুল হকের বিয়ের কিছুদিন পর সড়ক দুর্ঘটনায় তার স্ত্রী নূর আমাতুল্লাহ্ রিনা হক মারা যান। এরপর আর বিয়ের পিঁড়িতে বসেননি তিনি। তার বাবা সিরাজুল হক ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ (কসবা ও আখাউড়া) আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর সিরাজুল হক ২০০২ সালের ২৮ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

পর্যটকের অপেক্ষায় কক্সবাজার সৈকত

পাশাপাশি হোটেল-মোটেল জোন এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে টুরিস্ট পুলিশের পাশাপাশি সেনাবাহিনীও সাথে রয়েছে। কক্সবাজারে ভ্রমণে আসা পর্যটকরা নিরাপদে তাদের ভ্রমণ শেষ করতে পারবেন। কক্সবাজার হোটেল-মোটেল গেস্ট হাউস মালিক সমিতির সভাপতি আবুল কাসেম সিকদার জানান, পর্যটক বরণের জন্য প্রস্তুত রয়েছে কক্সবাজার। ট্যুরিস্ট পুলিশসহ সংশ্লিষ্টরা নিরাপদ পরিস্থিতি তৈরি করতে মাঠে রয়েছে। এ ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের সাথে সেনা কর্মকর্তাদের বৈঠক হয়েছে। সেনাবাহিনী পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা করছে। পর্যটকদের সেবা প্রদানে তারা সবসময় প্রস্তুত রয়েছেন।

মামুন-হারুনসহ ১৫ পুলিশ কর্মকর্তার

ডিএমপির মেহেদি হাসান, বিপ্লব কুমার সরকার এরা অস্ত্র তৈরি করার হাতিয়ারসহ বিভিন্ন অবৈধ অস্ত্র, গোলাবারুদ নিয়ে আমাদের কার্যালয়ে দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদের কক্ষে রাখে, তৃতীয় তলায় অবৈধ বোমা রাখে। একটা নাটক সাজিয়ে তারা বিভিন্ন জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যায়। এই যে তারা (পুলিশ কর্মকর্তারা) অবৈধ অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বোমা রাখলো, কার্যালয়ের বাইরে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভয়ভীতি দেখালো, তার একটি অভিযোগ নিয়ে আমরা এসেছি। আমরা ডিউটি অফিসার এসআই মিজানুর রহমানের সঙ্গে কথা বলেছি। পরে ওসি সেন্টু মিয়া অভিযোগগুলো গ্রহণ করেছেন। মামলা নম্বর ১ এবং ২ ।' মামলার বিবাদীরা হলেন সদ্য সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন, ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার হারুন অর রশীদ, রেজাউল আলম, হাফিজ আক্তার, আসাদুজ্জামান, যুগ্ম কমিশনার (ডিবি) খোন্দকার নুরন্নবী, সঞ্জিত কুমার রায়, বিপ্লব কুমার সরকার, মেহেদি হাসান, উপকমিশনার (সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন) তারিক বিন রশিদ, উপকমিশনার (মতিঝিল জোন) হায়াতুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত উপকমিশনার (সোয়াট টিম) জাহিদুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (মতিঝিল জোন) গোলাম রুহানী, পল্টন মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা (ওসি) মো. সালাহউদ্দিন মিয়া ও একই থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মিজানুর রহমান। ঘটনার বিবরণে বলা হয়, ২০২২ সালের ৮ ডিসেম্বর নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পুলিশ প্রবেশ করে লুটপাট ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটিয়েছে। ডাকাতি যাওয়া মালামালের মূল্য ৪৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং এতে ক্ষতির পরিমাণ দেওয়া হয়েছে তিন লাখ ৫২ হাজার ৫০০ টাকা। এই অভিযোগ পুলিশ প্রধানসহ ১৫ জনকে বিবাদী করা হয়।

আরেকটি অভিযোগে ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে ১৬ জুলাই ডিবি প্রধান হারুন অর রশীদের নেতৃত্বে ২০/২৫ জন সাদা পোশাকে নয়াপল্টনের অফিসে প্রবেশ করে এবং বাইরে আওয়ামী লীগের সশস্ত্র ক্যাডাররা অস্ত্র-গোলাবারুদ, বাঁশের লাঠিসোঁটা, রড ও পিস্তল নিয়ে মহড়া দেয়। তারা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তছনছ করে অবৈধ অস্ত্র-সস্ত্র রেখে দেয়। তারা দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য জয়নুল আবদিন ফারুক, যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, শহিদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানিসহ মহানগর নেতাদের আসামি করে মিথ্যা মামলা করে। মামলায় হারুন অর রশীদ ছাড়াও ডিএমপির ১৬ জনকে আসামি করা হয়েছে। আসামিরা হলেন উপকমিশনার মো. মহিদ কবির সেরনিয়াবাত, অতিরিক্ত উপকমিশনার মো. আফসার উদ্দিন খান, সাইফুল ইসলাম, সহকারী পুলিশ কমিশনার এরশাদুর রহমান, পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) কবির হোসেন চৌধুরী, এসআই মনিরুজ্জামান, নুরুল ইসলাম, ফরমান আলী, এএসআই স্বপন মিয়া, রেজাউল করীম, এরশাদ আলী, রবিউল ইসলাম, ইব্রাহিম শেখ, কনস্টেবল শহিদুল ইসলাম, খোরশেদ আলম ও মেহেদি হাসান মাসুদ। অভিযোগ দেওয়ার সময়ে সাবেক ছাত্রনেতা শরীফুল ইসলাম শাওন, তারেক আহমেদ ও মিজানুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। গত ৬ আগস্ট রাতে আইজিপি পদ থেকে চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের সঙ্গে সরকারের সম্পাদিত চুক্তিপত্রের অনুচ্ছেদ-৭ অনুযায়ী পুলিশ মহাপরিদর্শক পদে তার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করা হলো। ২০২২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর দেশের ৩১তম আইজিপি হিসেবে দায়িত্ব নেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। ২০২৩ সালের ১১ জানুয়ারি তার অবসরে যাওয়ার কথা ছিল। এরপর ২০২৩ সালের ১২ জানুয়ারি থেকে তাকে ২০২৪ সালের ১১ জুলাই পর্যন্ত আইজিপি পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়। সর্বশেষ গত ৫ জুলাই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে আইজিপি হিসেবে চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনকে আরও এক বছর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়। এক মাসের মাথায় সেই নিয়োগ বাতিল করা হলো। এদিকে জুলাই মাসের শেষদিকে ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ হারুন অর রশীদকে ডিবি থেকে ডিএমপির সদরদপ্তরের ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশন্স বিভাগে বদলি করা হয়। ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার বিক্ষোভের মুখে শেখ হাসিনার সরকারের পদত্যাগের পর থেকে এই পুলিশ কর্মকর্তার কোনো সাক্ষাৎ মেলেনি। জানা গেছে, ওই দিন বিকেলে হারুনসহ ডিএমপির উর্ধ্বতন কয়েকজন কর্মকর্তা মাস্ক পরে পুলিশ সদরদপ্তরের দেওয়াল টপকে নগর ভবনে প্রবেশ করেন। এরপর সেখান থেকে তারা সিভিলে পালিয়ে যান।

এস আলমের ৭ ব্যাংকে

গ্রুপের কর্ণধার সাইফুল আলম মাসুদ। ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংকের ঘাটতি রয়েছে ১০ হাজার ৬১১ কোটি টাকা। এছাড়া- ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশের ঘাটতি ৭ হাজার ১২৮ কোটি, সোশ্যাল ইসলামি ব্যাংকের ৪ হাজার ৪৮১ কোটি, ন্যাশনাল ব্যাংকে ৩ হাজার ৪৭৯ কোটি, ইউনিয়ন ব্যাংকের ঘাটতি ২ হাজার ৭৯৪ কোটি, গ্লোবাল ইসলামি ব্যাংকের ৭১২ কোটি এবং বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকের ঘাটতি ৩৯২ কোটি টাকা। সংশ্লিষ্টরা জানান, প্রায় দুই বছর ধরে এই ব্যাংকগুলো বিধিবদ্ধ তারল্য সংরক্ষণ করতে পারছে না। ব্যাংকগুলোর হাতে থাকা সব উপকরণ বন্ধক রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ধার নিয়ে ফেলেছে। ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ধার নেওয়ার মতো বিধিবদ্ধ কোনো উপকরণ এসব ব্যাংকের হাতে নেই। আবার সিআরআর ও এসএলআরের ঘাটতি হলে যে জরিমানা দিতে হয়, তাও পরিশোধের সুযোগ নেই। ঋণ বিতরণ বন্ধের নির্দেশ না দিয়ে নিয়মবহির্ভূতভাবে চলতি হিসাবে ঋণাত্মক রেখে লেনদেনের সুযোগ দিয়ে আসছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। প্রসঙ্গত, গতকাল বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৩তম গভর্নর হিসেবে যোগদান করেন বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর। এর আগে গত মঙ্গলবার অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি সদ্য বিদায়ী আবদুর রউফ তালুকদারের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ক্ষমতা পট পরিবর্তনের ধারায় আবদুর রউফ তালুকদারও তার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই গত শুক্রবার পদত্যাগ করেন।

হাসিনাকে উৎখাতের পেছনে মার্কিনি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণবিক্ষোভের আয়োজনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে অভিযুক্ত করেছেন। ওই বিক্ষোভ ও কয়েক সপ্তাহের সহিংসতার জেরে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী? জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রধান উপ-মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল বলেন, এটা হাস্যকর। শেখ হাসিনার পদত্যাগের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র জড়িত ছিল এমন কোনো ধারণা একেবারেই মিথ্যা। তিনি আরও বলেন, আমরা সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে প্রচুর বিভ্রান্তিমূলক খবর দেখেছি এবং আমরা ডিজিটাল ইকোসিস্টেমজুড়ে তথ্যের সততা আরও শক্তিশালী করার জন্য অবিশ্বাস্যভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের অংশীদারদের সাথে। এর আগে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ভূমিকা ছিল না বলে সোমবার হোয়াইট হাউস জানায়। একইসঙ্গে বাংলাদেশে মার্কিন হস্তক্ষেপের অভিযোগকে 'কেবলই মিথ্যা' বলেও অভিহিত করে হোয়াইট হাউস। বাংলাদেশে সরকার উৎখাতে যুক্তরাষ্ট্রের জড়িত থাকার অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র কারিন জাঁ-পিয়েরে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন, 'আমাদের আদৌ কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই ঘটনার সাথে জড়িত ছিল বলে যদি কোনো প্রতিবেদনে বলা হয় বা গুজব ছড়ানো হয় তবে তা নিছক মিথ্যা।' বার্তাসংস্থা রয়টার্স বলছে, গত রোববার ভারতের ইকোনমিক টাইমস পত্রিকা তাদের একটি প্রতিবেদনে হাসিনাকে উদ্ধৃত করে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রই তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে কারণ তারা (যুক্তরাষ্ট্র) বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সেন্ট মার্টিন দ্বীপের নিয়ন্ত্রণ চায়। ভারতীয় এই পত্রিকাটির দাবি, হাসিনা তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের মাধ্যমে পত্রিকাটির কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। এর জবাবে হোয়াইট হাউস সোমবার আরও বলেছে, 'আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশি জনগণেরই বাংলাদেশের সরকারের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা উচিত এবং আমাদের অবস্থান ঠিক এটাই।' উল্লেখ্য, চাকরির কোটা নিয়ে কয়েক সপ্তাহব্যাপী বিক্ষোভে ৪০০ জনেরও বেশি লোক নিহত হওয়ার পর গত সোমবার ৭৬ বছর বয়সী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তাকে ৪৫ মিনিটের আলটিমেটাম দেওয়ার পর তিনি ঢাকা থেকে পালিয়ে ভারতে চলে যান। সেখান থেকে সম্ভবত যুক্তরাজ্যে আশ্রয় নিতে তিনি লন্ডনে যেতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছিল।

তবে শেখ হাসিনাকে আশ্রয় না দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে যুক্তরাজ্য। যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানিয়েছেন, তাদের যে অভিবাসন আইন রয়েছে; সেখানে কোনো ব্যক্তির যুক্তরাজ্যে ভ্রমণ করে এসে রাজনৈতিক বা সাধারণ আশ্রয় নেওয়ার বিধান নেই। এছাড়া কোটাবিরোধী আন্দোলনে ঘিরে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়তে বাধ্য হওয়া শেখ হাসিনার ভিসা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মঙ্গলবার দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তরের একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিসা যুক্তরাষ্ট্র বাতিল করেছে বলে নিশ্চিত করেছে।

বাদ পড়া ২৫৯ জন ক্যাডার

ব্যতিরেকে তাকে চাকরি হতে অপসারণ করা যাবে। প্রশিক্ষণ সাফল্যের সাথে সমাপন, বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং শিক্ষানবিসকাল সন্তোষজনকভাবে অতিক্রান্ত হলে তাকে চাকরিতে স্থায়ী করা হবে। পরবর্তীতে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন রকম বিরূপ/ভিন্নরূপ তথ্য পাওয়া গেলে তার ক্ষেত্রে এই আদেশের প্রয়োজনীয় সংশোধন/বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে। যদি তিনি কোনো বিদেশি নাগরিককে বিয়ে করে থাকেন অথবা বিয়ে করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে থাকেন তবে এ নিয়োগপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। শর্তানুযায়ী, প্রার্থী ও তার পরিবারের সদস্যদের মালিকানাধীন বা দখলে থাকা সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ সম্বলিত একটি ঘোষণাপত্র তাকে চাকরিতে যোগদানের সময় সংশ্লিষ্ট ক্যাডার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে। এ ছাড়া প্রতি পাঁচ বছর পর পর ডিসেম্বর মাসে প্রদর্শিত সম্পত্তির হ্রাস/বৃদ্ধির হিসাব বিবরণী যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ক্যাডার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে। আগামী ১ সেপ্টেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশিত/পদায়িত কার্যালয়ে যোগদান করতে হবে। ক্যাডার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে পরবর্তী কোনো নির্দেশনা না পেলে উল্লিখিত তারিখেই তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে যোগদান করবেন। নির্ধারিত তারিখে যোগদান না করলে তিনি চাকরিতে যোগদান করতে সম্মত নন মর্মে ধরে নেওয়া হবে এবং এ নিয়োগপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

উপসচিব হলেন বঞ্চিত ১১৭ কর্মকর্তা

তবে আরও বলা হয়, কোনো কর্মকর্মতার বিরুদ্ধে কোনো বিরূপ বা ভিন্নরূপ তথ্য পাওয়া গেলে তার ক্ষেত্রে এই আদেশের প্রয়োজনীয় সংশোধন বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে কর্তৃপক্ষ। আওয়ামী লীগ সরকারের গত ১৫ বছরে তাদের সবার পদোন্নতি আটকে ছিল। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে গত ৫ অগাস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটে। এরপর ৮ আগস্ট নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। গত রোববার প্রথম কর্যদিবসে নিজ দপ্তরে কাজে গেলে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় 'বঞ্চিত' হওয়ার কষ্টের কথা উপদেষ্টাদের বলার চেষ্টা করেছেন বলে জানা গেছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে কাজ করতে

হাইকমিশনারকে অবহিত করেন। তিনি উল্লেখ করেন, 'গত সপ্তাহে ছাত্রদের নেতৃত্বে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্বাধীনতা প্রত্যক্ষ করেছে। বৈষম্য ও বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে ছাত্র-জনগণের সম্মিলিত শক্তি কর্তৃত্ববাদ ও নিপীড়নের শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়ে আবির্ভূত হয়েছে। বৈষম্যমূলক সরকারি চাকরিতে নিয়োগ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নির্ভীক ছাত্র আন্দোলন অচিরেই একটি নিয়মভিত্তিক, ন্যায়পরায়ণ, সুষ্ঠু ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য দেশব্যাপী বিপ্লবী সংগ্রামে রূপ নেয়। নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস ছাত্র ও জনগণের অনুরোধে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের হাল ধরতে সম্মত হন। বৈঠকে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা আরও উল্লেখ করেন, এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সামনে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জের কাজ হচ্ছে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা এবং অর্থনীতিকে সঠিক পথে আনা। জনগণের, বিশেষ করে যুবসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সরকার অর্থবহ সংস্কার ও দীর্ঘস্থায়ী রূপান্তরের লক্ষ্যে কাজ করছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বহুত্ববাদী গণতন্ত্রে উত্তরণ নিশ্চিত করা এবং অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ তৈরিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এসময় পররাষ্ট্র উপদেষ্টা প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে তার নতুন দায়িত্ব গ্রহণে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য ভারত সরকার ও দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানান। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা উল্লেখ করেন, দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নে বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে চায়। আগামী দিনে আরও বেশ করে 'জনকেন্দ্রিক সম্পৃক্ততার' ওপর জোর দেন তিনি। বিশেষ করে সীমান্ত হত্যা বন্ধ, তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদন, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জোর দেন তিনি। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে 'অত্যন্ত অতিরঞ্জিতভাবে' ভারতীয় মিডিয়া প্রচারণার কথাও উল্লেখ করেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক বক্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভারত থেকে আসা এ ধরনের বক্তব্য দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য সহায়ক নয়। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বাংলাদেশে সংখ্যালঘুষহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি উল্লেখ করেন, সরকার সব ধর্মীয় ও জাতিগত গোষ্ঠীর সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো সহিংসতা বা ভীতি প্রদর্শন সহ্য করবে না।' তিনি আরও বলেন, সব ধর্মীয় গোষ্ঠী ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোও সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কাজ করছে।

ড. ইউনূসকে মালয়েশিয়ার

বাংলাদেশে শান্তি ও নিরাপত্তা পুনর্গঠন ও পুনঃস্থাপনে অন্তর্বর্তী সরকারকে সাহায্য ও সমর্থন করতে প্রস্তুত। সংখ্যালঘুসহ সব বাংলাদেশি নাগরিককে সুরক্ষা ও সমান অধিকার রক্ষার আশ্বাস দেওয়ায় ড. ইউনূসের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন আনোয়ার ইব্রাহিম। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, অধ্যাপক ড. ইউনূস আমাকে দুই দেশের মধ্যে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার করতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাংলাদেশ সফর করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

শিক্ষার্থী হত্যার অভিযোগে শেখ

মামলা করেন নিহত রাজনের ভাই রাজিব (৩২)। আদালত বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করে কাফরুল থানা পুলিশকে মামলাটি এজাহার হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দেন। মামলার অপর আসামিরা হলেনড়সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক, পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ, তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, সংসদ সদস্য মাইনুল হোসেন খান নিখিল, ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ মান্নান কচি, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি গাজী মেজবাউল হক সাচ্চু, সংসদ সদস্য কামাল আহমেদ মজুমদার, পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন, অতিরিক্ত আইজিপি ও র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক হারুন অর রশিদ, ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার হাবিবুর রহমান, অতিরিক্ত ডিআইজি হারুন অর রশিদ, ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার বিপ্লব কুমার সরকার, স্থানীয় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মোফাজ্জল হোসেন, ওয়ার্ড কাউন্সিলর জামাল মোস্তফা, ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালি আসিফ ইনান, ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের নেতা সালামত উল্লাহ সাগর ও দিপঙ্কর বাহার দিপ্ত। মামলায় অভিযোগ করা হয়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকালে শেখ হাসিনা ও ওবায়দুল কাদেরের নির্দেশে সাগর ও দিপ্তর সরাসরি অংশগ্রহণে স্থানীয় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, ওয়ার্ড কাউন্সিলরসহ অজ্ঞাতনামা ৫০০-৬০০ জন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর ১৯ জুলাই বিকেল ৩টার দিকে নির্বিচারে গুলি করে। রাজন মিরপুর-১০ নম্বরে গুলিবিদ্ধ হয়। রাজনকে মিরপুর-৬ নম্বরের ডা. আজমল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এছাড়া আরও অনেক ছাত্র গুলিবিদ্ধ ও নিহত হন। এদিকে, বুধবার রাজধানীর উত্তরা থেকে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সোহেল রানাকে অপহরণের অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। আদালত উত্তরা পশ্চিম থানা পুলিশক মামলাটি এজাহার হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। এর আগে মঙ্গলবার মোহাম্মদপুরে মুদি দোকানদার আবু সায়েদকে (৪৫) হত্যার অভিযোগে শেখ হাসিনা ও ওবায়দুল কাদেরসহ সাতজনের বিরুদ্ধে দায়ের করা হত্যা মামলা মোহাম্মদপুর থানা পুলিশকে এজাহার হিসেবে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন আদালত।

গণহত্যার তদন্ত হবে জাতিসংঘের

দেখেছি। আমরা জানাতে চাই, আমাদের ১৯৭৩ সালের যে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট আছে; যা পরে ২০০৯ এবং ২০১৩ সালে সংশোধনী হয়েছে। সেই আইনে জুলাই গণহত্যা; এই গণহত্যা বলতে আগস্ট মাসের প্রথম পাঁচ দিনের গণহত্যাকেও বোঝাচ্ছি, এই গণহত্যার বিচার সম্ভব। এর জন্য দায়ী যে ব্যক্তিরা আছেন, তাদের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে বিচারের জন্য আমরা ইতোমধ্যে ছোটখাটো একটা গবেষণা করেছি। তাতে দেখেছি, এই আইনের অধীনে জড়িতদের; অর্থাৎ যারা আদেশ দিয়েছেন, বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলকে বিচারের আনা সম্ভব। তিনি বলেন, আপনারা জানেন, এই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে একটি ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি আছে, প্রসিকিউশন টিম আছে। এগুলোকে আমরা রি-অর্গানাইজ করার চেষ্টা করছি। এই তদন্ত জাতিরসংঘের তত্ত্বাবধানে চেষ্টা চলছে জানিয়ে তিনি বলেন, জাতিসংঘ থেকে আমাদের বারবার সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। আমরা বিচারে সত্যিকারের স্বচ্ছতা-নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের ইনভেস্টিগেশন টিম জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে কাজ করবে। তদন্ত জাতিসংঘের 'সর্বাত্মক তত্ত্বাবধানে' করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত হয়েছে উল্লেখ করেন আইন উপদেষ্টা বলেন, আমরা তার কাছে সহযোগিতা চাইবো। এ ছাড়া জাতিসংঘের বিভিন্ন উচ্চপর্যায়ে কনসার্ন, এজেন্সির সঙ্গেও যোগাযোগ করা হবে। আমরা আশা করছি, শিগগিরই এটা শুরু করতে পারবো। সেক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সুনির্দিষ্টভাবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ওইসব ঘটনার বিচারের উদ্যোগ নিচ্ছে কি না, জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, আইসিটিতে বিচারের উদ্যোগ নেওয়া হবে, এটা ক্যাটাগরিকালি বলতে পারেন। বিষয়টি আরও ব্যাখ্যা করে আইন উপদেষ্টা বলেন, সাবেক সরকারের সরকারপ্রধানসহ অন্য যারা জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে, যাদের আদেশ নির্দেশ থাকার অভিযোগ রয়েছে, আমরা পত্রপত্রিকায় কিছু মন্ত্রীর নাম দেখেছি। আমরা এখানে কোনো ছাড় দেবো না। আমরা বিদায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যদেরও যদি কমান্ড রেসপনসিবিলিটি থাকে, আমরা সেটাও খতিয়ে দেখবো।

সিইসি ও ইসিরা প্রস্তুত, নির্দেশনা

কোনো কর্মকর্তাকে বরখাস্ত কিংবা অবসরে পাঠানো হয়েছে। সাংবিধানিক কিংবা স্বাধীন কিছু প্রতিষ্ঠানের প্রধানের পদত্যাগের জন্য বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আলটিমেটামের প্রয়োজন হয়েছে এমন নজিরও ইতিমধ্যে দেশে দেখা গেছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতিসহ আপিল বিভাগের পাঁচ বিচারপতির পদত্যাগ ছিল এমনই ঘটনা। বিগত শেখ হাসিনা সরকারের আমলে সবচেয়ে বিতর্কিত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশন। দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি- এমন কথা দেশে বহুল প্রচলিত। গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর তাই সবার দৃষ্টি এই নির্বাচন কমিশনের ওপরও। কিন্তু এখনো ইসির শীর্ষ ব্যক্তিদের পদত্যাগ কিংবা কাউকে সরিয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটেনি। তবে মাঝারি স্তরে কিছু কর্মকর্তার রদবদল হয়েছে সপ্তাহের শুরুতে। বিভিন্ন মহলে আলাপ করে জানা গেছে, এখন যেহেতু দেশে কোনো ধরনের নির্বাচন নেই, তাই নির্বাচন কমিশন নিয়ে ধীরে চলো নীতি অবলম্বন করছে সরকার। এ ছাড়া কমিশন নিজে পদত্যাগ না করলে কিংবা রাষ্ট্রপতি তাদের না সরালে সরকারের করণীয়ও কিছূ নেই। তবে কোনো ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সরকার তাদের পদত্যাগের অনুরোধ জানাতে পারে। নির্বাচন কমিশন নিয়ে এখনো সে ধরনের তেমন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। তাদের পদত্যাগের দাবিতে নির্বাচন ভবনের সামনে কয়েকটি ব্যানার ছাড়া আর কোনো দৃশ্যমান তৎপরতা নেই কোথাও। কোনো ধরনের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনও নেই দেশে। প্রায় কর্মহীন ইসি বদলাতে এখনই সেখানে হাত পড়ছে না। এই সুযোগটি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। যত দিন থাকা যায়, থাকবেন- এটাই এখন তাদের মনোভাব। তবে কারও কারও মধ্যে পদত্যাগের মানসিক প্রস্তুতির কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কমিশনারদের পদত্যাগ নিয়ে আলোচনা আছে নির্বাচন কমিশন ভবনে। সরকার পরিবর্তনের পর দুই দিন কমিশনে যাননি প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি)। চতুর্থ দিনে তিনি দপ্তরে যান, কিন্তু অন্য সবাই ছিলেন না। ৬ আগস্ট মঙ্গলবার সিইসি, চার নির্বাচন কমিশনার, সচিব, অতিরিক্ত সচিব নির্বাচন ভবনে যাননি। পরদিন বুধবার সিইসি এবং নির্বাচন কমিশনার মো. আনিছুর রহমান যাননি। নির্বাচন কমিশনার মো. আহসান হাবিব খান, মো. আলমগীর ও রাশেদা সুলতানা অফিস করেন সেদিন। এমনকি গত সোমবার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কমিশন বৈঠক করলেও একজন নির্বাচন কমিশনার অনুপস্থিত থাকেন। আর তাতে গুঞ্জন তৈরি হয় পদত্যাগের। ওই বৈঠকে কমিশনারদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা ও মতবিনিময় হয় বলে জানা গেছে। পরদিন মঙ্গলবার সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল, কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আহসান হাবীব, মো. আলমগীর, বেগম রাশিদা সুলতানা দপ্তরে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন অনুপস্থিত ছিলেন কমিশনার আনিসুর রহমান। পদত্যাগের আলোচনা বা প্রস্তাব এলে কমিশন তা আমলে নেবে বলেও ইসি সূত্রে জানা গেছে। তবে সে রকম কোনো প্রস্তাব বা নির্দেশনা এখনো তাদের কাছে যায়নি কোনো তরফে। নির্বাচন কমিশন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, সম্ভবত কমিশনার আনিসুর রহমান মানসিকভাবে পদত্যাগের প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন। গত সোমবার তিনি অফিসের অনেকের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। তবে এ ব্যাপারে আনিসুর রহমান সংবাদমাধ্যমকে বলেন, অসুস্থতার কারণে কয়েক দিন অফিসে যাবেন না তিনি। আর পদত্যাগ নিয়ে কারও সঙ্গে কোনো কথা হয়নি তার। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় সূত্র জানায়, নির্বাচন কমিশন পদত্যাগের পর সেখানে নতুন কমিশন বসাতে হবে। কিন্তু সেই প্রস্তুতি এখনো সরকারের নেই বলে ধারণা তাদের। এমনকি রাজনৈতিক দলগুলোও এ ব্যাপারে এখনই চাপ দিচ্ছে না। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনার নিয়োগে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য যোগ্য লোক যাতে বসানো যায়, সে জন্য সময় নিচ্ছে তারা। ২০২২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি দায়িত্ব নেয় কাজী হাবিবুল আউয়াল নেতৃত্বাধীন বর্তমান ইসি। তাদের অধীনে অনুষ্ঠিত হয় গত ৭ জানুয়ারির দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন। এবারের নির্বাচনের অভিধা ছিল ডামি প্রার্থী নির্বাচন। আওয়ামী লীগ ও তাদের ডামি স্বতন্ত্র প্রার্থী সংসদের ৯৭ শতাংশ আসন জিতে নেয়। দলটির নির্বাচনী দোসর জাতীয় পার্টি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১১টি আসনে জেতে।

এর আগের দুই নির্বাচনও ছিল ভোটারবিহীন। ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচনের ভাগ্যে জোটে 'রাতের ভোট'। ভোটের আগের দিন রাতেই দেশের প্রায় সব জায়গায় ব্যালট বাক্স বলে ফেলা হয়। তার আগের ২০১৪ সালের নির্বাচন ছিল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভোট। সরকার গঠনের প্রয়োজনীয় আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে নেয় ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ। ফলে গত ১০ বছরে তিনটি সংসদ নির্বাচনে কোনো 'ভোটাধিকার' ছিল না জনগণের। এ জন্য সব নির্বাচন কমিশনই বিতর্কিত ও সমালোচনায় বিদ্ধ হয়েছে প্রতিবার। আগের কমিশনগুলোর পদত্যাগের দাবিতে সরকারের বাইরের রাজনৈতিক দলগুলো সোচ্চার থাকলেও কোনো ফল হয়নি। তারা পাঁচ বছর দায়িত্ব পালন করে স্বাভাবিক বিদায় নেন। কিন্তু এবার সেটি হচ্ছে না- এমন গুঞ্জন এখন নির্বাচন ভবনে। শিগগিরই বর্তমান ইসির বিদায় ঘণ্টা বেজে উঠবে, সেটি নিজ উদ্যোগে পদত্যাগ কিংবা আলোচনার মাধ্যমে পদত্যাগ, যেভাবেই হোক।

বৃষ্টিতে ব্যাপকভাবে ডেঙ্গু বিস্তারের

তিন লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন ও মৃত্যু হয় এক হাজার ৭০৫ জনের। এর আগে ২০১৯ সালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা প্রথমবার এক লাখ ছাড়ায়, সে বছর ভর্তি হয়েছিল এক লাখ এক হাজার ৩৫৪ জন। মৃত্যু হয় ১৭৯ জনের। অন্যদিকে ডেঙ্গু প্রসঙ্গে কীটতত্ত্ববিদ জি এম সাইফুর রহমান জানান, ডেঙ্গুর একই সেরুটাইপ (ধরন) গত বছরে ছিল। এ বছর একই ধরনের সেরুটাইপ থাকায় আক্রান্তের সংখ্যা তুলনামূলক কম। এ ছাড়া গত মাসে বৃষ্টিপাত ছিল না। তাপমাত্রা ছিল ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি, যে কারণে মশার প্রজনন কম হয়েছে। তবে বর্তমানে বৃষ্টির যে ধরন, এতে প্রজননস্থল বেড়ে এডিসের সংখ্যাও বাড়বে। তাই এখন এডিসের প্রজননস্থল ধ্বংস করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূলত এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু না বাড়ার কারণ সরকারের নেয়া নানা রকম উদ্যোগ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি।

শাবান মাহমুদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল

স্টাফ রিপোর্টার : ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের মিনিস্টার (প্রেস) সাংবাদিক নেতা শাবান মাহমুদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ভাস্কর দেবনাথ বাপ্পির সই করা প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, শাবান মাহমুদের সঙ্গে সরকারের সম্পাদিত চুক্তিপত্রের অনুচ্ছেদ-৮ অনুযায়ী বাংলাদেশ হাইকমিশন, নয়াদিল্লি, ভারত মিশনের প্রেস উইংয়ে মিনিস্টার (প্রেস) পদে তার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিল করা হলো। জনস্বার্থে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। এর আগে ২০২০ সালের ১৬ নভেম্বর শাবান মাহমুদকে দুই বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয় সরকার। পরে তার চাকরির মেয়াদ ২০২২ সালের ২ নভেম্বর পর্যন্ত আরও দুই বছর বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব নিয়োগ পেলেন শফিকুল আলম

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রেস সচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বার্তা সংস্থা এএফপির বাংলাদেশ ব্যুরো প্রধান শফিকুল আলম। গত মঙ্গলবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ-সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এতে বলা হয়েছে, শফিকুল আলমকে যোগদানের তারিখ থেকে প্রধান উপদেষ্টার মেয়াদকাল অথবা তার সন্তুষ্টি সাপেক্ষে (যেটি আগে ঘটে) সরকারের সচিব পদমর্যাদা ও ৭৮ হাজার টাকা (নির্ধারিত) বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদিসহ প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হলো। এই নিয়োগের অন্যান্য শর্ত অনুমোদিত চুক্তিপত্র দ্বারা নির্ধারিত হবে। সাংবাদিক শফিকুল আলম দুই দশক ধরে ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপিতে কাজ করছেন। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগের পর গত ৮ আগস্ট (বৃহস্পতিবার) ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়।

চট্টগ্রামে থানা থেকে লুট হওয়া ৩৫ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম মহানগরীতে বিভিন্ন থানা থেকে লুট হওয়া ৩৫টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ২৭৫ রাউন্ড গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে র‍্যাব। গত মঙ্গলবার পর্যন্ত নগরীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে এসব আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে এসএমজি, চায়না রাইফেল, বিডি রাইফেল, শটগান, পিস্তল এবং গ্যাসগান। র‍্যাব-৭-এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) মো. শরীফ-উল আলমএ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, উদ্ধারকৃত অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) উপপুলিশ কমিশনারের (হেডকোয়ার্টার্স) কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার বিক্ষোভে পতন ঘটে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। পতনের পর বিজয় উল্লাসের প্রাক্কালে দুর্বৃত্তরা চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের বিভিন্ন থানায় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায়। ওই ঘটনায় থানা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ এবং বিভিন্ন সরঞ্জামাদি লুট করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।

শেখ হাসিনার সঙ্গে ফোনালাপ: আ. লীগ নেতা গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : বরগুনা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর কবিরকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা থেকে আসা পুলিশের একটি টিম। গতকাল বুধবার সকাল ৬টার দিকে বরগুনা পৌরসভার আমতলার পাড় এলাকায় তার নিজ বাসভবন থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বরগুনা সদর থানার ওসি কে এম মিজানুর রহমান গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবিরের ফোনালাপ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। এতে বরগুনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর আগে, সোমবার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার সঙ্গে ফোনে কথা বলেন এই নেতা। ফেসবুকে ভাইরাল তিন মিনিটের ফোনালাপে শেখ হাসিনা জাহাঙ্গীর কবিরকে বলেন, আপনারা শৃঙ্খলা মেনে দলীয় কার্যক্রম চালাবেন। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসকে যথাযথভাবে পালন করবেন। এ সময় জাহাঙ্গীর কবির শেখ হাসিনাকে বলেন, আপা আপনি ঘাবড়াবেন না। আপনি ঘাবড়ালে আমরা দুর্বল হয়ে যাই। আমরা শক্ত আছি। জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, আমি ঘাবড়াবো কেন? আমি ভয় পাইনি। আপনারা দেখছেন, আমাদের পুলিশ বাহিনীকে মেরে কীভাবে ঝুলিয়ে রেখেছে। আমাদের কর্মীদের মেরেছে। বোরকা পরে মেরেছে। এ দেশটা রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন হয়েছে। আপনারা যেভাবে আছেন থাকেন। এ বিষয়ে বরগুনা সদর থানার ওসি কে এম মিজানুর রহমান বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে মোবাইলে কথা বলা এবং বিশৃঙ্খলা ঘটানোর ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঢাকা থেকে একটি পুলিশ টিম এসে তাকে গ্রেপ্তার করে ঢাকায় নিয়ে গেছে।

বরিশাল সিটি করপোরেশনের কার্যক্রম স্থবির

স্টাফ রিপোর্টার : সরকার পতনের পর বরিশাল সিটি করপোরেশনের স্বাভাবিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পরেছে। সিটি মেয়র আবুল খায়ের আব্দুল্লাহ খোকন সেরনিয়াবাত এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে অনুপস্থিত রয়েছেন। পাশাপাশি অন্তত ২০ জন কাউন্সিলর এলাকায় নেই। এ অবস্থায় নগর ভবনের কতিপয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে শুরু হয়েছে দলাদলি। অনেক কর্মচারী ইচ্ছামাফিক অফিসে আসছেন এবং যাচ্ছেন। ফলে একধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। অপরদিকে সিটি করপোরেশনের অ্যানেক্স ভবনটি পুড়িয়ে দেওয়ার কারণে বন্ধ রয়েছে শিশুদের টিকাদান ও মশকনিধন কার্যক্রম। একই সাথে বিভিন্ন সনদ পাওয়াসহ নগরীর উন্নয়ন প্রকল্পের কাজও থমকে আছে। বুধবার দুপুরে সিটি করপোরেশনের দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থেকে পদত্যাগ করে দেশত্যাগের পর বরিশালে আওয়ামী লীগের বিভিন্নপর্যায়ের নেতা ও জনপ্রতিনিধিরা এলাকা ছেড়েছেন। মেয়র আবুল খায়ের আব্দুল্লাহ গত ৩ আগস্টের পর আর তার কার্যালয়ে আসেননি। তিনি কোথায় আছেন জানেন না করপোরেশনের কর্মকর্তারা। নগরীর ২০টি ওয়ার্ডের আওয়ামী লীগ সমর্থিত কাউন্সিলররাও গা ঢাকা দিয়েছেন। নগর ভবনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, সরকার পতনের পরই বিএনপিপন্থী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা করপোরেশনের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করছেন। আর আওয়ামী লীগ ঘনিষ্ঠ যেসব কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এতোদিন প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিলেন তারা বর্তমানে অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পরেছেন। সিটি করপোরেশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা আহসান উদ্দিন বলেন, মেয়র অনুপস্থিত থাকলেও তাদের রুটিন কাজকর্ম চলছে। কোনো সমস্য নেই। বন্ধ ইপিআই ও মশকনিধন কার্যক্রম ॥ করপোরেশনে শিশুদের টিকাদান (ইপিআই) ও মশকনিধন কর্মসূচি এক সপ্তাহ ধরে বন্ধ রয়েছে। গত ৫ আগস্ট দুর্বৃত্তদের আগুনে করপোরেশনের চারতলার অ্যানেক্স ভবন পুড়ে যায়। ওইভবনে রাখা ইপিআই কর্মসূচি ও মশকনিধন কর্মসূচির সব সরঞ্জাম, নথিপত্র ও ওষুধপত্র পুড়ে গেছে। এই বিভাগে অন্তত ১০ হাজার শিশুকে টিকা দেওয়া হতো। ১৫৪টি পয়েন্টের জন্য আইস বক্স, ফ্রিজ ও প্রায় এক লাখ ভাওয়েল ওষুধ ছিল। সেগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ফলে শিশুদের জন্মের পর পাঁচটি টিকাসহ অন্যান্য টিকা ও ভিটামিন খাওয়ানো কার্যক্রম বন্ধ হয়েছে। সিটি করপোরেশনের ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মকর্তা পল্লবী সুলতানা বলেন, সিটি এলাকার টিকা শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জেনারেল হাসপাতাল থেকে নেওয়া যাবে। করপোরেশনের পরিচ্ছন্নতা বিভাগের এক কর্মকর্তা বলেন, আগুনে পুড়ে যাওয়ার আগে দুর্বৃত্তরা লুটপাট করে ১২টি ফগার মেশিন নিয়ে যায়। তারা এসব ফগার মেশিনের মধ্যে চারটি উদ্ধার করতে পেরেছেন। এখন তা দিয়েই মশকনিধন কার্যক্রম চলবে। বর্ষা মৌসুম হওয়ায় ডেঙ্গু প্রকোপ বাড়তে পারে বলেও তিনি আশঙ্কা করছেন। স্থবির উন্নয়ন কাজ ॥ ২০২৩ সালের শেষের দিকে নগরীর রাস্তাঘাট ও বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নে আটশ' কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। গত ৬ মে পাঁচ বছর মেয়াদী এই প্রকল্পের প্রথমধাপে নগরীর ৪০টি সড়ক ও নালা নির্মাণের কাজ শুরু হয়। গত এক সপ্তাহ এসব কাজ বন্ধ রয়েছে। নগরীর কালুশাহ সড়ক ঘুরে দেখা গেছে, সড়কের মোড়ে পাথরের বিশাল স্তুপ। সড়কজুড়ে ফেলে রাখা হয়েছে। এতে পথচারীদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বেতন বন্ধ ॥ করপোরেশনে স্থায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছেন ৫৩৭ জন। আর অস্থায়ী আছেন ১২শ' জন। মেয়র অনুপস্থিত থাকায় এসব কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা জুলাই মাসের বেতন-ভাতা পাননি। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, করপোরেশনের বেতন-ভাতা ও আর্থিক বিষয়গুলো মেয়রের অনুমোদন প্রয়োজন। তার স্বাক্ষর ছাড়া কোনো অর্থ ছাড় হয়না। কিন্তু মেয়রের অনুপস্থিতির কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ছাড় হচ্ছে না। ফলে কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বিপাকে পরেছেন। বিশেষ করে অস্থায়ী কর্মচারীরা বেতন না পাওয়ায় চরম দুর্দশায় পরেছেন। এ ব্যাপারে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইসরাইল হোসেন বলেন, আসলে মেয়র অনুপস্থিত এতে কিছুটাতো সমস্যা হচ্ছেই। তবে আমরা নিয়মিত কার্যক্রমগুলো ঠিকঠাক চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করছি খুব শীঘ্রই সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

কর্মীদের ভিসা দেওয়া শুরু করেছে সৌদি দূতাবাস

স্টাফ রিপোর্টার : সৌদি আরবগামী কর্মীদের ভিসা দেওয়ার প্রক্রিয়া আবার শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত দেশটির রাষ্ট্রদূত ইসা বিন ইউসুফ আল দুহাইলান। গতকাল বুধবার পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌ?হিদ হোসেনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে এ তথ্য জানান তিনি। অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে গত ৩ আগস্ট থেকে ঢাকায় কনস্যুলার সেবা বন্ধ করে দেয় সৌদি দূতাবাস। রাষ্ট্রদূত বলেন, আজ? আমরা পুনরায় ভিসা দেওয়া শুরু করে?ছি। সৌ?দি দূতাবাস এখন সব ধরনের সেবা দেওয়া শুরু করেছে। প?রি?স্থি?তি স্বাভা?বিক থাকাকালে প্রতি?দিন গড়ে পাঁচ হাজার ভিসা ইস্যু করা হতো। পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনার বিষয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও সৌ?দি আরবের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। আমরা অর্থনৈ?তিক ইস্যু, ভিসা ইস্যুসহ বি?ভিন্ন বিষয়ে আলাপ ক?রে?ছি। আমরা আশা কর?ছি, দ্রুতই বাংলাদেশে স্থি?তিশীলতা ও শা?ন্তি ফিরে আসবে। বাংলাদেশ স্থি?তিশীলতা উপভোগ করবে। বর্তমানে ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হা?সিনা সৌ?দিতে আশ্রয় চেয়েছেন বলে খবর প্রকাশ হয়েছে। এ বিষয়ে রাষ্ট্রদূতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তি?নি বলেন, এরকম কিছু আমি শু?নিনি।

ছয় সমন্বয়কের নামে হত্যা মামলার ঘোষণা আ. লীগ নেতার

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রতিবাদে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা করেছে উপজেলা আওয়ামী লীগসহ সহযোগী সংগঠনের নেতারা। গত মঙ্গলবার ঢাকার একটি আদালতে শেখ হাসিনার নামে মামলা দায়েরের খবর ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন কোটালীপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগসহ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা। ঘটনার প্রতিবাদে কোটালীপাড়া উপজেলার সর্বস্তরের মানুষকে সাথে নিয়ে গতকাল বুধবার (১৪ আগস্ট) বেলা ১১টায় দলীয় কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে আওয়ামী লীগ।

বিএফআইইউ ও দুদকসহ সংশ্লিষ্ট

বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। সরকার পতনের পর ও বিএফআইইউ এর প্রধানের পদত্যাগের প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে সক্রিয়তা দেখা যাচ্ছে, যা ইতিবাচক বলে বিবেচিত হতে পারে। তবে প্রশ্ন হলো, সকল তথ্য-প্রমাণ হাতে থাকা স্বত্তেও এতো দিনেও কেন ব্যবস্থা নেওয়া হলো না? টিআইবির নির্বাহী পরিচালক আরো বলেন, এমন নিষ্ক্রিয়তা কি প্রমাণ করে না- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে দলীয়করণের মাধ্যমে অকার্যকর করে রাখা হয়েছিলো এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের নেতৃত্বস্থানীয়রা এ অকার্যকরতার অনুঘটক হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন? বস্তুত অর্থ পাচার ও অপ্রদর্শিত সম্পদ অর্জনের বিষয়টিকে প্রকারান্তরে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। আশঙ্কার ব্যাপার হলো, দেশের আর্থিক দুর্নীতির তদন্তের দায়িত্বে থাকা সংস্থাগুলোকে দলীয় ব্যক্তিদের নিয়োগ, পদায়ন ও অনৈতিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে করায়ত্ত করে দুর্নীতির করার সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, সাবেক ভূমিমন্ত্রীর বিদেশে বিপুল অঘোষিত সম্পদ অর্জনের ঘটনা 'হিমশৈলের চূড়ামাত্র'। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে প্রত্যাশিত নতুন বাংলাদেশে রাষ্ট্রকাঠামোর আমূল পরিবর্তনের অপরিহার্য অংশ হিসেবে এ সকল প্রতিষ্ঠানগুলোকে আপাদমস্তক ঢেলে সাজাতে হবে। অন্যথায় দুর্নীতিমুক্ত, সুশাসিত, গণতান্ত্রিক ও জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন অধরা থেকে যাবে।

দেশে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন

মন্তব্য করেছেন জয়। শেখ হাসিনার সাবেক তথ্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন। সেখান থেকে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ''আমি বিশ্বাস করি, আমাদের সরকারের কোটার বিরুদ্ধে কথা বলা এবং বিষয়টি আদালতের ওপর ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে শুরুতেই বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল। কোটা কমানোর বিষয়ে আমাদের সরকার সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছিল। আদালত ভুল করেছে এবং আমরা কোটা চাই না বলে আমি সবাইকে আশ্বস্ত করার সুপারিশ করেছিলাম। কিন্তু আমাদের সরকার সেটা শোনেনি এবং বিচার ব্যবস্থাই বিষয়টি সামলাবে বলে প্রত্যাশা করেছিল।'' বিক্ষোভ মোকাবিলায় সরকারের ভুল স্বীকার করলেও সজীব ওয়াজেদ জয় বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন এই বিক্ষোভ সহিংস হয়ে ওঠার পেছনে একটি বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থা জড়িত ছিল। ''আমি দৃঢ়?ভাবে বিশ্বাস করি, একটি বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থা এর পেছনে জড়িত ছিল। কারণ ১৫ জুলাই থেকে অনেক আন্দোলনকারী আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত ছিল। গত ১৫ বছরে আমাদের জঙ্গিবাদের সফল নিয়ন্ত্রণের কারণে বাংলাদেশে আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া খুবই কঠিন। কেবল একটি বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থাই দেশে আগ্নেয়াস্ত্র পাচার ও বিক্ষোভকারীদের সরবরাহ করতে পারে।'' ৫ আগস্ট বাংলাদেশ থেকে তার মায়ের চলে যাওয়ার ২৪ ঘন্টার ঘটনার বর্ণনা দিয়ে জয় বলেন, এমনকি পরিস্থিতি এত দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে তা একদিন আগেও তিনি বা তা মা কেউই ভাবেননি। ওয়াশিংটন ডিসি থেকে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে দেওয়া ভিডিও সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ''তার (শেখ হাসিনা) দেশ ছাড়ার কোনও ইচ্ছা ছিল না। তিনি পদত্যাগ করতে যাচ্ছিলেন, রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেবেন এবং জনগণের উদ্দেশ্যে দেওয়া বিবৃতিতে এই ঘোষণা দেবেন। আমি বিশ্বাস করি, তিনি বিবৃতিটির খসড়া তৈরি করছিলেন এবং সাক্ষাৎকার রেকর্ড করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সবকিছু পরিকল্পিত ছিল। তিনি রেকর্ডিং শুরু করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা বলেন, ''ম্যাম, সময় নেই। আমাদের এখনই যেতে হবে।'' শেখ হাসিনা দেশ না ছাড়ার বিষয়ে অনড় ছিলেন। কিন্তু তিনি তাকে রাজি করাতে সক্ষম হয়েছেন জানিয়ে জয় বলেন, ''বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী তাকে সামরিক বিমানঘাঁটির একটি নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়। তারা সেখানে একটি হেলিকপ্টার প্রস্তুত করে রেখেছিল। কিন্তু তিনি যেতে চাননি... সেই সময় আমার খালা (শেখ রেহানা সিদ্দিক) আমাকে টেলিফোন করেন। আমি মাকে বোঝালাম যে, না, তোমার নিরাপত্তার জন্যই তোমাকে চলে যেতে হবে। যদি এই জনতা তোমাকে খুঁজে পায়, কোথাও তোমাকে ধরে ফেলে এবং সেখানে গুলি চলে, তাহলে অনেক মানুষ মারা যাবে। হয় তোমাকে এই হত্যার জন্য দায় দেবে কিংবা যদি তোমাকে ধরে ফেলে তাহলে মেরে ফেলবে। তাই তোমার সবচেয়ে ভালো হবে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া। এবং আমিই তাকে চলে যেতে রাজি করিয়েছি।'' বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে শেখ হাসিনা ভারতে রয়েছেন। সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন, ''তিনি বাংলাদেশে কী ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয় তা দেখার জন্য অপেক্ষা করছেন। আপাতত তিনি ভারতে থাকবেন।'' শেখ হাসিনার অন্য কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল কি না জানতে চাইলে জয় বলেন, ''তাকে হেলিকপ্টারে করে দেশ থেকে চলে যেতে হয়েছে। তাই তার একমাত্র গন্তব্য ছিল ভারত। তার জীবন বাঁচানোয় এবং তাকে অত্যন্ত সুরক্ষিত স্থানে নিয়ে যাওয়ায় প্রধানমন্ত্রী (নরেন্দ্র) মোদির সরকারকে ধন্যবাদ। তারা দ্রুত সাড়া দিয়েছে... তাই তিনি নিরাপদ আছেন। এছাড়া বিভিন্ন দেশে তার আশ্রয়ের আবেদন করার বিষয়ে যেসব প্রশ্ন উঠেছে তার সবগুলোই গুজব। এসব একেবারে মিথ্যা। তিনি কোথাও আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেননি।''ভারতের প্রতি তার বার্তা কী হবে, জানতে চাইলে জয় নয়াদিল্লিকে নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাদেশের সংবিধান সমুন্নত রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমি আশা করব, ভারত নিশ্চিত করবে যে, ৯০ দিনের সাংবিধানিক সময়সীমার মধ্যে বাংলাদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, অরাজকতা বন্ধ হবে এবং আওয়ামী লীগকে প্রচারণা ও পুনর্গঠনের অনুমতি দেওয়া হবে। যদি সেটা নিশ্চিত করা হয়, আমি এখনও নিশ্চিত যে আমরা নির্বাচনে জয়ী হব। আমরা এখনও সবচেয়ে জনপ্রিয় দল। শেখ হাসিনার সাথে দেখা করার জন্য তিনি ভারত ভ্রমণ করবেন কি না, জানতে চাইলে জয় বলেন, তিনি ভারতে যেতে চান। কিন্তু কখন তিনি যেতে পারবেন তা নিশ্চিত নয়।

সাত অঞ্চলে ৬০ কিমি

এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারি অবস্থায় রয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও রংপুর বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুক্রবার (১৬ আগস্ট) সকাল পর্যন্ত খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। শুক্রবার সকাল থেকে শনিবার (১৭ অক্টোবর) সকাল পর্যন্ত খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে। বর্ধিত পাঁচ দিনের আবহাওয়ায় বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

সংগঠনের নাম ব্যবহার করে বিভিন্ন

সমন্বয়ক কোনো কমিটি দিচ্ছি না। এ ধরনের কোনো পরিকল্পনাও নেই।' অন্যদিকে সমন্বয়ক পরিচয়ে কেউ একদলীয় শাসন কায়েম করতে চাইলে তাদেরকে বয়কট করার আহ্বান জানিয়েছেন আরেক সমন্বয়ক সারজিস আলম। তিনি বলেন, 'ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমন্বয়কদের নাম ভাঙিয়ে কেউ যদি বাকশাল কায়েম করতে চায়, তাদের চিনে রাখুন, বয়কট করুন। তারা আমাদের কেউ নয়।'

ইসরায়েলকে আরও ২০ বিলিয়ন

নেতাদের হত্যার দায়ে ইসরায়েলের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার হুমকি দিয়ে রেখেছে ইরান ও লেবাননভিত্তিক প্রতিরোধ যোদ্ধাদল হিজবুল্লাহ। ইরান ও এর মিত্রদের হুমকি ঘিরে মধ্যপ্রাচ্যে এখন বড় ধরনের যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের সামরিক উপস্থিতি জোরদার করে চলেছে মার্কিন বাহিনী। সম্ভাব্য হামলা ঠেকাতে ইসরায়েলও সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। তাছাড়া ইরান ও এর মিত্রদের হামলা থেকে বিরত রাখতে কূটনৈতিকভাবেও চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমারা।

হত্যা মামলায় সালমান-আনিসুল ১০

গেছে, বুধবার বিকেল ৫টা ৫৫ মিনিটে দুজনকে গোয়েন্দা (ডিবি) কার্যালয় থেকে আদালতের পথে গাড়িতে তোলা হয়। তাদের প্রিজন ভ্যানের নিরাপত্তায় আরও নয়টি গাড়ি ছিল। এর মধ্যে তিনটি সাদা মাইক্রোবাস, একটি প্রিজন ভ্যান ও ছয়টি পুলিশ ভ্যান। প্রিজন ভ্যানের আগে-পিছে পুলিশের গাড়িগুলো নিরাপত্তায় ছিল। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখে গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা। এরপরই সরকারের অনেক মন্ত্রী-এমপি গা ঢাকা দিয়ে আত্মগোপনে চলে যান। তাদের কেউ কেউ দেশ ছাড়েন বলেও খবর পাওয়া যায়। এরই মধ্যে গত ৮ আগস্ট নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে ১৭ সদস্যের অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়েছে।

উচ্চফলনশীল সয়াবিনের নতুন জাত

বড় দানা বিশিষ্ট উচ্চফলনশীল সয়াবিনের একটি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। তাইওয়ানের Asian Vegetable Research and Development Center (AVRDC/ World Vegetable Center), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং দেশের নোয়াখালী ও লক্ষীপুর এলাকা থেকে প্রায় ২০০ জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে ২০০৬ সাল থেকেই বিভিন্ন আঙ্গিকে সয়াবিন নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে বশেমুরকৃবি এর কৃষিতত্ত্ব বিভাগ। এ পর্যন্ত সয়াবিন উৎপাদনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য ৬ জন পিএইচ ডি ও আঠার জন ছাত্র-ছাত্রী এম.এস ডিগ্রি অর্জন করেছেন। উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায়শই সয়াবিনের পরিপক্বতার প্রারম্ভেই সাইক্লোনের জন্য আকস্মিক অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হয়। ফলে পানি জমে জলাবদ্ধতা দেখা দেয় এবং সয়াবিনের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। উপকূলীয় অঞ্চলে সয়াবিন চাষিদের দীর্ঘদিন যাবত স্বল্পজীবনকাল ও জলাবদ্ধতা সহনশীল জাতের চাহিদা ছিল। তার প্রেক্ষিতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন যাবত গবেষণা করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, জার্মপ্লাজমটি উচ্চ ফলনের পাশাপাশি সাতদিন যাবত জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। জাতটি উদ্ভাবন টিমের প্রধান প্রফেসর আব্দুল করিম জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা শেষ করে কৃষক পর্যায়ে জাতটির সঠিকতা যাচাই করার জন্য নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় জাতটির মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের সম্পৃক্ত করে রবি ও খরিফ দুই মৌসুমেই চাষ করা হয়। কৃষক ও গবেষকদের মতামতের ভিত্তিতে জার্মপ্লাজমটি বিইউ সয়াবিন-৫ নামে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ অনুবিভাগে নিবন্ধন করা হয়। বিভিন্ন উপজেলায় জাতটির ফলন পাওয়া গিয়েছে ৩ দশমিক ৫ মেট্রিকটন। দেশের অন্যান্য জাতের জীবনকাল যেখানে ১০০-১১০ দিন সেখানে বিইউ সয়াবিন-৫ মৌসুম ভেদে ৭৫-৮৫ দিনেই পরিপক্ব হয়। ফলে সয়াবিনের ফল পাকার আগে অতিরিক্ত বৃষ্টিতে আকস্মিক জলাবদ্ধতা থেকে জাতটি রক্ষা পাবে। বিইউ সয়াবিন-৫ এর ১০০০-বীজের ওজন ২৮৫ গ্রাম, যা বাংলাদেশের বিদ্যমান যে কোনো জাতের চেয়ে বেশী। জাতটির প্রোটিনের পরিমাণ ৩৮ ভাগ এবং তেল ২০ ভাগ। বাংলাদেশে এখনও পশু ও মাছের খাদ্য হিসেবেই মূলত সয়াবিন ব্যবহৃত হয়। তবে ইদানিং বিভিন্ন স্নাকস, সয়ামিট বল ও সয়ামিল্ক হিসেবে এর ব্যবহার দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি গিয়াস উদ্দিন মিয়া জানান, বশেমুরকৃবি থেকে উদ্ভাবিত প্রতিকূল পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী সয়াবিনের জাতগুলি প্রায় ১০ হাজার হেক্টর জমিতে চাষাবাদ হচ্ছে। তাছাড়া জাতগুলোর বীজের আকার দেশের প্রচলিত জাতের তুলনায় অনেক বড় ও জীবনকাল কম ও প্রোটিনের পরিমাণও বেশি। প্রোটিনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হওয়ায় দেশের পশু ও মাছের খাবারের উপকরণ হিসাবেও জাতগুলোর ব্যাপক চাহিদা আছে। উপকূলীয় অঞ্চলে সাইক্লোনের কারণে হঠাৎ জলাবদ্ধ সৃষ্টি হলে জমিতে সয়াবিনের উৎপাদন বৃদ্ধিতে নতুন জাত বিইউ সয়াবিন-৫ বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

অর্থ পাচারকারীরা শান্তিতে ঘুমাতে

ষ্টে থাকে। তারা টাকার বিছানায় বালিশ দিয়ে যেন ঘুমাতে না পারে; এই ব্যবস্থা করবো। একটু দৌড়াদৌড়ি মধ্যে থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক আইন এখন কিছুটা সহায়ক আছে, এটাকে কাজে লাগাতে হবে। টাকা আসুক আর না আসুক তাদের কষ্টে রাখবো।'

আর্থিক খাতের এক

যে আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে চলছিলেন তা থেকে সম্পূর্ণ বের হয়ে আসেন ২০০৯ সালে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকারের সময় গত ১৬ বছরে দেশের ব্যাংকিং খাত এবং শেয়ারবাজার তছনছ করে দিয়েছে সালমান এফ রহমান ও তার বেক্সিমকো গ্রুপ। নিজের স্বার্থে ঋণ খেলাপির আইন পরিবর্তন করে তার প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা বের করার স্বার্থে ২০১৩ সালে সালমান এফ রহমানের নির্দেশে ব্যাংকিং খাতের ঋণ পুনর্গঠন ফর্মুলা তৈরি করা হয়। এ সুযোগে প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা করেন নানা অপকর্ম। কমে যায় ঋণ নিয়ে ফেরত দেওয়ার প্রবণতা। এরপরই লাগামহীনভাবে খেলাপি ঋণ বেড়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে এর পরিমাণ ১ লাখ ৮৬ হাজার কোটি টাকা হলেও বাস্তবে এর পরিমাণ ৪ লাখ কোটি টাকা বলে ব্যাংকারেরা অভিযোগ করেছেন। ফলে বাংলাদেশের আর্থিক খাত এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। ১৯৯৬ সালের শেয়ার কেলেঙ্কারি থেকেই শেয়ারবাজারে কেলেঙ্কারির এক অবিচ্ছেদ্য নাম সালমান এফ রহমান। সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের জন্য তো বটেই, ঘটনা প্রবাহে দেখা যায় আওয়ামী লীগ সরকার আগের দফায় (১৯৯৬ সালে) ক্ষমতায় আসার চার মাসের মধ্যেই যে বড় শেয়ার কেলেঙ্কারির জন্য দেয়, তার সঙ্গেও ছিল তার সরাসরি সম্পৃক্ততা। তখনও কৃত্রিমভাবে শেয়ারের দাম বাড়িয়ে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে শত শত কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছিল সালমান এফ রহমানের বেক্সিমকো গ্রুপ। ওই ঘটনায় ১৫টি প্রতিষ্ঠান ও ৩৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল। কিন্তু এ ঘটনার অন্যতম অংশীদার বেক্সিমকো ও শাইনপুকুরের বিরুদ্ধে মামলায় কোনো অভিযোগ গঠন করাই সম্ভব হয়নি। মামলা করার পরের দিনই প্রতিষ্ঠান দুটির ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান উচ্চ আদালত থেকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পান। উচ্চ আদালত থেকে তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ গঠন করা যাবে না বলে জানানো হয়।

ফের শেয়ার কেলেঙ্কারি ২০০১ সালে বিএনপি সরকার আসার আগ পর্যন্ত বেসরকারি খাতে দেশের অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় গ্রুপ ছিল বেক্সিমকো। কিন্তু এসময় থেকেই মূলত বেশ আর্থিক কষ্টে পড়ে যান তিনি। বিএনপি শাসনামলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন হয় যে তিনি কর্মচারীদের বেতন পর্যন্ত দিতে পারছিলেন না। বেক্সিমকো কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে টাকা জোগান দিয়ে কোম্পানিকে কোনোভাবে টিকিয়ে রাখেন। এরপর নবম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরপরই রাতারাতি তার সেই অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। ২০০৯ সাল থেকে বেক্সিমকো বিভিন্ন কোম্পানির নামে নেওয়া হাজার হাজার কোটি টাকার খেলাপি ঋণ পরিশোধ করতে শুরু করে। এসময়ের মধ্যে বেক্সিমকো ২০০১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত সাত বছর ধরে জমতে থাকা ঋণের বোঝার অনেকটাই মিটিয়ে দেয়। পাশাপাশি ২০০৯-এর মাঝামাঝি থেকে তারা দেশে একের পর এক প্রতিষ্ঠানের মালিকানা নিতে শুরু করে। এভাবেই ঋণের ভারে জর্জরিত একটি প্রতিষ্ঠান রাতারাতি অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলে। জিএমজি এয়ারলাইন্স, ওয়েস্টিন হোটেল, বিডিনিউজ২৪-এর মালিকানা, সিঙ্গারের মতো একটি বিশাল কোম্পানি, ইউনাইটেড হাসপাতাল, একটা বিখ্যাত স্কুল ইত্যাদি কিনে ফেলে।

রপর ২০১০ সালে আবার দেশের শেয়ারবাজারে ভয়াবহ কেলেঙ্কারি হয়। যেখানে খলনায়কের ভূমিকা পালন করেন সালমান এফ রহমান। লুটে নেন হাজার হাজার কোটি টাকা। পুঁজিবাজারের সবচেয়ে আলোচিত সমালোচিত ব্যক্তি সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে বাজারের উত্থান-পতন এবং বিভিন্ন ধরনের কারসাজির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেলেও তদন্ত প্রতিবেদনে তাকে রেহাই দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। বিভিন্ন তদন্তে পুঁজিবাজারের ফিক্সড প্রাইস, বুক-বিল্ডিং, রাইট শেয়ার, ডিরেক্ট লিস্টিং, সম্পদ পুনর্মূল্যায়ন, প্রেফারেন্স শেয়ারসহ সব অনিয়মের ক্ষেত্রেই সালমান এফ রহমানের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন কোম্পানির প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নিয়েছেন বলে প্রমাণ পায় তদন্ত কমিটি। অথচ এসব অনিয়মের সঙ্গে সালমান এফ রহমানসহ আরও কয়েকজনের নাম জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বরং তিনিসহ অন্যদের অপরাধ বিএসইসির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। ১৯৯৬ সালের শেয়ার কেলেঙ্কারির এই নায়ক ২০১০ সালে একই ভূমিকায় জালিয়াতি করে শেয়ারবাজারের হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট করেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। শীর্ষ ঋণ খেলাপি বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠেছে খেলাপি ঋণ সংস্কৃতি। যা দেশে ব্যাংক খাতে সুশাসন ও সুদের হার চড়া পর্যায়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। এ ছাড়া এই কারণে হাজার হাজার উদ্যোক্তা ঋণপ্রাপ্তি ও বিনিয়োগে বাধা তৈরি হয়েছে। তাই বলা যায় যে, দেশের ব্যক্তি খাতের প্রবৃদ্ধির অন্যতম বড় বাধা হলো এই খেলাপি ঋণ। আর দেশের খেলাপি ঋণ সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা থেকেই বেক্সিমকো অনেক পুরোনো ও শীর্ষস্থানীয়দের অন্যতম। গত দুই দশকে সর্বোচ্চ ঋণ খেলাপিদের মধ্যে অন্যতম বেক্সিমকোর খেলাপি ঋণ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। সে কারণে সালমান এফ রহমান দেশের একজন শীর্ষ ঋণ খেলাপি হিসেবেও পরিচিত। ২০০৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে সংসদে শীর্ষ ১০ ঋণ খেলাপির তালিকা দিয়েছিলেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত। ওই তালিকায় ঋণ খেলাপির শীর্ষে ছিল বেক্সিমকো টেক্সটাইল। এ ছাড়াও শীর্ষ দশের মধ্যে বেক্সিমকো গ্রুপের আরও তিনটি প্রতিষ্ঠান ছিল। এদিকে, বর্তমানে সালমান এফ রহমান ও বেক্সিমকো গ্রুপের একটি বড় অঙ্কের বকেয়া রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত জনতা ব্যাংকে। দীর্ঘদিন ধরে ঋণের টাকা দিয়ে পুরোনো ঋণ নবায়নের অভিযোগ রয়েছে শেখ হাসিনার এই উপদেষ্টার বিরুদ্ধে। জনতা ব্যাংকে বেক্সিমকো ও এস আলম গ্রুপের এতটাই প্রভাব যে তাদের কারণে ব্যাংকের যেকোনো সূচকে পরিবর্তন দেখা যায়। তার মধ্যে অন্যতম একটি সূচক খেলাপি ঋণ। জনতা ব্যাংকের নিজস্ব নথিপত্র অনুযায়ী, ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে জুন এই তিন মাসে ব্যাংকটির খেলাপি ঋণ বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছিল। ফলে জুন মাসের শেষে ব্যাংকটির খেলাপি ঋণ বেড়ে হয় ২৮ হাজার ৬৬৫ কোটি টাকা। মার্চ শেষে যা ছিল ১৬ হাজার ৯৫০ কোটি টাকা। তবে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে জনতা ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমে ১৭ হাজার ১২৮ কোটি টাকায় নেমে আসে। ফলে ব্যাংকটির খেলাপি ঋণের হার ৩০ দশমিক ৪৩ শতাংশ থেকে কমে ১৭ দশমিক ৯৯ শতাংশে নামে। অভিযোগ রয়েছে, খেলাপি ঋণের বড় অংশই অনিয়মের মাধ্যমে দেওয়া। জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে বেক্সিমকো গ্রুপের ৮ হাজার ৫৫০ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিল করা হয়। এসময়ে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক এস আলম গ্রুপের পুনঃতফসিল করা খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৫ হাজার ২৬৯ কোটি টাকা। ফলে ব্যাংকটির খেলাপি ঋণ কমে যায় ১৩ হাজার ৯৪৯ কোটি টাকা। তবে আরও কিছু নতুন প্রতিষ্ঠান তালিকায় যোগ হওয়ায় জুলাই-সেপ্টেম্বরে ব্যাংকের খেলাপি ঋণ কমে হয় ১১ হাজার ৫৩৭ কোটি টাকা। জানা গেছে, গত জুন শেষে জনতা ব্যাংকে বেক্সিমকো গ্রুপের ঋণ ছিল ২৩ হাজার ২২৮ কোটি টাকা ও এস আলম গ্রুপের ঋণ ছিল ৯ হাজার ৬০৯ কোটি টাকা। এসব গ্রুপের বেনামি ঋণের পরিমাণ আরও বেশি বলে গুঞ্জন রয়েছে ব্যাংক পাড়ায়। কত টাকার মালিক সালমান এফ রহমান? ২০১৭ সালে চীনভিত্তিক গবেষণা সংস্থা হুরুন গ্লোবালের বিশ্বের শীর্ষ ধনী ব্যক্তিদের তালিকায় প্রথমবারের মতো উঠে আসে বাংলাদেশি ব্যবসায়ী সালমান এফ রহমানের নাম। তখন তিনি ১৩০ কোটি ডলারের মালিক ছিলেন। প্রতি ডলার ৮০ টাকা ধরলে তখনকার হিসাবে এ সম্পদের পরিমাণ ছিল ১০ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে দেওয়া হলফনামায় সম্পদের যে তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, ঢাকা-১ আসনের সাবেক এ সংসদ সদস্য এবং প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ৩১২ কোটি টাকার বেশি। পাঁচ বছরে তার অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে ৩৬ কোটি টাকার মতো। হলফনামায় উল্লেখ করা হয়, সালমান এফ রহমান পেশায় ব্যবসায়ী। তিনি বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক। হলফনামা অনুযায়ী, তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় ১৪টি মামলা হয়েছিল, তবে তিনি সবকটি থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। সালমান এফ রহমান ২০১৮ সালে সংসদ সদস্য হন। ওই বছর নিজের হলফনামায় অস্থাবর (টাকা, শেয়ার, সোনা ইত্যাদি) সম্পদ উল্লেখ করেছিলেন ২৭৬ কোটি টাকার কিছু বেশি। এবার যে ৩১২ কোটি টাকা দেখিয়েছেন, তার মধ্যে প্রায় ২৯৩ কোটি টাকা শেয়ার ও সমজাতীয় সম্পদ। ব্যাংকে জমা আছে ৯ কোটি টাকার মতো। সালমান এফ রহমানের স্ত্রীর নামে ৩ কোটি ৬৭ লাখ টাকার অস্থাবর সম্পদ রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় আড়াই কোটি টাকা দেখানো হয়েছে আসবাব ও ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের মূল্য বাবদ। তার ব্যাংকে আছে প্রায় ১ কোটি টাকা। সালমান এফ রহমানের বার্ষিক আয় ২৫ কোটি ৩১ লাখ টাকার কিছু বেশি, যা ২০১৮ সালে ছিল ৯ কোটি ৩৫ লাখ টাকা। পাঁচ বছরে তার আয় বেড়ে ২ দশমিক ৭ গুণ হয়েছে। সালমান এফ রহমানের আয়ের বড় অংশ আসে শেয়ার ও সমজাতীয় বিনিয়োগ থেকে, পরিমাণ প্রায় ২৪ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। স্থাপনার ভাড়া, চাকরি ও ব্যাংক সুদ খাতেও আয় আছে তার। জমির ভুয়া দলিল ২০০০ সালের দিকে বেক্সিমকো গ্রুপের প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড জমির বেশ কিছু ভুয়া দলিল নিয়ে আইএফআইসি ব্যাংকে গিয়েছিল বড় অঙ্কের ঋণের জন্য। ব্যাংকের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা পরবর্তীতে জমির ব্যাপারে খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারেন জমিগুলো আসলে ক্রয়ই হয়নি। জমির মালিকরা আতঙ্কিত হয়ে গাজীপুরের তৎকালীন জেলা প্রশাসকের শরণাপন্ন হলেও তিনি তাদের সাহায্য করেননি। এরপর তারা তৎকালীন ইউএনওর কাছে গেলে তিনি তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন। ব্যক্তিগতভাবে ইউএনও খোঁজখবর নিয়ে নিশ্চিত হন, প্রকৃত মালিকরা বেক্সিমকোর কাছে জমি রেজিস্ট্রি করে দেননি। বরং রেজিস্ট্রি অফিসে ভুয়া মালিক সাজিয়ে এসব দলিল রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। এরপর ইউএনও লিখিতভাবে বেক্সিমকো প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডকে নোটিশ পাঠান। এসময় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি ওই ইউএনওকে নানা লোভ এবং ভয়ভীতি দেখিয়েও ম্যানেজ করতে ব্যর্থ হয়। একপর্যায়ে ইউএনও নিজে বাদী হয়ে প্রতিষ্ঠানের মালিক সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেন। এই জমি জালিয়াতির সঙ্গে সালমান এফ রহমান সরাসরি জড়িত দাবি করে তিনি আর্জির সঙ্গে ১০৮ পৃষ্ঠার তথ্যপ্রমাণও জুড়ে দেন। তবে এতে সালমান বা তার প্রতিষ্ঠানের কিছুই হয়নি, বরং শেষ পর্যন্ত বদলি হন সেই ইউএনও। ছেলের গাড়ি বিলাস এক মাস আগে এক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, জনগণের টাকা লুট করে সালমান এফ রহমানের ছেলে পৃথিবীর সবচেয়ে বিলাস বহুল রিসোর্টে তিনদিনের বিবাহবার্ষিকী পালন করেছেন। জনগণের টাকা লুট করে তাকে বিলাস বহুল গাড়ি ব্যবহার করতে দেখা গেছে। সালমান এফ রহমানের ছেলে শায়ান রহমানের দামি জি ৫৩ গাড়ি ব্যবহার করেন। এই গাড়ির দাম ৩ লাখ মার্কিন ডলার। রোলস রয়েসের গ্লোভের একটি গাড়ি রয়েছে তার সংগ্রহে, যার দাম ৪ লাখ ডলার। রেইজ রোলার গাড়ি তার কালেকশনে আছে, যে গাড়ির দাম আড়াই লাখ মার্কিন ডলার। ফেরারি রোমা গাড়ি দেখা দেখা গেছে তার সংগ্রহে। সেই গাড়ির দাম সাড়ে ৩ লাখ মার্কিন ডলার। ল্যামবারগিনি গাড়ি রয়েছে তার, যার মূল্য আড়াই লাখ ডলার। রয়েছে মেট ল্যাবেনের রেসিং কার, যেটির মূল্য দেড় লাখ মার্কিন ডলার।

কোটা আন্দোলনে মুক্তিযুদ্ধের

বাস্তবায়নও যা হবে সবার সামনে হবে। তবে সংস্কার হবে এবং ব্লাস্টিক সংস্কার।'

সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি

লুটপাটের সঙ্গে জড়িত। তাদের লুটপাটের কারণে সংসদ এখন দেউলিয়ায় পরিণত হয়েছে। মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা বলেন, স্পিকার অবৈধভাবে অসংখ্য নিয়োগ দিয়েছে। অবৈধভাবে ঠিকাদার দিয়ে কোটি কোটি টাকা লোপাট করেছে। তার সঙ্গে অবৈধভাবে আওয়ামীপন্থি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কোটি কোটি টাকার মালিক বনে গেছেন। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই অনেককে তারা চাকরি দিয়েছেন। তারা এখন উপসচিব ও যুগ্মসচিব পর্যায়ে চলে গেছেন। তাদের চাকরির কোনো ভিত্তি নেই। অথচ নিময়তান্ত্রিকভাবে চাকুরি পাওয়া কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সংসদ সচিবালয় থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। তাই এই মুহূর্তে পলাতক স্পিকার ও তার সহযোগী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জরুতি ভিত্তিতে অপসারণ করতে হবে। মানববন্ধনে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের তালিকা প্রকাশ ও তাদের সংসদে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ, জাতীয় সংসদের দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ, সকল প্রকার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ও আত্মীকরণ কর্মকর্তাদের চাকরিচ্যুতি, বর্তমান স্পিকারের আমলের সকল নিয়োগ বাতিল ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় পুনঃনিয়োগের ব্যবস্থা, অবৈধভাবে চাকরিচ্যুত কর্মচারীদের চাকরিতে পুনর্বহাল, নির্যাতিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাযথভাবে পদোন্নতি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং দুর্নীতি করে উপার্জিত অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা ও অবৈধভাবে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার দাবি জানানো হয়েছে।

বাধ্যতামূলক অবসরে স্বরাষ্ট্র সচিব

হলেন- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব), বিনিয়োগ উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব), জাতীয় সংসদের সিনিয়র সচিব, পরিকল্পনা বিভাগের সচিব, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব। অন্যদিকে বিনিয়োগ উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য হিসেবে সচিব পদমর্যাদার সদস্য খায়রুল আলমের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগও বাতিল করা হয়েছে।

আদালতগুলোতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ

যাবজ্জীবন সাজা দিতে পারে। অভিযোগপত্র গঠনের সময় থেকে ৯০ কার্যদিবসের মধ্যে বিচার শেষ করতে হবে। এ সময় সম্ভব না হলে আরও ৩০ কার্যদিবস, না হলে আরও ১৫ কার্যদিবস (সুপ্রিম কোর্টকে অবহিত করে) সময় নেয়া যাবে। আবশ্যিকভাবে এই বিধান প্রতিপালনের কথা বলা হলেও বলা নেই নির্দিষ্ট সময়ে বিচার শেষ না হলে কী হবে।

১৫ আগস্ট ব্যাংক খোলা

স্টাফ রিপোর্টার : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ঘোষিত ১৫ আগস্টের সাধারণ ছুটি বাতিল করা হয়েছে। এর ফলে ১৫ আগস্ট বাংলাদেশে কার্যরত সব তফসিলি ব্যাংক স্বাভাবিক নিয়মে খোলা থাকবে। গতকাল বুধবার এ-সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় অর্পিত সমতাবলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ নির্দেশনা জারি করেছে। এর আগে গত মঙ্গলবার অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের ছুটি বাতিলের সিদ্ধান্ত হয়। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এই বৈঠকের পর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উপদেষ্টা পরিষদের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপে ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ঘোষিত ১৫ আগস্টের সাধারণ ছুটি বাতিলের বিষয়টি উপদেষ্টামণ্ডলীর বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে।

গুম-খুনের মতো মানবাধিকার লঙ্ঘন সহ্য করা হবে না: মায়ের ডাক

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে গুম-খুনের মতো মানবাধিকার লঙ্ঘন আর সহ্য করা হবে না বলে মন্তব্য করেছেন মায়ের ডাকের সমন্বয়ক সানজিদা ইসলাম। তিনি বলেন, গুম করে রাখার জন্য আয়নাঘরের মতো যত ঘর আছে, সেখানে বন্দিদের ফেরত দিতে হবে এবং সব আয়নাঘর ভেঙে দিতে হবে। দেশে আর কোনো আয়নাঘর থাকবে না। গতকাল বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মায়ের ডাক আয়োজিত এক মানববন্ধনে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় স্বজন হারানো পরিবারের সদস্যসহ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক এবং রাজনৈতিক নেতারাও বক্তব্য রাখেন। সানজিদা ইসলাম বলেন, গতকাল (গত মঙ্গলবার) প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আমাদের বৈঠক হয়েছে। তিনি আমাদের আশ্বস্ত করেছেন। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গুম-খুনের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার করে জবানবন্দি নিতে হবে। তাদের বিচারের আওতায় আনা ছাড়াও তথ্য উদ্ধার করে আমাদের জানাতে হবে। তিনি বলেন, প্রশাসনকে বলছি, অতি শিগগিরই গুমের বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। আপনারা দেখেছেন, কীভাবে স্বাধীনতা আনতে হয়, আমরা ২০২৪-এ এনেছি। হারানো স্বজনদের ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা রাস্তায় থাকবো। নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশের খোলস পাল্টে যতখানি পারেন সাজিয়ে দেন। সেই কাজের মধ্য দিয়ে দাবি-দাওয়া পূরণ করতে হবে। যারা গুম-খুনের সঙ্গে জড়িত, তাদের অনতিবিলম্বে বিচারের আওতায় আনতে হবে। মায়েয় ডাক মানে মায়ের আকুতি, এই আকুতি শুনতে হবে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক তারেক রেজা বলেন, এই সরকার আমাদের আশ্বাস দিয়েছে, যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন তাদের মুক্তি দেওয়া হবে। কিন্তু আজ ছয় দিন হয়ে গেলেও তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে না কেন? তাদের কী খুন করা হয়েছে? যদি তাই হয়, তাহলে খুনিরা কই? আমরা বলতে চাই, যত দ্রুত সম্ভব আমাদের গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের মুক্তি দেওয়া হোক। জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল হাকিম লালা বলেন, গত ১৫ বছরে শেখ হাসিনার সরকার যাদের গুম করেছে, তাদের বিচার করতে হবে। এর সঙ্গে যেসব সেনা কর্মকর্তা জড়িত তাদেরও বিচার করতে হবে। আমাদের যেসব ছাত্রদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, হেলিকপ্টার থেকে গুলি করা হয়েছে, তাদের বিচার করতে হবে।

শেখ হাসিনাসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে গুমের মামলা এজাহার হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : ২০১৫ সালে রাজধানীর উত্তরা থেকে 'গুম করার' অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানসহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে মামলার আবেদনটি সংশ্লিষ্ট থানাকে এজাহার হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল বুধবার দুপুরে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ফারজানা শাকিলা সুমু চৌধুরীর আদালতে ভুক্তভোগী সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সোহেল রানা নিজেই এই আবেদন করেছেন। এ সময় আদালত বাদীর জবানবন্দি রেকর্ড করে উত্তরা পশ্চিম থানা পুলিশকে মামলাটি এজাহার হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দেন। মামলায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক আইজিপি শহীদুল হক, র‍্যাবের সাবেক ডিজি বেনজীর আহমেদ এবং র‍্যাবের অজ্ঞাত ২৫ সদস্যকে আসামি করার আবেদন করা হয়েছে। বাদীপক্ষের আইনজীবী মো. সোহেল এ তথ্য নিশ্চিত করেন। মামলার এজাহার থেকে জানা যায়, সোহেল রানা ২০১৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি বন্ধু আশরাফুল ইসলাম রিংকুর সঙ্গে উত্তরার ৫ নম্বর সেক্টরের ১ নম্বর রোডে স্মাইর গ্যালারির সামনে অবস্থান করছিলেন। রাত ৮টা থেকে সাড়ে ৮টার দিকে একজন হাতে স্মার্ট ডিভাইসসহ এসে তাদের পরিচয় জানতে চান, তারা পরিচয় দেন। পরে তাদের দুজনকে জরুরি কথা আছে বলে একটি গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে যায়। গাড়িতে র‍্যাবের পোশাক পরিহিত দুজনকে এবং আরও ১০ থেকে ১১ জন বন্দুকধারীকে দেখতে পান। গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের চোখ বেঁধে ফেলা হয়। হাতে হ্যান্ডকাপ পরানো হয়। সোহেল রানাকে গাড়িতেই বৈদ্যুতিক শক দিতে থাকে। আর্তচিৎকার যেন বাইরে না যায়, এজন্য উচ্চ ভলিউমে ডিজে টাইপের গান চালিয়ে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পর রিংকুকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেয়। ঘণ্টাখানেক পর সোহেল রানা বুঝতে পারেন তাকে কোনো একটি বিল্ডিংয়ের আন্ডারগ্রাউন্ডে নিয়ে গেছে। এ সময় তারা বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে নিয়ে গালিগালাজ করতে থাকেন। সেখানে গিয়েও তাকে শক দিতে থাকে। দুই ঘণ্টা পর তিন-চার জন এসে তাকে ঝুলিয়ে মারতে থাকে। এতে জ্ঞান হারান তিনি। জ্ঞান ফিরলে তাকে আবার নির্যাতন করা হয়। তার নির্দেশে নির্বাচন কমিশন ভবনে আগুন দেওয়া হয়েছে কিনা জানতে চান। তাকে আবারও শক দেওয়া হয় এবং মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। এভাবে তার ওপর নির্যাতন চালানো হয়। তাকে নামাজ পড়তেও বাধা দেওয়া হতো। পিঠমোরা দিয়ে হাতকরা অবস্থায় তাকে বেঁধে রাখা হতো। এজাহারে আরও বলা হয়, গত ৬ জুন ৭ থেকে ৮ ঘণ্টার দূরত্বে তাকেসহ কয়েকজনকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। ১৩ আগস্ট ভোর ৩-৪টার দিকে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাকে রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। তখনও তার হাত ও চোখ বাঁধা ছিল। পরে তিনি লোকজনের কাছে জানতে পারেন, তিনি রাজশাহীর গোদাগাড়িতে আছেন। বাদী মুক্ত হয়ে জানতে পারেন, শেখ হাসিনার হুকুমে অন্যান্য আসামি দেশে এক নায়কতন্ত্র ও স্বৈরাচার শাসন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য দেশে গুমের নামে অপহরণ এবং বিনা বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে এবং তিনি নিজেই নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

ফ্ল্যাট কেনাবেচা নিয়ে বিরোধে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর ওয়ারী হাটখোলা এলাকায় ফ্ল্যাট কেনাবেচা নিয়ে বিরোধে আলামিন ভূঁইয়া (৪২) নামে একজনকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বুধবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. বাচ্চু মিয়া এ তথ্য জানান। ওয়ারীর একেএম শাহা লেন এলাকার মৃত শামসুদ্দিনের ছেলে আলামিন। নিহতের স্ত্রী মুনমুন বলেন, দেড় বছর আগে রিপন নামে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রায় দেড় কোটি টাকা দিয়ে একটি ফ্ল্যাট কিনেছিলাম আমরা। ফ্ল্যাট রেডি হলেও তা বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছিল না। এসব নিয়ে তাদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ চলছিল। সেই বিরোধের জেরে রিপন তার লোকজন নিয়ে আমার স্বামীকে হত্যা করে। বাচ্চু মিয়া বলেন, আলামিন ভূঁইয়ার স্বজনরা গুরুতর অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনেন। পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। লাশটি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।

আসামিদের সঙ্গে আইনজীবী-আত্মীয়দের সাক্ষাতের সুযোগ দিতে নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : জেলকোড অনুসরণ করে কারাগারে থাকা আসামিদের সঙ্গে তার আত্মীয়স্বজন ও আইনজীবীদের দেখা করার সুযোগ দিতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। এ-সংক্রান্ত রিটের শুনানি নিয়ে গতকাল বুধবার বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ ও বিচারপতি মো. বজলুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার সারা হোসেন ও আইনজীবী তবারক হোসেন। তাদের সহযোগিতা করেন আইনজীবী জামিউল হক ফয়সাল। অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার অনীক আর হক। পরে ব্যারিস্টার সারা হোসেন বলেন, গত ২১ জুলাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা বিভাগ থেকে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে বলা হয়, কারাবন্দিদের সঙ্গে দর্শনার্থীদের সাক্ষাৎ সাময়িকভাবে স্থগিত করা হলো। তবে ওই প্রজ্ঞাপনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন অ্যাডভোকেট বাবর আলী।

রাঙামাটির সীমান্ত সড়ক থেকে গাড়িসহ খাদে পড়ে নিহত ২

স্টাফ রিপোর্টার : রাঙামাটির রাজস্থলীর সীমান্ত সড়কে চাঁদের গাড়ি (জিপ) খাদে পড়ে ২ জন নিহত হয়েছেন। এ সময় আরও ৬ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় থুমপাড়া জুরাছড়ি উপজেলার পানকাটা ছড়া যাওয়ার পথে একটি চাঁদের গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন রাঙামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলার বালুমুড়া গ্রামের বাসিন্দা পুচিংমং মারমার ছেলে চিনিমং মারমা (২০) ও মনু চাকমা নামে আরেক ব্যক্তি। গুরুতর আহতদের মধ্যে রয়েছেন কালাকেতু (৫০) বর্ম চাকমা (২০) বস্তা চাকমা (৪৫) দলাইয়ে চাকমা (৪০) কেচিনো মারমা (৩৮) ও সুরেশ চাকমা (২৫)। তারা সকলে জুরাছড়ি এলাকার একই গ্রামের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। স্থানীয়রা জানান, বিলাইছড়ি-রাজস্থলীর সীমান্ত সড়কের কাজ শেষ করে চাঁদের গাড়িটি বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া বাজার থেকে বাজার করে গন্তব্যের উদ্দেশে যাচ্ছিল। পানকাটা ছড়া নামক এলাকায় এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি গভীর খাদে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই গাড়িচালকের মৃত্যু হয়। এ সময় স্থানীয়রা আহত সাত জনকে উদ্ধার করে রাজস্থলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসার পথে আরেকজনের মৃত্যু হয়। আহতদের মধ্যে চার জনের অবস্থা গুরুতর হওয়াতে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে জানান মেডিকেল অফিসার সৌমেন্দ্র নাথ। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে রাজস্থলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দায়িত্বরত চিকিৎসক সৌমেন্দ্র নাথ জানান, গত মঙ্গলবার রাতে হাসপাতালে দুর্ঘটনাকবলিত এলাকা থেকে আট জন রোগী আনা হলে ২ জনকে মৃত পাওয়া যায়। অপর ৬ জনের মধ্যে চার জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকি দুজন চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

মাদারীপুরে নিখোঁজ কলেজছাত্রের লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : মাদারীপুর জেলার শিবচরে নিখোঁজের ছয় ঘণ্টা পর কলেজছাত্রের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শিবচর পৌরসভার চরশ্যামাইল এলাকার জয় বাংলা ব্রিজ-সংলগ্ন ময়নাকাটা নদী থেকে রাকিব খানের লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত রাকিব খান (২৪) শিবচর উপজেলার শিরুয়াইল ইউনিয়ন চরশ্যামাইল গ্রামের জসিম খানের ছেলে। সে স্থানীয় সরকারি বরহামগঞ্জ কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিল। জানা যায়, দুপুর ১টার দিকে বাড়ি থেকে বের হয় কলেজছাত্র রাকিব খান। পরে আর ফিরে আসেনি। পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করে। একপর্যায়ে সন্ধ্যা ৭টার দিকে শিবচর উপজেলার জয় বাংলা ব্রিজ-সংলগ্ন ময়নাকাটা নদীতে রাকিবকে ভাসতে দেখে স্থানীয় ব্যক্তিরা। পরে পরিবারের লোকজন খবর দেওয়া হলে রাকিবকে উদ্ধার করে শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তবে প্রাথমিকভাবে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কিছুই না জানালেও রাকিবের হাতে সাপে কাটা চিহ্ন রয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। মাদারীপুরের শিবচর থানার ওসি সুব্রত কুমার গোলদার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

রাবিতে ছাত্রলীগের কক্ষ থেকে দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) দুটি আবাসিক হলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের কক্ষগুলোতে অভিযান চালিয়ে বিপুল সংখ্যক রড, রাম দাসহ মদের বোতল উদ্ধার করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে হল প্রশাসন ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের যৌথ অভিযানে এসব অস্ত্র ও মদের বোতল উদ্ধার করা হয়। সরেজমিনে দেখা যায়, গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলে এবং রাত ৯টায় মতিহার হলে অভিযান শুরু হয়। এ সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কিছু সদস্য, মতিহার থানা পুলিশ, হল প্রাধ্যক্ষসহ আবাসিক শিক্ষকরা এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা উপস্থিত ছিলেন। তারা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের কক্ষের তালাগুলো সবার সামনে ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে সবকিছু তল্লাশি করেন। এ সময় তারা রড, রাম দা, ক্রিকেট স্ট্যাম্প, দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন মদের বোতলসহ নানা ধরনের দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করেন। অভিযান শেষে কক্ষগুলোয় পুনরায় হল প্রশাসনের পক্ষ থেকে তালা লগিয়ে দেওয়া হয়। অভিযানের বিষয়ে জানতে চাইলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ক মেহেদী সজীব বলেন, আমরা দুটি হলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং হল প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালিয়েছি। এই দুই হলের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের কক্ষগুলো থেকে রড, রাম দাসহ দেশীয় ও বিদেশি বিভিন্ন মদের বোতল উদ্ধার করেছি।

সম্পাদকীয়

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত জরুরি

গণমাধ্যম রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। কিন্তু বিশ্বে এমনও আলোচনা হয়েছে গণমাধ্যম রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ নয়, প্রথম স্তম্ভ। সত্য প্রকাশে নির্ভীক ও জাগ্রত মানসিকতায় অন্যায় ও দুষ্কৃতকারীদের দুর্গ গুড়িয়ে দিয়ে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় অপ্রতিরোধ্য ভূমিকা রাখে এই গণমাধ্যম। এছাড়াও গণমাধ্যমকর্মীরা সত্য প্রকাশে অনেক সময় নিজেদের জীবন ঝুঁকি নিতেও পিছপা হোন না। এভাবে প্রতিনিয়তই গণমাধ্যম দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। মিডিয়া একটি রাষ্ট্রের শক্তির চেয়েও বেশি শক্তিশালী। কারণ সরকার যত বড় শক্তিশালী হোক না কেন মিডিয়া অন্যায়কে প্রকাশ করে দিয়ে একটি রাষ্ট্রকে ভাঙতে পারে,

> আমরা ইতিহাস থেকে শিখেছি যে শান্তি ও বন্ধুত্ব একত্রে চলে। আমরা যদি শান্তি চাই, তাহলে আমাদের শান্তিপূর্ণ মনোভাব তৈরি করতে হবে এবং বন্ধুত তৈরির জন্য আমাদের অবশ্যই বন্ধুত্বপূর্ণ হতে হবে। তাই প্রথম থেকেই গণমাধ্যম বিশ্বের শান্তি ও মানবাধিকারের অনুঘটক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়তে হলে দেশের সরকারকে অবশ্যই তথ্যপ্রবাহ, জনগণের জন্য তথ্য অধিকার এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে

নতুনভাবে গড়তেও পারে। গণমাধ্যম জনগণকে শিক্ষিত করে এবং সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহ ও প্রচারের মাধ্যমে তাদের বুদ্ধিমান করে। গণমাধ্যম জনগণকে স্থানীয় ও বিশ্বব্যাপী জানায় এবং তাদের ক্ষমতা প্রদান করে। এ কারণে গণমাধ্যমকে বিশ্বের জনগণের ক্ষমতার উৎস বলা হয়। মুদ্রণ ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের দ্বারা সর্ব শেষ খবর পাওয়ার মাধ্যমে মানুষ রাষ্ট্রের ক্ষমতার উৎস হয়ে ওঠে। দেশের সমস্যা ও সমাধান, জনগণের চাহিদা ও দাবিপূরণ, গণতন্ত্র ও সুশাসন কীভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারা যায়, তা গণমাধ্যম সরকারকে জানাতে সাহায্য করে। আমরা জানি, আমাদের বাংলাদেশে অধিক সংখ্যক সাংবাদিক জাতির জন্য খাবার ছাড়া ২৪ ঘণ্টা খবর সংগ্রহ করেন। দুর্যোগ, যুদ্ধ ও সংঘর্ষের সময় সাংবাদিকরা তাদের জীবন ঝুঁকিতে রেখে সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার করেন। এভাবে জনগণ জানতে পারে, কোথায়, কখন এবং কেন কি হচ্ছে, খবরটির পেছনে কে আর কি ঘটছে? আমাদের দেশে অনেক সাংবাদিক অসীম দারিদ্র্য নিয়ে বসবাস করেন, তবুও তারা দেশের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করে মর্যাদা দিয়ে কাজ করেন। টাকা তাদের দর্শন ও নীতিকে কিনতে পারে না। ফলস্বরূপ, আমাদের দেশ ও বিশ্বের কিছু দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি ও নেতারা সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের ওপর রাগান্বিত ও বিরক্তবোধ করে। আমরা ইতিহাস থেকে শিখেছি যে শান্তি ও বন্ধুত্ব একত্রে চলে। আমরা যদি শান্তি চাই, তাহলে আমাদের শান্তিপূর্ণ মনোভাব তৈরি করতে হবে এবং বন্ধুত তৈরির জন্য আমাদের অবশ্যই বন্ধুত্বপূর্ণ হতে হবে। তাই প্রথম থেকেই গণমাধ্যম বিশ্বের শান্তি ও মানবাধিকারের অনুঘটক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়তে হলে দেশের সরকারকে অবশ্যই তথ্যপ্রবাহ, জনগণের জন্য তথ্য অধিকার এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ড ঠেকান

ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ হাসিনার পতনের পর গঠিত নতুন অন্তর্বর্তী সরকারের সামনের দিনগুলো বেশ চ্যালেঞ্জের হবে বলে সর্বত্র আলোচনা চলছে। বিশ্লেষকদের ধারণা, আওয়ামী লীগ সরকারের সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলে সার্বিকভাবে দেশে যে সংকট তৈরি হয়েছে, তা কাটিয়ে ওঠা সহজ হবে না। জেলায় জেলায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাড়ি, মন্দির ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা হয়েছে। অনেক হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা, মন্দির, উপাসনালয় ঘিরে রাতের বেলায় সাধারণ মানুষের পাহারা দেখা গেছে। তাতে স্থানীয় রাজনৈতিক দলের কর্মীরাও যোগ দিচ্ছেন। অনেক এলাকায় থানায়ও হামলা হয়েছে। অস্ত্র লুট, পুলিশের গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি হামলা হয়েছে পুলিশ সদস্যদের ওপর। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। বিশ্বব্যাপী সংকট বিশ্লেষণকারী নীতি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ (আইসিজি) গত শুক্রবার বাংলাদেশ নিয়ে বিবৃতিতে তাদের প্রত্যাশার কথা জানিয়েছে। 'বাংলাদেশ : সামনে দীর্ঘ পথ' শীর্ষক ওই বিবৃতিতে আইসিজি বলেছে, রক্তাক্ত একটি মাসের পর তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকার হচ্ছে নতুন যেকোনো হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধ করা। বাংলাদেশকে গণতন্ত্র পুনর্গঠনের কঠিন কাজটিও শুরু করতে হবে। আইসিজি মনে করে, বাংলাদেশের গণতন্ত্র গত এক দশকে মারাত্মকভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। কারণ দেশটি যেকোনো সময়ের তুলনায় একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার সবচেয়ে কাছাকাছি চলে

> সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সবাইকে ধৈর্য ও সহনশীল আচরণ করার আহবান জানানো হয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা, দেশের সব নাগরিক সহনশীলতার পরিচয় দেবে। দেশের সব নাগরিক নিরাপদ বোধ করবে

গিয়েছিল। আইসিজি বলেছে, নতুন জাতীয় নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত শৃঙ্খলা রক্ষা ও দেশ পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। আইসিজি বলেছে, অন্তর্বর্তী প্রশাসন সত্যিকারার্থে প্রতিনিধিত্বশীল হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। আইসিজি মনে করে, সরকার পতনের পর প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ড ঠেকাতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা নেওয়া উচিত।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে বলা হচ্ছে, সারা দেশে ডাকাতদল বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। প্রতিদিনই দেশের কোথাও না কোথাও মানুষের বাড়িতে ঢুকে মালপত্র লুট করছে তারা। বিভিন্ন সড়কেও ডাকাতচক্রের সদস্যদের পাশাপাশি ছিনতাইকারীচক্র বেপরোয়া হয়ে উঠছে। আন্দোলন ঘিরে সারা দেশে ৫৮৪ জন নিহত হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন এমন অভিজ্ঞজনরা বলছেন, শেখ হাসিনার সরকার পতনের পর রাষ্ট্রক্ষমতায় কয়েক দিন ধরে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল। প্রধান উপদেষ্টা নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের মাধ্যমে এখন এমন পরিস্থিতির অবসান ঘটেছে। তবে সরকার পতনের পর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি একেবারে ভেঙে পড়েছে। থানা ও পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় নিজেদের নিরাপত্তা নিয়েই উদ্বিগ্ন পুলিশসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী। গত শুক্রবার সেনাবাহিনীর সদস্যদের সহায়তায় থানা পুলিশের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। রাজধানী ঢাকার ২৯টি থানাসহ দেশজুড়ে ৪১৭টি থানায় সেনা মোতায়েন করা হয়েছে, যা পুলিশের হারিয়ে যাওয়া অস্ত্র উদ্ধার অভিযান ত্বরান্বিত করবে। একই সঙ্গে বঙ্গভবন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মহাখালী ডাটা সেন্টারসহ দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তায় সেনা সদস্য মোতায়েন রয়েছে। প্রশাসন ও অন্যান্য সেক্টরে চলছে চরম অস্থিরতা। আছে অর্থনৈতিক টানাপড়েনও। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাষ্ট্র সংস্কারের বিষয়ে মানুষের বিপুল প্রত্যাশা। বিশিষ্টজনরা প্রত্যাশা করছেন, দেশে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়, বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞদের মতামত নিয়ে সরকার কাজ করবে। সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সবাইকে ধৈর্য ও সহনশীল আচরণ করার আহবান জানানো হয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা, দেশের সব নাগরিক সহনশীলতার পরিচয় দেবে। দেশের সব নাগরিক নিরাপদ বোধ করবে।

শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি হ্রাসে অর্থনীতিতে দুশ্চিন্তা

রজত রায়

কয়েক বছর ধরে দেশের অর্থনীতি চাপের মুখে আছে। করোনার সময় শিল্পে যে ধাক্কা লেগেছিল তা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি দেশের শিল্প খাত। করোনার পর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে কাঁচামালের দাম বেড়ে যাওয়া, দেশের কেন্দ্রিয় ব্যাংকের ডলার সংকটসহ ইত্যাদি কারণে উৎপাদন ব্যাহত হয়। দেশের শিল্প খাতের এমন দুরবস্থা কেন? সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ডলার সংকট, এক বছরে নতুন কোন গ্যাস সংযোগ না দেওয়া, কাঁচামাল আমদানি করতে না পারাসহ বিভিন্ন কারণে দেশের শিল্প খাত নিম্নমূখী। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ চলমান অবস্থায় মধ্যপ্রাচ্যের ফিলিস্তিনে ইসরাইলের ভয়াবহ আক্রমণ শুরু হয়। লোহিত সাগর দিয়ে আমদানি রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হওয়ায় বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান খাত পোশাক রপ্তানি কমে যায়। করোনা মহামারির কারণে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি কিছুটা কচ্ছপ গতিতে যাচ্ছে। ৭ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এখন কমে ৫ দশমিক ৭৮ শতাংশের ঘরে এসেছে। এর মধ্যে জিডিপিতে গ্যাস বিদ্যুতের প্রবৃদ্ধি কমে ঋণাত্মক ধারায় এসেছে। দেশের শিল্পখাত দুই বছর ধরে গ্যাস ও বিদ্যুতের সংকটের কারণে উৎপাদন কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ পণ্য ও সেবা উৎপাদিত হয় তার আর্থিক মূল্য হচ্ছে জিডিপির আকার। জিডিপি প্রবৃদ্ধি বলতে আগের সময়ের চেয়ে আর্থিক মূল্য কতটুকু বাড়ল তার শতকরা হার। তবে প্রবৃদ্ধি হিসাব করার সময় মূল্যস্ফীতির হার বাদ দেওয়া হয়, যাতে অর্থনীতির আকার প্রকৃত অর্থে কী পরিমাণ বাড়ল, তার হিসাব পাওয়া যায়।

বিবিএসের তথ্যে দেখা যায়, ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশের শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি ছিল ১০ দশমিক ২৯ শতাংশ। ওই বছরই সারা বিশ্বে করোনা মহামারী হানা দেয়। প্রভাব পড়ে দেশের শিল্প খাতেও। এর পরই প্রতিবছর ধারাবাহিকভাবে কমছে এ খাতের প্রবৃদ্ধি। করোনার পরও দেশের শিল্পে কিছুটা প্রবৃদ্ধি কমলেও ধারাবাহিকতা আগের মতোই ছিল। অর্থাৎ ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি সামান্য নেমে দাঁড়ায় ৯ দশমিক ৮৬ শতাংশে। তবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে হেলে পড়ে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি। এ খাতের প্রবৃদ্ধি ওই বছর ছিল ৮ দশমিক ৩৭। কিন্তু বছর শেষে এ খাতের প্রবৃদ্ধি নেমে দাঁড়ায় ৬ দশমিক ৬৬ শতাংশ। ফলে ধারাবাহিকভাবে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে শিল্পে উৎপাদন কমার চিত্র ফুটে উঠেছে।

দেশে অনেকদিন ধরে মূল্যস্ফীতির বিষয়টি বহুল আলোচিত। যে কারণে বাজারে প্রায় প্রতিদিনই বাড়ছে খাদ্যপণ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দাম। এর ফলে সাধারণ গরীব মানুষ তো বটেই, এমনকি মধ্যবিত্তদের ও নিত্যপণ্যের দামের উর্ধ্বগতিতে নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম। উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে বাংলাদেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে গেছে। ২০২২ সালের ৫ আগষ্ট তেলের দাম বাড়ানোর কারণে মূল্যস্ফীতি এক লাফে সাড়ে ৭ থেকে সাড়ে ৯ শতাংশ উঠেছিল। সেই সাথে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সদ্য শেষ হওয়া ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশের গড় মূল্যস্ফীতি ৯ দশমিক ৭৩ শতাংশ দাঁড়িয়েছে। ২৮ মাসের ওপরে দেশের গড় মূল্যস্ফীতির চেয়ে গড় মুজুরি কম, অর্থাৎ মানুষের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। অর্থনীতির পরিভাষায় গড় মুজুরির চেয়ে গড় মূল্যস্ফীতি বেশি হলে, সেটি দেশের অর্থনীতির দুরবস্থাকেই ইঙ্গিত করে। এ ছাড়া মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের নানা উদ্যোগ ও ব্যর্থ হয়েছে। অবশ্য সরকার তথা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নিত্যপণ্যের দাম সহনশীল পর্যায়ে রাখার জন্য সবরকম চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এক শ্রেণির অসৎ ব্যবসায়ী সব সময় ওত পেতে থাকে বাজার ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করে মুনাফার হার কত বেশি বাড়ানো যায়। সে অবস্থায় ভারত থেকে কোটা সুবিধার আওতায় ভোগ্যপণ্য আমদানির সুবিধাগ্রহণ ও সুফলদায়ক হতে পারে। সরকার বাজার ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল রাখাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে নিয়মিত পণ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখা জরুরি। বিদেশী মুদ্রার রিজার্ভ সংকটের কারণে দুই বছর ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতি নাজুক অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ডলার গ্যাস-বিদ্যুতের সংকটের কারণে ঘুরে দাঁড়াতে হিমশিম খাচ্ছিল দেশের উৎপাদন ও রপ্তানি নির্ভর শিল্প খাত। করোনার সময়ে দেশের অর্থনীতিতে স্থবিরতা থাকলেও বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশা ছিল, পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি উন্নতি হবে। কিন্তু করোনা পরবর্তী সময়ে বিনিয়োগ পরিবেশের অবনতি হয়েছে। তার প্রমাণ মিলছে ২০২৩-২৪ সালের ব্যবসার পরিবেশ সুচকে (বিবিএস)। ২০২২ সালে সামগ্রিকভাবে দেশের ব্যবসা পরিবেশের সূচকের ১০০ নম্বরের মধ্যে স্কোর ছিল ৬১ দশমিক ৯৫। গত বছর ২০২৩ সূচকের স্কোর কমে ৫৮ দশমিক ৭৫ নেমেছে। অর্থাৎ এক বছরে দেশে

> বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক সময় কৃষির অবদান সবচেয়ে বেশি থাকলেও বর্তমানে সেই জায়গাটি দখল করে নিচ্ছে সেবা ও শিল্প খাত। গত কয়েক বছরের সরকারি তথ্য-উপাত্তে উঠে এসেছে দেশের অর্থনীতিতে ধারাবাহিকভাবে অবদান বাড়িয়ে চলেছে উৎপাদন শিল্প। তাই একটি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির স্থিতিশীলতা শিল্প খাতে একটি স্থির প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে সহায়তা করে। অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, অর্থনীতির বেশির ভাগ সূচক নিয়েই বর্তমানে দুশ্চিন্তা রয়েছে

ব্যবসার পরিবেশ অবনতি ঘটেছে। ডলারের দর বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে। ডলারের আনুষ্ঠানিক দাম এখন ১১৮ টাকা। ২০২২ সালের মে মাসেও ৮৬ টাকায় ডলার কেনা যেত। খুব দ্রুত মান হারিয়েছে টাকা, ফলে প্রচন্ড চাপে পড়েছে দেশের শিল্প ও ব্যবসা বিনিয়োগ। উদ্যোক্তারা বলছেন, প্রতি বছর ডলারের দাম যে হারে বাড়ছে, তাতে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। কারণ ১০ বছর পূর্বে ''রেট অব রিটার্ন'' হিসাব করে যারা বিনিয়োগ করেছেন বর্তমান বাজার মূল্যে সেটি ঠিক থাকছে না। পূর্বের নেওয়া ঋণ এখন বর্তমান হিসাবে পরিশোধ করতে হচ্ছে।

ডলারের দাম বাড়ছে অস্বাভাবিক হারে। আগের হিসাবে বিনিয়োগ করে এখন ক্ষতির হিসাব গুনছেন উদ্যোক্তারা। ব্যাংক ঋণের সুদের হার বেড়ে ১৪ শতাংশ ছাড়িয়েছে। এর ফলে ভালো উদ্যোক্তারাও এখন খেলাপি হয়ে পড়ছেন। দেশের শিল্প খাতের সংকট গভীর হচ্ছে। একদিকে নিরবিচ্ছিন্ন জ্বালানি মিলছে না, অন্যদিকে ডলারের দাম দফায় দফায় বৃদ্ধি পাওয়ায় খরচের হিসাব মিলছে না। প্রতিনিয়ত খরচ বেড়ে যাওয়ায় কারখানা সচল রাখা নিয়ে হিসাব করতে হচ্ছে। উদ্যোক্তারা বলছেন, আমদানি কমিয়ে ডলার বাজার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা অর্থনীতির জন্য হিতে বিপরীত হয়েছে? এটা ঠিক যে, এতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমছে, সরকার রাজস্ব হারানোর পাশাপাশি ব্যাংকের আয়ও কমে যাচ্ছে। অনেক বড় কোম্পানি মুনাফা বা বিনিয়োগের অর্থ ফেরত নিতে পারছে না। এসব কারণে নতুন শিল্প গড়ে উঠছে কম। কাঁচামাল আনতে না পেরে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কোনো কোনো কারখানায় সক্ষমতার চেয়ে কম কার্যক্রম চালাচ্ছে ফলে সময়মতো ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় খেলাপিতে পরিণত হয়ে পড়েছেন ভালো ঋণ গ্রহীতারা। ডলার সংকটে শিল্পে উৎপাদন যে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে সেটি বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যেও উঠে এসেছে। সদ্য বিদায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে জুলাই-ফেব্রুয়ারি মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য ১৭৭ কোটি ডলারের ঋণপত্র খোলা হয়েছে। এটি পূর্বের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯ শতাংশ কম। একইভাবে শিল্পের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী কাঁচামাল আমদানি কমেছে যথাক্রমে ৪ ও ১৬ শতাংশ।

চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ধরা হয়েছে ৬ দশমিক ৭৫ শতাংশ। গত এক মাসের উপরে কোটা বিরোধী আন্দোলন সংঘাত দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমিয়ে দিতে পারে। বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি আসে মূলত পাচঁটি খাত থেকে। উৎপাদনে পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, পরিবহন, নির্মাণ ও কৃষি। জিডিপি কমে গেলে সরকারের যে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে তা পূরণ করা যাবে না। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। নতুন মুদ্রানীতিতে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিও অস্পষ্ট। নতুন মুদ্রানীতিতে বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধি অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। গত জুন পর্যন্ত বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৯ দশমিক ৮ শতাংশ। আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত বেসরকারি ঋণের প্রবৃদ্ধির এ হারই বহাল রাখা হয়েছে। অন্যদিকে সরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধি জুন শেষে দাঁড়িয়েছে ১২ দশমিক ৮ শতাংশ। নতুন মুদ্রানীতিতে সরকারি ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা আরও বাড়িয়ে ১৪ দশমিক ২ শতাংশ করা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যাংক খাত থেকে সরকারকে আরও বেশি ঋণ গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছে। ফলে বেসরকারি খাতে ধীর গতি অব্যাহত থাকবে। ধীর গতির কারণে জিডিপির প্রবৃদ্ধিও কমবে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যমতে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে তৈরি পোশাক রপ্তানি আয়ে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি থাকলেও মে মাসে রপ্তানি আয় কমেছে ১৭ শতাংশের বেশি। এ সময় পোশাক পণ্যের রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ৩৩৫ কোটি ৬৪ লাখ ডলার, যা আগের বছরের মে মাসে ছিল ৪০৫ কোটি ৩২ লাখ ডলার। মে মাসে ওভেন পণ্যের রপ্তানি আয় ১২ দশমিক ৪৮ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ১৫২ কোটি ৫ লাখ ডলার। গত বছরে আয় ছিল ২৩১ কোটি ডলার। আমাদের শিল্প খাত নানা সংকটে ধুঁকছে। একদিকে শিল্প খাতের উৎপাদন কমছে, অন্যদিকে উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে। এর ফলে রপ্তানি আয়ও কমেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে শিল্প খাতে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে স্থির মূল্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিকে অর্থাৎ শেষ চার মাসে শিল্প খাতে প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি কমেছে। প্রথম প্রান্তিকে ৯ দশমিক ৬৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলেও তৃতীয় প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭ দশমিক ০৩ শতাংশ। যদিও দ্বিতীয় প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল মাত্র ৩ দশমিক ২৪ শতাংশ।

বিদেশী বিনিয়োগে চলছে ভাটার টান। বেসরকারি বিনিয়োগের মধ্যে সরসরি বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) গুরুত্বপূর্ণ। ২০২২ সালে দেশে ৩৪৮ কোটি ডলারের এফডিআই এসেছিল। আর গত বছর ২০২৩ সালে এসেছে ৩০০ কোটি ডলার, অর্থাৎ গত বছর এফডিআই কম এসেছে ১৩ দশমিক ৭ শতাংশ কিংবা ৪৮ কোটি ডলার। মোট এফডিআইয়ের মধ্যে মূলধন বা নতুন বিনিয়োগ, পুন:বিনিয়োগ ও কমে গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী-২০২২ সালে যেখানে ১০২ কোটি ডলারের বিনিয়োগ এসেছিল গত বছর ২০২৩ সালে তা কমে ৭১ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে। আর পুন:বিনিয়োগ ২০২২ সালে ছিল ২৫১ কোটি ডলারের, গত বছর তা কমে হয়েছে ২২১ কোটি ডলারে। সম্প্রতি কোটা সংস্কার আন্দোলনের ফলে টানা দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল দেশের শিল্প কারখানা। আন্দোলনের সময়ের ক্ষতি পোষানো নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন শিল্প মালিকেরা। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক সময় কৃষির অবদান সবচেয়ে বেশি থাকলেও বর্তমানে সেই জায়গাটি দখল করে নিচ্ছে সেবা ও শিল্প খাত। গত কয়েক বছরের সরকারি তথ্য-উপাত্তে উঠে এসেছে দেশের অর্থনীতিতে ধারাবাহিকভাবে অবদান বাড়িয়ে চলেছে উৎপাদন শিল্প। তাই একটি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির স্থিতিশীলতা শিল্প খাতে একটি স্থির প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে সহায়তা করে। অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, অর্থনীতির বেশির ভাগ সূচক নিয়েই বর্তমানে দুশ্চিন্তা রয়েছে। তার মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ অন্যতম। অনেকদিন ধরেই সরকারি বিনিয়োগ বাড়লেও দেশে বেসরকারি বিনিয়োগ সে তুলনায় বাড়ছে না। অর্থনীতির এই সংকটময় সময়ে বিনিয়োগ দ্রুতগতিতে বাড়ানো না গেলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি বাধাগ্রস্থ হবে, বাড়বে বেকারের সংখ্যা। অন্যদিকে ব্যবসার খরচ ও বেড়েছে, তবে ব্যবসা সেভাবে বাড়েনি। মূলধন ঘাটতির কারণে বিদ্যমান ব্যবসা টিকিয়ে রাখাই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লেখক: অর্থনীতি বিশ্লেষক

বিশ্ব মিডিয়ায় আর নেতিবাচক সংবাদের শিরোনাম হতে চায় না বাংলাদেশ

ড. ফরিদুল আলম

চাকরিতে কোটা বৈষম্য অবসানের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন শুরুর পর থেকে ক্রমেই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে বাংলাদেশকে নিয়ে নানাবিধ সংবাদ প্রচার করা হতে থাকে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এসব সংবাদের অধিকাংশই সরকার এবং শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি অবস্থানের জন্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সরকারের সমালোচনা করে আসছিল। আন্দোলন যতই ঘনীভূত হচ্ছিল, সংবাদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গুরুত্ব ততই বাড়ছিল। এই পরিস্থিতিতে গত ৫ আগস্ট যেভাবে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটল তা এককথায় সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠে। এই গুরুত্বের জায়গাটি প্রথমবারের মত উঠে আসে গত ১৬ জুলাই এই আন্দোলনকে ঘিরে সেসময়ের ছাত্রলীগের মুখোমুখি অবস্থান এবং পুলিশের তরফ থেকে গুলিবর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সেসময় বিবিসি, এএফপি, এপি, আল জাজিরা, এনডিটিভি, রয়টার্স ইত্যাদি গণমাধ্যমগুলোতে চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং রংপুরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ৬ জনের মৃত্যু ও শতাধিক আহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংবাদগুলো বিশেষ গুরুত্ব এবং আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করে।

আল-জাজিরার মতো গণমাধ্যম এই আন্দোলনকে যৌক্তিক হিসেবে দাবি করে কোটা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সরকারের সমর্থকরাই বেশি লাভবান হচ্ছে বলে মন্তব্য করে। সেসময় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সরকার সমর্থক ছাত্রলীগের কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক সহিংসতার খবর দেয় অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)। এই ঘটনায়ও সেসময়ের সরকারি দলের কর্মীদের দায়ী করা হয়। পুলিশকে উদ্ধৃতি করে এএফপির প্রতিবেদনে শতাধিক আহত হওয়ার খবর জানানোর পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সরকার-সমর্থকরা লাঠিসোঁটা এবং আগ্নেয়াস্ত্রসহ ধারালো অস্ত্র নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সহিংসতায় জড়িয়ে পড়ার খবর দেওয়া হয়। এ ধরনের অনেক সংবাদ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় প্রকাশের পর থেকে এই আন্দোলন নিয়ে গভীর দৃষ্টি রাখছিল আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলো। সবশেষে গত ৪ আগস্ট সরকারের পদত্যাগের দাবিতে একদফাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সহিংসতায় একদিনে সর্বোচ্চ শতাধিক মানুষ নিহত এবং সহস্রাধিক মানুষের আহতের পর ৫ আগস্ট আন্দোলনকারীদের প্রাপ্তি তাদের প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে যায়। পদত্যাগ করে দেশত্যাগ করেন শেখ হাসিনা। কোটা সংস্কার আন্দোলন এভাবে এতটাই সহসা ১৫ বছরাধিককালের একটি সরকারের পতনের কারণ হবে, এটা আসলে অনুমানের অতীত ছিল। বিষয়টি যে কতটা দ্রুত হয়েছে তা আমরা পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে অবলোকন করেছি। একদা একটি দোর্দণ্ড প্রতাপশালী সরকারকে রীতিমতো জনগণের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলো। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে সরকার পতনের পর উঠে আসছে সরকারের নানা ধরনের দুর্নীতি এবং অব্যস্থাপনার খবর। অথচ আমরা যদি সরকারের বিগত ১৫ বছর ৭ মাসের পথচলাকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব এই সময়ের মধ্যে সরকারবিরোধী অনেক আন্দোলনকে সফলভাবে দমন করা সম্ভব হয়েছিল। এখানেই আসলে সবচেয়ে বড় ভুলটা তারা করে ফেলেছিল। তারা এই আন্দোলনকে অতীতের রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে আন্দোলন দমানোর মত করে মোকাবিলা করতে গিয়ে সবচেয়ে বড় সর্বনাশ করে ফেলেছে। এক্ষেত্রে 'সরকার কেন শিক্ষার্থীদের আন্দোলন থামাতে পারছে না' শিরোনামে দ্য ডিপ্লোম্যাট এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজারো শিক্ষার্থী আন্দোলন করছে।

ইন্ডিয়া টুডে সরকারের টানা চতুর্থ মেয়াদে কোটা সংস্কারের আন্দোলনকে সবচেয়ে বড় আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করেছিল। এই সময়ের মধ্যে দেশের ভেতর এবং বাইরে উভয় জায়গা থেকেই গণমাধ্যমগুলোতে শিক্ষার্থী মৃত্যুর বিষয়গুলোতে সরকারের বিরুদ্ধে একপর্যায়ে ফুঁসে উঠতে থাকে দেশের সর্বস্তরের জনতা। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের ভূমিকার কারণে দেশের বাইরেও বিভিন্ন জায়গা থেকে বাঙালিরা তাদের মত করে আন্দোলনে শরিক হতে থাকে। এখানে সরকারের পতনের পর বিদায়ী সরকারের বিগত সময়ের বিভিন্ন নেতিবাচক কর্মকাণ্ড প্রচারে আসতে থাকলেও এটা বোধ হয় ধারণা করা অত্যুক্তি হবে না যে, কোটা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যদি বিগত সরকারের পতন না হতো তাহলে সরকারকে চ্যালেঞ্জ করা কঠিন হয়ে যেত। সেক্ষেত্রে এর কৃতিত্ব সম্পূর্ণ ছাত্র-জনতার। 'ইতিহাসের বদলার মুখে শেখ হাসিনা' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ওয়াশিংটন পোস্ট লিখেছে, 'যেভাবে স্বৈরশাসক হয়ে উঠেছিলেন শেখ হাসিনা, এতে করে তার এ ধরনের পরিণতিই প্রাপ্য ছিল।' পত্রিকাটি তার স্বৈরাচারী আচরণ, ক্ষমতার অপব্যবহার, বিরোধীদের দমন, সংবাদমাধ্যমে ও নাগরিক সমাজের কণ্ঠরোধ এবং বিতর্কিত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখা ইত্যাকার বিষয়গুলো নিয়ে তৎকালীন সরকারের সমালোচনা করে। এর বাইরেও নিউইয়র্ক পোস্ট এবং দ্য ডনের মতো গণমাধ্যমেও কাছাকাছি ধরনের সংবাদ পরিবেশিত হয়।

> সরকারের প্রথম উপদেষ্টা পরিষদের সভায়ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতির বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। আমাদের অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের এই বাংলাদেশে কিন্তু এখনো প্রায় দেড় কোটি হিন্দু রয়েছেন, যারা এদেশরই নাগরিক। এদের আস্থায় না নিয়ে কোনোভাবেই দেশগড়ার কাজ করা যাবে না। মনে রাখতে হবে তাদের মনে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, সেসব গভীর, যার মোচনে দায়িত্ব নিতে হবে আমাদেরই। আমাদের এখন প্রত্যাশা থাকবে, আমরা যেন আর আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নেতিবাচক সংবাদের শিরোনাম না হই।

৫ আগস্ট সরকারের বিদায়ের পর ৮ আগস্ট রাত ৯টায় নতুন অন্তর্বর্তী সরকারের শপথ গ্রহণের আগ পর্যন্ত প্রায় ৮০ ঘণ্টা দেশ কার্যত সরকারবিহীন অবস্থায় ছিল। নতুন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে ড. মুহাম্মদ ইউনূস দায়িত্ব গ্রহণের পর বিষয়টি ব্যাপকভাবে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে জায়গা করে নিয়েছে। এর মূল কারণ আসলে ড. ইউনূসের ব্যক্তিগত ইমেজ। এর বাইরে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় বিভিন্ন দেশের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে আমরা বাংলাদেশের নতুন সরকার প্রধানকে স্বাগত জানাতে দেখেছি। সবার আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পক্ষ থেকে অভিনন্দন বার্তাটি আসে। বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী হিসেবে ভারতের এক্ষেত্রে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ রয়েছে এবং তাদের নিজেদের নিরাপত্তা জনিত কারণে তারা বাংলাদেশের সঙ্গে বরাবরই সুসম্পর্ক রাখতে আগ্রহী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চীন পাকিস্তান, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশের পক্ষ থেকেও পাঠানো অভিনন্দন বার্তা থেকে মনে করা যেতে পারে যে তারা বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে কাজ করে যেতে আগ্রহী। তবে সরকারের জন্য এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় বাঁধা বা সংকটের জায়গাটি হচ্ছে দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলাজনিত নিরাপত্তা সংকট এবং অভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি। দেশের বিভিন্ন স্থানে লাখো জনতার প্রতিবাদ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলাদেশকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। সরকারের প্রথম উপদেষ্টা পরিষদের সভায়ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতির বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। আমাদের অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের এই বাংলাদেশে কিন্তু এখনো প্রায় দেড় কোটি হিন্দু রয়েছেন, যারা এদেশরই নাগরিক। এদের আস্থায় না নিয়ে কোনোভাবেই দেশগড়ার কাজ করা যাবে না। মনে রাখতে হবে তাদের মনে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, সেসব গভীর, যার মোচনে দায়িত্ব নিতে হবে আমাদেরই। আমাদের এখন প্রত্যাশা থাকবে, আমরা যেন আর আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নেতিবাচক সংবাদের শিরোনাম না হই।

লেখক : অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

স্কুলে ইসরায়েলি হামলা গাজায় শতাধিক নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গাজা শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি স্কুলে ইসরায়েলি হামলায় ১০০ জনের বেশি নিহত হয়েছে। গতকাল শনিবার ভোরে শহরের দারাজ এলাকায় বোমা হামলাটি হয়। খবর আলজাজিরার। স্থানীয় গণমাধ্যম বলছে, বোমা বিস্ফোরণে স্কুলটিতে আগুন লেগে যায় এবং উদ্ধারকারী দল তা নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী দাবি করেছে, আজ ভোরে তারা যে স্কুলে বোমা হামলা করেছে, সেটি হামাসের সদর দপ্তর হিসেবে কাজ করছিল এবং সেখানে সন্ত্রাসী রয়েছে। ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়, তারা একটি সামরিক কমান্ড সদর দপ্তরে কাজ করা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে, যেটি 'আল-তাবি'ইন স্কুলের ভিতরে অবস্থিত ছিল। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'হামাস সন্ত্রাসীরা ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) এবং ইসরায়েল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সন্ত্রাসী হামলা চালাতে এবং লুকানোর জন্য সদর দপ্তর হিসেবে স্কুলটি ব্যবহার করছিল।' প্রাথমিকভাবে মৃত্যুর সংখ্যা বেশ বেশি হওয়া সত্ত্বেও ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী দাবি করেছে, তারা বেসামরিক হতাহতের সম্ভাবনা কমাতে বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এদিকে, গাজার সিভিল ডিফেন্স এজেন্সির মুখপাত্র মাহমুদ বাসসাল বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, গাজা শহরের একটি স্কুলে ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়ে ৯০ থেকে ১০০ জনে। এ ছাড়া আরও মানুষ আহত হয়েছেন। বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত স্কুলটিতে তিনটি ইসরায়েলি রকেট আঘাত হানে। গাজার সরকারি গণমাধ্যম কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে, হামলায় ১০০ জনেরও বেশি লোক শহীদ হয়েছেন।

ব্রাজিলে উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ব্রাজিলের সাও পাওলো রাজ্যের ভিনহেডো শহরে একটি যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ ৫৭ জন যাত্রী ও চারজন ক্রুসহ বিধ্বস্ত হয়ে ৬১ আরোহীর সবাই নিহত হয়েছে। উড়োজাহাজটি পরিচালনাকারী ভোয়েপাস এয়ারলাইন দুর্ঘটনার এই তথ্য দিয়েছে। খবর এএফপির। ভোয়েপাস এয়ারলাইনের এটিআর ৭২-৫০০ মডেলের উড়োজাহাজটি পারানা রাজ্যের কাসকাভাল থেকে সাওপাওলো রাজ্যের গোয়ারুলহোস বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে ভিনহেডো শহরের কাছে বিধ্বস্ত হয়। প্রাথমিকভাবে ভোয়েপাস এয়ারলাইন কর্তৃপক্ষ ৫৮ জন যাত্রী নিহতের খবর দিলেও পরে তাদের ওয়েবসাইটে যাত্রীর সংখ্যা সংশোধন করে ৫৭ জনের কথা বলা হয়। স্থানীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত ছবিতে দেখানো হয় খাড়াভাবে পড়ে থাকা উড়োজাহাজটি থেকে আগুনের শিখা বের হয়ে আসছে। এ ছাড়া অন্যান্য ফুটেজে আবাসিক এলাকায় বিধ্বস্ত হওয়া উড়োজাহাজটি থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। উদ্ধারকাজে জড়িত ভিনহেডোর কাছে ভালিনহোস শহরের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানায়, আরোহীদের কেউই বেঁচে নেই। প্রায় ৭৬ হাজার লোক অধ্যুষিত ভালিনহোস শহরটি সাওপাওলো থেকে ৮০ কিলোমিটার উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। সাওপাওলো রাজ্যের গভর্নর টারসিও ডি ফ্রেইটাস দুর্ঘটনাস্থলে সাংবাদিকদের জানান, নিহত আরোহীদের দেহাবশেষ শনাক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে।

সৌদিতে আক্রমণাত্মক অস্ত্র বিক্রির নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার যুক্তরাষ্ট্রের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সৌদি আরবের কাছে আক্রমণাত্মক অস্ত্র বিক্রির নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ কথা জানিয়েছে। স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, ইয়েমেন যুদ্ধ বন্ধ করতে রাজ্যকে চাপ দেওয়ার জন্য তিন বছরের পুরানো নীতিকে উল্টে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, 'আকাশ থেকে ভূমিতে হামলা চালানোর মতো কিছু গোলাবারুদ সৌদিতে বিক্রি-সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হচ্ছে। প্রচলিত অস্ত্র হস্তান্তর নীতির আলোকে ধাপে ধাপে এসব গোলাবারুদ সৌদির কাছে হস্তান্তর করা হবে।' পাঁচটি সূত্রের বরাত দিয়ে রয়টার্স প্রথম এই সিদ্ধান্তের কথা জানায়। বাইডেন প্রশাসন চলতি সপ্তাহে কংগ্রেসকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করেছে বলে কংগ্রেসের একজন সহকারী বলেছেন। একটি সূত্র বলেছে, আগামী সপ্তাহের প্রথম দিকে অস্ত্র বিক্রি আবার শুরু হতে পারে। শুক্রবার বিকেলেই বিক্রি-সংক্রান্ত দাপ্তরিক কাজ শুরু করেছে মার্কিন প্রশাসন। বাইডেন প্রশাসনের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা বলেছেন, 'সৌদিরা তাদের চুক্তি পূরণ করেছে এবং আমরা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত।' একটি সূত্র জানায়, অস্ত্র বিক্রির বিষয়টি আগামী সপ্তাহ থেকে শুরু হতে পারে। মার্কিন আইনের অধীনে বড় আন্তর্জাতিক অস্ত্র চুক্তিগুলো চূড়ান্ত হওয়ার আগে কংগ্রেসের সদস্যদের সঙ্গে পর্যালোচনা করতে হয়। ডেমোক্র্যাটিক এবং রিপাবলিকান আইন প্রণেতারা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সৌদি আরবকে আক্রমণাত্মক অস্ত্র সরবরাহের বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

বন্যার্তদের রাজধানীতে সরিয়ে নিচ্ছে উত্তর কোরিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : উত্তর কোরিয়া বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৫ হাজারেরও বেশি মানুষকে রাজধানীতে সরিয়ে নিচ্ছে সে দেশের সরকার। গতকাল শনিবার রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম এ কথা জানিয়েছে। এদিকে দেশটির নেতা কিম জং উন জোর দিয়ে বলেছেন, বিদেশ থেকে সাহায্যের প্রস্তাব আসা সত্ত্বেও পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টা 'স্বনির্ভরতা ভিত্তিক' হবে। উত্তর কোরিয়া রাজধানী পিয়ংইয়ং গত সপ্তাহে বলেছে, জুলাইয়ের শেষের দিকে রেকর্ড পরিমাণ বর্ষণে চীনের উত্তরাঞ্চলে অনেক মানুষ মারা গেছে।

প্লাবিত হয়েছে বসতবাড়ি এবং তলিয়ে গেছে কৃষিজমি। উত্তর কোরিয়ার সরকারি বার্তা সংস্থা 'কেসিএনএ' জানায়, শুক্রবার বন্যা কবলিত উইজু এলাকা পরিদর্শনকালে কিম বলেন, সরকার উত্তরাঞ্চলের বন্যাক্রান্ত প্রায় ১৫ হাজার ৪শ'মানুষকে রাজধানীতে সরিয়ে নিচ্ছে এবং তাদের ধ্বংস ঘরবাড়ি পুণর্নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে রাখার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এদিকে দুই কোরিয়ার মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকা সত্ত্বেও কোরিয়ান রেড ক্রসের মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়া মানবিক সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছে।

এক দিনে ইরানে ২৯ জনের ফাঁসি কার্যকর

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : অবস্থিত দুটি কারাগারে কমপক্ষে ২৯ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে একই দিনে। স্থানীয় সময় গত বুধবার সকালে এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। ইরান ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদনে এই খবর প্রকাশ করা হয়েছে। নরওয়ে ভিত্তিক ইরান হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন (এইচআরএনজিও) অনুসারে, গেজেলহেসার কারাগারে ২৬ জন এবং কারাজ কেন্দ্রীয় কারাগারে তিনজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল। এইচআরএনজিওর পরিচালক মাহমুদ আমিরি-মোগাদ্দাম বুধবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'ইসরায়েল-ইরানের মধ্যে উত্তেজনা বৈশ্বিক মনোযোগকে কাজে লাগিয়ে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র বর্তমানে বন্দীদের গণহত্যা এবং ইরানে দমন-নিপীড়নে নিযুক্ত রয়েছে।' মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ২৯ জনের মধ্যে ১৭ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে হত্যার অভিযোগে। বাকি সাতজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে মাদক সংক্রান্ত অভিযোগে এবং তিনজনের ধর্ষণের অভিযোগে। এইচআরএনজিও আরো জানিয়েছে, অধিকার গোষ্ঠীটি বুধবার আরো দুই নারীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার প্রতিবেদনও পেয়েছিল। তবে এখন পর্যন্ত প্রতিবেদনটি যাচাই করতে পারেনি। এইচআরএনজিও উল্লেখ করেছে, ৬ জুলাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর থেকে এক মাসে ইরানে কমপক্ষে ৮৭ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

যে বার্তা দিলেন কমলা হ্যারিস

গাজায় যুদ্ধবিরতি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী কমলা হ্যারিস। মার্কিন অঙ্গরাজ্য অ্যারিজোনায় সমর্থকদের উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেন। গতকাল শনিবার কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার লাইভ প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। গত রাতে কমলা হ্যারিসের ভাষণ দেওয়ার সময় ফিলিস্তিনপন্থীরা ফ্রি ফিলিস্তিন, ফিলিস্তিন বলে স্লোগান দেওয়া শুরু করেন। সেইসময় হ্যারিস বলেন, আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, এখন যুদ্ধবিরতি ও জিম্মিদের মুক্তি চুক্তি সম্পন্ন করার সময়। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, যুদ্ধবিরতি চুক্তি ও জিম্মিদের বাড়িতে ফিরে আনার জন্য প্রেসিডেন্ট এবং আমি দিন-রাত কাজ করছি। তাই আমি আপনাদের এই আওয়াজকে শ্রদ্ধা করি কিন্তু এখানে আমরা ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের লড়াই নিয়ে কথা বলতে এসেছি। গত বছরের অক্টোবরে গাজা থেকে ইসরায়েলে হাজার হাজার রকেট ছোড়ে হামাস। সেইসঙ্গে হামাসের যোদ্ধারা ইসরায়েলি ভুখণ্ড ভেদ করে তাণ্ডব চালায়। সেইসময় অন্তত ১২০০ জন নিহত হয় এবং দুই শতাধিক ব্যক্তিকে জিম্মি করে হামাস। এর জবাবে গাজায় পাল্টা হামলা শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় গাজায় এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছে ৩৯ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি। আহত হয়েছে ৯০ হাজারের বেশি। সেইসঙ্গে ২০ হাজারের বেশি শিশু নিখোঁজ রয়েছে।

বিনোদন

ওবায়দুল কাদের আমার অভিভাবক

জাহারা মিতু

বিনোদন ডেস্ক : ঘটনাটা গত বছরের। অমর একুশে বইমেলায় চলচ্চিত্র নায়িকা জাহারা মিতুর একটি কবিতার বই প্রকাশ হয়। বইয়ের নাম 'প্রেমিকার নাম কবিতা'। মেলা চলাকালীন ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেলে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও তৎকালীন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। এ সময় ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান, চিত্রনায়িকা কেয়াসহ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। ওই অনুষ্ঠানে জাহারা মিতু দাবি করেন, 'সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরকে অনেক সম্মান করি, আমার একজন অভিভাবকও তিনি।' বিষয়টি নিয়ে পরিবর্তিত সময়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। কারণ এরইমধ্যে ওবায়দুল কাদেরসহ পুরো সরকার পদত্যাগ করেছে। পালিয়ে গেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশে এসেছে নতুন সরকার। কিন্তু ওই সংবাদের স্ক্রিনশট নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জাহারা মিতু রীতিমতো ট্রলের শিকার। বিষয়টি নিয়ে গতকাল শনিবার গনমাধ্যমের সঙ্গে কথা হয় জাহারা মিতুর। তিনি বলেন, 'আগুন সিনেমায় অভিষেকের দিন প্রথম ভাইয়ার (ওবায়দুল কাদের) সঙ্গের আমার দেখা এবং পরিচয় হয়। এরও প্রায় দুই বছর পর আরেকটি অনুষ্ঠানে ভাইয়ার সঙ্গে আমার দেখা হয়। সঙ্গে অনেক মানুষই ছিল তাদের মধ্যে একজন বলেছিল, ভাই, মিতু শুধু নায়িকা না, লেখালেখিও করে। আমি উনাকে বলেছিলাম আমি তার লেখা তিনটি বই পড়েছি। কাদের ভাই বলেছিলেন, লেখালেখি বন্ধ করো না, শিগগিরই বই বের করো। আমাকে জানিয়ো বই বের করে। তাই বই প্রকাশের প্রস্তাবের পরই ভাইয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং অনুরোধ করি আমার বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করতে।' তিনি চটকদার ক্যাপশন দিয়ে নিউজ করা প্রসঙ্গে বলেন, 'সত্যি বলতে উনি বলার পরই আমার বই প্রকাশ করার বিষয়টা মাথায় ভালোমতো ঢুকেছিল। তাই এই বিষয়ে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। চটকদার ক্যাপশন দিয়ে নিউজ করা তো নতুন কিছু নয়। এটা চলবেই এবং তা নিয়েও আমার আপত্তি নেই। আমি এখনো বলছি, বই প্রকাশ করার এই ব্যাপারটায় অবশ্যই তিনি আমার অভিভাবকের দায়িত্বই পালন করেছেন, আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। এটা অস্বীকার করার কোনো দুঃসাহস আমার নেই।' জাহারা মিতু বলেন, 'যারা এখন বিভিন্ন কথা বলছেন তারাও একসময় ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চেয়েছেন। আবার নতুন সরকার হলে তখনো চাইবেন। এটা মানুষের স্বভাব, তাই এ ক্ষেত্রে ট্রলকারীদেরও আমি কিছু বলার প্রয়োজনবোধ করি না।

টেইলর সুইফটকে পেছনে ফেললেন অরিজিৎ

বিনোদন: বলিউডের শীর্ষ গায়ক অরিজিৎ সিং। বর্তমানে অরিজিতের গানে বুদ হয়ে থাকেন সংগীতপ্রেমীরা। শুধু বলিউডই নয়, উপমহাদেশের গণ্ডি পেরিয়ে গোটা বিশ্বজুড়ে এখন খ্যাতিমান অরিজিৎ সিং। সাফল্যের এই সোনালি সময়ে গায়ক টেক্কা দিলেন এই সময়ের বিশ্ব তারকা টেলর সুইফটকেও। শুধু টেক্কাই নয়, টেলর সুইফটকে ছাড়িয়েও গেলেন অরিজিৎ সিং! একটি দুটি নয়, মোট ১৪টা গ্র্যামি রয়েছে টেলর সুইফটের ঝুলিতে। পাশ্চাত্য সঙ্গীত দুনিয়ার মুকুটহীন রানি তিনি। অন্যতম ধনী পপস্টারও বটে। এবার বিশ্বখ্যাত পপ তারকা টেলর সুইফটকে ছাড়িয়ে গেলেন বাঙালি গায়ক অরিজিৎ সিং। গান শোনার অন্যতম জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম স্পটিফাই। গান শোনার পাশাপাশি ওই প্ল্যাটফর্মে পছন্দের গায়ক-গায়িকাকে 'ফলো' করার সুযোগও থাকে শ্রোতাদের জন্য। সেই অনুরাগী সংখ্যার নিরিখেই টেলর সুইফটকে হারিয়ে গোটা বিশ্বে এক নম্বরে পৌঁছে গেলেন অরিজিৎ সিং। এই মুহূর্তে স্পটিফাইয়ে অরিজিৎ-এর ফলোয়ার সংখ্যা হল ১১ কোটি ৭২ লক্ষ ১১ হাজার ১৫৪ জন। অন্যদিকে দ্বিতীয়স্থানে থাকা টেলর সুইফটকে ফলো করেন ১১ কোটি ৭১ লক্ষ ৮৯ হাজার ৯৯৯ জন। এই তালিকায় তিন নম্বর রয়েছেন অ্যাড শেরন, তার অনুরাগীর সংখ্যা ১১ কোটি ৫০ লক্ষর আশেপাশে। চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে যথাক্রমে রয়েছেন অ্যারিয়ানা গ্র্যান্ডে এবং বিলি আইলিশ। এখনও ১০ কোটির গণ্ডি ছাড়াতে পারেননি তারা। বছরখানেক আগেও এই তালিকায় এক নম্বরে ছিলেন অ্যাড শেরন। গত বছর আগস্ট মাসে স্পটিফাইয়ে অরিজিৎ সিংয়ের ফলোয়ার সংখ্যা ছিল সাড়ে আট কোটির আশেপাশে। মাত্র একবছরে অরিজিৎ-এর অনুরাগীর সংখ্যা লাফিয়ে বেড়েছে। চলতি বছর ফেব্রুয়ারিতে অরিজিৎকে হারিয়ে শীর্ষে পৌঁছেছিলেন টেলর সুইফট। তবে মাত্র ৬ মাসের মধ্যেই হার শিকার করলেন গায়িকা। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম অরিজিতের। জিয়াগঞ্জে বেড়ে ওঠা, সেখানে গ্রামের স্কুলেই পড়াশোনা। বর্তমান জেনারেশনের কাছে মন ভাঙাগড়ার তার জুড়ে আছে অরিজিতের সুরে। তবে লাইমলাইট থেকে দূরে থাকতেই ভালোবাসেন গায়ক। স্কুলের গণ্ডি পার করার আগেই ফেম গুরুকুল নামের এক রিয়ালিটি শো-তে যোগ দেন অরিজিৎ। ফাইনালিস্টও হতে পারেননি তিনি। লম্বা সময় মুম্বইয়ে প্রীতম-এর অধীনে মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্টের কাজ শিখেছেন। 'আশিকি ২' সিনেমার 'তুম হি হো' গান বদলে দেয় অরিজিৎ-এর ভাগ্য। আর পিছনে তাকাতে হয়নি তাকে।

'বাকস্বাধীনতা'য় ভাবনার ৮ ছবি

বিনোদন ডেস্ক : বহু গুণে গুণী আশনা হাবিব ভাবনা। অভিনেত্রী হিসেবে পরিচিত হলেও তিনি নৃত্যে যেমন দক্ষ, তেমনি দক্ষ চিত্রাঙ্কনেও। বিভিন্ন সময়ে নিজের ভাবনা রংতুলির আঁচড়ে তুলে ধরেন ক্যানভাসে। এবার 'বাকস্বাধীনতা' শিরোনামে সিরিজ ছবি আঁকলেন তিনি। এতে রয়েছে আটটি ছবি। মজার ব্যাপার হলো, ছবিগুলো এঁকেছেনও বছরের অষ্টম মাসের (আগস্ট) আট তারিখে। ফেসবুকে ছবিগুলো পোস্ট করে ভাবনা লিখেছেন, 'আটটি ছবি আঁকা যখন শেষ হলো, তখন ঘড়িতে ৩টা ৩ মিনিট। এই ৩ নম্বরের সঙ্গে আমার সংযোগ ফিরে আসে (ভাবনার জন্মদিন ৩ আগস্ট)। যদিও ফিরে ফিরে জন্ম নেওয়ার লোভ আমার নেই!' গত ১৬ জুলাই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে প্রাণ হারানো রংপুরের তরুণ শিক্ষার্থী আবু সাঈদের একটি প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন ভাবনা। সাঈদের মৃত্যুর পরের দিনই ছবিটি ফেসবুকে প্রকাশ করেন অভিনেত্রী। সম্প্রতি সেই পোস্ট পুনরায় শেয়ার করে ভাবনা লিখেছেন, 'এবার তবে প্রকাশ্যে ফাঁসি দিন আবু সাঈদের খুনিকে।

সুপার-এজেন্টের ভূমিকায় আলিয়া

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও বরুণ ধরনের বিপরীতে করণ জোহর পরিচালিত প্রণয়ধর্মী হাস্যরসাত্মক 'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার' চলচ্চিত্রে অভিনয় করে ভক্ত-অনুরাগীদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। সম্প্রতি নতুন ছবি 'আলফা'-তে নাম লিখিয়েছেন এ অভিনেত্রী। তাকে এ ছবিতে একজন সুপার-এজেন্টের ভূমিকায় দেখা যাবে। অপরদিকে শর্বরী ওয়াঘও এই ছবিতে বিশিষ্টভাবে অভিনয় করবেন। শর্বরী এর আগে পরিচালক শিব রাওয়েলের সঙ্গে ইনস্টাগ্রামে ছবিটির নির্মাণ শুরুর কথা ঘোষণা দিয়েছিলেন। অভিনেতা আলিয়া ভাট চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে কাশ্মীরে তার অত্যন্ত প্রত্যাশিত স্পাই থ্রিলার আলফা -এর দ্বিতীয় শিডিউলের জন্য আবার শুটিং শুরু করতে চলেছেন। জুলাইয়ের শুরুতে ওয়াইআরএফ স্টুডিওতে মুম্বাইতে ছবিটির শুটিং শুরু হয়েছিল। ভারতীয় গণমাধ্যমের তথ্য মতে, প্রোডাকশনের পরবর্তী ধাপ কাশ্মীরের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যে পৌঁছে যাবে। প্রোজেক্টের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্রের মতে, 'মুম্বাই শিডিউল শেষ করার পরে, টিম শুটিংয়ের পরবর্তী অংশের জন্য কাশ্মীর যাবে। এই সময়সূচি বেশ সংক্ষিপ্তই হবে। আগস্টের শেষে শুরু হবে এবং সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শেষ হবে। ' শিব রাওয়াইল দ্বারা পরিচালিত 'আলফা' গুপ্তচরবৃত্তি এবং আন্তর্জাতিক চক্রান্তকে কেন্দ্র করে একটি আকর্ষণীয় ড্রামা সরবরাহ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। আলিয়া ভাট তার ভূমিকার জন্য ব্যাপকভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি তীব্র অ্যাকশন সিকোয়েন্স এবং স্টান্টের কঠোর প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছেন। 'আলফা'-তে আলিয়া একজন সুপার-এজেন্টের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। অপরদিকে শর্বরী ওয়াঘও এই ছবিতে বিশিষ্টভাবে অভিনয় করবেন। শর্বরী এর আগে পরিচালক শিব রাওয়েলের সঙ্গে ইনস্টাগ্রামে ছবিটির নির্মাণ শুরুর কথা ঘোষণা করেছিলেন।

সাতক্ষীরার ৭টি থানায় পুলিশের অবস্থান

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : সাতক্ষীরার ৮টি থানার মধ্যে ৭টি থানায় পুলিশের টিম পৌছেছে। আইনি কার্যক্রম শুরু না হলেও থানায় পুলিশের অবস্থান জনগণের মাঝে স্বস্তি এনে দিয়েছে। এদিকে, শ্যামনগর থানায় আগামীকালের মধ্যে পুলিশ পৌছে যাবে বলে জানা গেছে।
সাতক্ষীরা ৩৩ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অয়োজনে শনিবার সকালে কলারোয়া থানার সভাকক্ষে এক মতবিনিময় সভার মধ্য দিয়ে এ থানার কার্যক্রম উদ্বোধন করেন বিজিবি অধিনায়ক লে. কর্নেল আশরাফুল হক।
এদিকে, জেলা পুলিশের বিশেষ শাখা থেকে জানা যায়, শনিবার দুপুরের দিকে সাতক্ষীরা সদর,আশাশুনি,দেবহাটা,কালিগঞ্জ, পাটকেলঘাটা ও তালায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে কিছুসংখ্যক পুলিশ অবস্থান নেয়।
অপরদিকে, যানজট নিয়ন্ত্রণ,বাজারদর পর্যবেক্ষণ ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে শনিবারও অংশ নিয়েছে বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক।
প্রসঙ্গত, গত ৫ জুলাই শেখ হাসি-নার পদত্যাগের খবর শুনে জেলার কয়েকটি থানাসহ বিভিন্ন স্থানে বিক্ষুদ্ধ জনতা হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে। এরপর পুলিশ সদস্যরা জেলা পুলিশ লাইন্সে আশ্রয় নেন। গত ৫ দিন যাবত জেলার বিভিন্ন স্থানের থানা গুলো অরক্ষিত অবস্থায় থাকার পর আজ থেকে আবারো আংশিকভাবে শুরু হয়েছে কার্যক্রম।

সাতক্ষীরা কালিগঞ্জ থানার কার্যক্রম শুরু

কালিগঞ্জ প্রতিনিধি : গত ৫ আগস্ট সন্ধ্যায় বন্ধ হওয়ার পর গতকাল শনিবার থেকে আবারও সীমিত পরিসরে সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ থানার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ১৭ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন (বিজিবি) এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সানবীর হাসান মজুমদারের উপস্থিতিতে বেলা দেড়টার পর এ কার্যক্রম শুরু হয়। এ সময় ১৭ বিজিবির ইন্ট অফিসার মেজর শাহ রেজা আল ফামি (এএমসি অফস), সহকারী পরিচালক শাহ খালেদ ইমাম, কালিগঞ্জ সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আমিনুর রহমান, থানার অফিসার ইনচার্জ রফিকুল ইসলাম, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ইদ্রিসুর রহমান, নলতা ইউপি চেয়ারম্যান আজিজুর রহমান, চাম্পাফুল ইউপি চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হক গাইন, উপজেলা বিএনপি’র একাংশের আহ্বায়ক সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান শেখ এবাদুল ইসলাম, সদস্যসচিব শেখ শফিকুল ইসলাম বাবু, বিএনপি নেতা সৈয়দ হাসনাত আলী, সাইফুল ইসলাম, ছাত্র সমন্বয়ক শেখ রাকিবসহ কয়েকজন সমন্বয়ক ও থানার অফিসারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
লেফটেন্যান্ট কর্নেল সানবীর হাসান মজুমদার বলেন, ব্যক্তিস্বার্থের উর্দ্ধে থেকে সবাইকে দেশের জন্য কাজ করতে হবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হলে সেটা কারও জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না। পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষকারী বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য সকল রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি আরও বলেন, এদেশে সংখ্যালঘু বলে কেউ নেই। সবাই আমরা রাষ্ট্রের নাগরিক, সবার অধিকার সমান। জনগণের পাশে থেকে বিজিবি সদস্যরা সার্বিক সহায়তা করা হবে। তিনি গুজব ছড়িয়ে মানুষকে আতঙ্কিত না করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। কালিগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ রফিকুল ইসলাম বলেন, অনিবার্য কারণে থানার স্বাভাবিক কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়েছিল। এখন থেকে আবারও স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী পুলিশ সদস্যরা জনগণের পাশে থেকে যথাযথ ভূমিকা রাখবে।

বরিশালে বাজার মনিটরিংয়ে শিক্ষার্থীরা

বরিশাল প্রতিনিধি : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের জোয়ারে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর রাস্তা পরিস্কার ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি এবার বাজারগুলোতেও মনিটরিং কার্যক্রম শুরু করেছেন শিক্ষার্থীরা। শনিবার দ্বিতীয়দিনের ন্যায় নগরীর বিভিন্ন বাজার পরিদর্শন করেছেন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।
শিক্ষার্থীরা নগরীর নতুনবাজার ও বাজার রোড এলাকায় বাজার মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করেন। পাশাপাশি পরবর্তী সময়ে পর্যায়ক্রমে পোর্টরোড বাজার, নথুল্লাবাদ বাজার, চৌমাথা বাজার পরিদর্শন করেছেন। শিক্ষার্থীরা বলেন, মনিটরিংয়ে তারা বাজারে সঠিক মূল্য তালিকা প্রদর্শন হচ্ছে কিনা, সেই দরে পণ্য বিক্রি করা হচ্ছে কিনা সেটা যেমন দেখছেন, তেমনি মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বেচা-বিক্রিরোধেও ব্যবসায়ীদের সতর্ক করেছেন। পাশাপাশি ভোক্তার অধিকার নিশ্চিত করতে ব্যবসায়ীদের কিছু নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে, যা পরবর্তী সময়ে কার্যকর করা হচ্ছে কিনা, সেটিও মনিটরিংয়ের মাধ্যমে দেখা হবে।

দিনাজপুর : বীরগঞ্জের শনিবার প্রচন্ড বৃষ্টি উপেক্ষা করে পৌরশহরের বিভিন্ন জায়গায় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও দেওয়াল লিখনের পাশাপাশি ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, এবং জন নিরাপত্তায় কাজ করছে সাধারন শিক্ষার্থীরা।

জাজিরায় বর্ষাকালীন সবজি আবাদে ব্যস্ত কৃষক

শরীয়তপুর প্রতিনিধি : জেলার অন্যতম সবজি উৎপাদনকারী উপজেলা জাজিরা। জাজিরাকে জেলার শস্য ভান্ডারও বলা হয়। সারা বছরই মৌসুম ভিত্তিক সবজি উৎপাদন করে থাকেন এখানকার কৃষকরা। এবারও এখানকার কৃষকরা বর্ষাকালীন সবজি আবাদে ব্যস্ত সময় পার করছেন। গত দুই বছর কৃষকরা সবজির দাম ভালো পাওয়ায় আবাদের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছেন। মৌসুমে প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাতের ফলে সবজির ভালো ফলনেরও আশা কৃষকসহ কৃষি বিভাগের। উপজেলায় এবার বর্ষকালীন সবজি আবাদের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬শ’ ৫০ হেক্টর জমিতে। তুলনামূলক উঁচু জমিতে ইতিমধ্যে ১শ’ ৩৫ হেক্টরে সবজি আবাদ সম্পন্ন হয়েছে। কৃষকরা আশা করছেন আগামী ২০ থেকে ২৫ দিনের মধ্যেই তারা বাজারে সবজি বিক্রি করতে পারবেন। জাজিরা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো: ওমর ফারুক বলেন, প্রতিবছরের ন্যায় এবারও জেলার সবজি ভান্ডার খ্যাত জাজিরা উপজেলার কৃষকরা বর্ষাকালীন সবজি আবাদে ও পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন। জমির উপযোগীতা অনুযায়ী তুলনামূলক উঁচু জমিতে অধিক লাভের আশায় ১৩৫ হেক্টর জমিতে সবজি আবাদ সম্পন্ন করেছেন। আশা করা যায় কোন ব্যত্যয় না ঘটলে আগামী ২০ থেকে ২৫ দিনের মধ্যেই কৃষক বাজারে সবজি তুলতে পারবেন।

উপজেলার ৬শ’ ৫০ হেক্টর সবজি আবাদের লক্ষ্যমাত্রার বাকিটা আগস্ট মাসের মধ্যেই সম্পন্ন হবে বলেও তিনি জানান। কৃষি বাণিজ্যিকীকরণের এ সময়ে উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে কৃষককে অর্থনৈতিকভাবে বেশি লাভবান করতে আমরা মাঠ পর্যায়ে সার্বক্ষণিক পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছি। আমরা কৃষকদেরকে মালচিং ও বেড পদ্ধতিতে জমির প্রকারভেদে বেগুন, শশা, করলা, লাউ, কাঁচামরিচ, ধুন্দলসহ বিভিন্ন শাকড় সবজি আবাদে উদ্বুদ্ধ করছি। আশা করছি কৃষকরা তাদরে কাংখিত ফলন পেয়ে অধিক লাভবান হবেন।
উপজেলার মুলনা ইউনিয়নের মিরাশার গ্রামের কৃষক, ফরহাদ খান বলেন, গত দুই বছরে আমরা সবজির দাম ভালো পাওয়ায় এবার বেশি জমিতে সবজি আবাদ করছি। বড় কোন প্রাকৃতি দুর্যোগ বা সমস্যা না হলে বিঘা প্রতি ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা খরচ করে এক লাখ ২০ হাজার থেকে এক লাখ ৮০ হাজার টাকার সবজি বিক্রি করতে পারব বলে আশা করছি। একই গ্রামের কৃষক মো: ফারুক মোল্লা বলেন, পদ্মা সেতু হয়ে যাওয়ায় আমাদের সবজি খুব সহজেই ঢাকায় পাঠাতে পারছি বলে আগের তুলনায় দাম বেশি পাচ্ছি। স্থানীয় কৃষি বিভাগের পরামর্শ ও সহযোগীতায় তাই আমরাও আগের তুলনায় কম উৎপাদন খরচে বেশি লাভবান হচ্ছি।

গোপালগঞ্জে ১,০৩০ মেট্রিক টন বাদাম উৎপাদন

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি : গোপালগঞ্জে ১ হাজার ৩০ মেট্রিক টন চীনা বাদাম উৎপাদিত হয়েছে। চলতি বছর জেলার ৫ উপজেলায় ৫১৫ হেক্টর জমিতে চীনা বাদোমের আবাদ করেন কৃষক। সে হিসাবে প্রতি হেক্টরে গড়ে ২ মেট্রিক টন বাদাম ফলেছে। বাদামের বাম্পার ফলন পেয়ে কৃষক লাভবান হেয়েছে।
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের গোপালগঞ্জ খামারবাড়ির উপপরিচালক কৃষিবিদ আঃ কাদের সরদার বলেন, গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় ৪৫০ হেক্টরে বাদামের আবাদ করা হয়। সেখানে ৯০০ মেট্রিক টন বাদাম উৎপাদিত হয়েছে। মুকসুদপুরে ১০ হেক্টরে উৎপাদিত হয়েছে ২২ মেট্রিক টন, কাশিয়ানীতে ৩৫ হেক্টরে ৬৮ মেট্রিক টন, কোটালীপাড়ায় ১৫ হেক্টরে ২৯ মেট্রিক টন, টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় ৫ হেক্টরে ১১ মেট্রিক টন চীনা বাদাম উৎপাদিত হয়েছে। কৃষক উচ্চ ফলনশীল বিনা ও বারি চীনা বাদামের জাত আবাদ করেছেন । এ কারণে তারা চীনা বাদামের বাম্পার ফলন পেয়ে লাভবান হয়েছেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের গোপালগঞ্জ খামারবাড়ির অতিরিক্ত উপপরিচালক কৃষিবিদ সঞ্জয় কুমার কুন্ডু বলেন, ভোজ্য তেলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে চলতি বছর বাদাম চাষাবাদে জেলার ৫ উপজেলার ৬৮০ জন কৃষককে প্রণোদনার বীজ ও সার দেওয়া হয়। কৃষক প্রতি ১০ কেজি করে চীনা বাদাম বীজ, ১০ কেজি করে ডিএপি ও ১০ কেজি করে এমওপি সার দেওয়া হয়। প্রণোদনার বীজ সার পেয়ে কৃষক ৬৮০ বিঘা জমিতে চীনা বাদামের আবাদ বৃদ্ধি করেন। এভাবে বাদামের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে দেশে ভোজ্য তেলের আমদানী নির্ভরতা কমবে। গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার কৃষক সাইফুল আলম খান বলেন, আমি গোপালগঞ্জ বিনা উপকেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে বিনাচীনাবাদাম-৬ বীজ ও সার পেয়ে আমার ১ শ’ ৫০ শতাংশ জমিতে বাদামের আবাদ করি। প্রতি শতাংশে আমি এ জাতের বাদাম ১২ কেজি ফলন পেয়েছি। সে হিসাবে ২৪৬.৫১ শতাংশের ১ হেক্টরে এ বাদাম ফলন দিয়েছে ২ টন ৯শ’ ৫৮.১২ কেজি । এটি রেকর্ড ফলন বলে মন্তব্য করেন ওই কৃষক। সাইফুল আলম খান আরো বলেন, আমার দেড় একর জমিতে বাদাম আবাদে

খরচ হয়েছে ৬০ হাজার টাকা। এখান থেকে আমি ১ হাজার ৮শ’ কেজি বাদাম পেয়েছি। প্রতি কেজি বাদাম ১শ’ টাকা দরে বিক্রি করেছি। উৎপাদিত বাদাম ১ লাখ ৮০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। খরচ বাদে লাভ হয়েছে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা ।ধান ও পাটের তুলনায় বাদামে লাভ অনেক বেশি। বাদামের পর আমি বিনা আমন ধান করব। আমন কেটে স্বল্পজীবনকাল সম্পন্ন বিনা সারিষা চাষ করে আসছি। বিনার শস্য বিন্যাস অনুসরণ করে আমি প্রতি বছর একই জমিতে ৩টি ফসল করতে পারছি। এতে আমার আয় বেড়েছে। আর্থসমাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছি। বিনা গোপালগঞ্জ উপকেন্দ্রের উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ইনচার্জ ড. মোঃ কামরুজ্জামান বলেন, বিনাচীনাবাদাম-৬ হেক্টরে ২টন ৯শ’ কেজি পর্যন্ত ফলন দিতে পারে। কিন্তু কৃষক সাইফুল এ বাদাম চাষ করে বাড়তি পরিচর্যা করেছেন। তাই তিনি রেকর্ড পরিমান ২ টন ৯৫৮ কেজি ফলন পেয়েছেন। এ চীনাবাদামের জীবনকার ১৪০ থেকে ১৫০ দিন। বাদামের ভেতরের দানা পুষ্ট। তাই তেলের পরিমান ৪৮% ।এ বাদাম আবাদ করে কৃষক লাভবান হচ্ছেন। এ বাদামের বদৌলতে কৃষক একই জমিতে বছরে ৩টি ফসল করতে পারেন। এ বাদামের চাষ সম্প্রসারণ করতে পারলে দেশে ভোজ্য তেলের আমাদানী হ্রাস ও তেলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব বলে ওই কৃষি বিজ্ঞানী মন্তব্য করেন।

ইন্দুরকানীতে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

পিরোজপুর প্রতিনিধি : পিরোজপুরের ইন্দুরকানীতে (জিয়ানগরে) ক্ষুদ্রঋণের পথিকৃত, বিশ্ব নন্দিত ও নোবেল বিজয়ী ড. মুহম্মদ ইউনুছ এর সুস্বাস্থ্য কামনা এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত সকল শহীদের মাগফেরাত কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে ইন্দুরকানী (জিয়ানগর) প্রেসক্লাব মিলনায়তনে রূপসী বাংলা উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে নির্বাহী পরিচাক মোঃ আজাদ হোসেন এর সভাপতিত্তে এ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মোঃ ফরিদ আহমেদ, সদস্য সচিব আলমগীর কবির মান্নু, প্রেসক্লাব সভাপতি এইচ এম ফারুক হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মোঃ মনিরুজ্জামান খান, সরকারি ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মোঃ জাকারিয়া হোসেন, হিন্দু বৈদ্য খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা স্বপন কুমার ডাকুয়া, দূনীর্তি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি হেলাল উদ্দিন গাজী, শিক্ষক প্রতিনিধি আরিফুজ্জামন, নাকির আহমেদ, প্রেসক্লাবের সিনিয়র সহ সভাপতি মোঃ শাহিদুল ইসলাম, দৈনিক নয়া দিগন্ত প্রতিনিধি খান মোঃ নাসির উদ্দিন, যুবদল সভাপতি আতিকুর রহমান, সদস্য সচিব খায়রুল ইসলাম, সেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচীব জুয়েল রানা,শ্রমিকদলের সভাপতি আবুল কালাম, ছাত্র দলের সভাপতি আল আমিন, সদস্য সচিব সাদিকুল ইসলাম প্রমুখ।

অভয়নগরে শিক্ষার্থীদের বাজার পর্যবেক্ষণ

কমছে পণ্যের দাম

অভয়নগর প্রতিনিধি : যশোরের অভয়নগর উপজেলার নওয়াপাড়ায় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ঠেকাতে বাজার পর্যবেক্ষণে নেমেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। সড়কে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ পাশাপাশি তারা বাজারের নিত্য পণ্যের পর্যবেক্ষন শুরু করেছেন। শনিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত উপজেলার নওয়াপাড়া বাজরের বিভিন্ন স্থানে পর্যবেক্ষণে যান সাধারণ শিক্ষার্থীরা। তারা নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম ও দ্রব্যমূল্যের তালিকা পর্যবেক্ষণ করে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলছেন। এতে কমছে কিছু পণ্যের দাম। এ সময় বাজার ঘুরে কাঁচামাল, মাছ, মাংস, পেঁয়াজ, রসুন, মসলাসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য যাচাই করেন। তাদের অতিরিক্ত মূল্যে জিনিসপত্র বিক্রি না করার আহ্বান জানান। যদি কোনো পণ্যের দাম অযথা বাড়ানো হয়, তবে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। উপজেলার নওয়াপাড়া বাজারের ব্যবসায়ী মাসুদ জানান, কাঁচা মরিচসহ সব সবজির দাম কমতে শুরু করেছে। ২০০ টাকার কাঁচা মরিচ এখন ১৮০ থেকে ১৯০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আলুর দামও প্রতি কেজিতে ৪ থেকে ৫ টাকা কমেছে। এ ছাড়া অন্য সবজির দাম কেজি প্রতি ৫ থেকে ৬ টাকা কমেছে। উপজেলার নওয়াপাড়া বাজারে আসা ক্রেতা রুবেল হোসেন জানান, নানা অজুহাতে নিত্যপণ্যের দাম বাড়ানো হয়। তবে শিক্ষার্থীদের তৎপরতায় দাম তো বাড়েনি, বরং বাজারে স্বস্তি ফিরেছে। শিক্ষার্থীরা যদি ঘন ঘন বাজার মনিটরিং করলে পণ্যের দাম আরও কমে আসবে। নওয়াপাড়া বাজার কমিটির সভাপতি আবদুর গণি সরদার বলেন, শিক্ষার্থীরা যে ভূমিকা রেখেছে, এর জন্য তাদের আমরা স্যালুট জানাই। আমরাও ব্যবসায়ীরা তাদের সহযোগিতা করতে চাই। উপজেলার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক সিয়াম আহমেদ বলেন, নওয়াপাড়া বাজারে তদারকি করতে এসেছিলাম। বাজারে জিনিসপত্রের দামের তদারকি করেছি।

সড়কে ট্রাফিকের দায়িত্ব পালন করছেন বিএনসিসির এক সদস্য। ছবিটি কুমিল্লা থেকে তোলা

মহেশপুর থানার কার্যক্রম সীমিত আকারে চালু

কালীগঞ্জ প্রতিনিধি : সারা দেশের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে ঝিনাইদহে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে শহরের ফ্যামিলি জোন রেস্টুরেন্টে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীরা। সংবাদ সম্মেলনে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক এলমা খাতুন লিখিত বক্তব্যে বলেন, স্বৈরাচার পতনের পর জেলার বিভিন্নস্থানে হানাহানি,দখল, বাড়িঘর ভাংচুরসহ নানা নৈরাজ্য সংগঠিত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। এমন ক্ষয়ক্ষতিতে ছাত্রসমাজ দারুন ব্যথিত। বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের সুবিধার জন্য এ আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। জেলায় নৈরাজ্য ঠেকাতে ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ। সকল অনৈতিক কর্মকাণ্ড ছাত্ররা পর্যবেক্ষন করছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জনগনের নিকট জবাবদিহি ও ন্যায়বিচারের মুখোমুখি করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এছাড়াও চলমান সংকটে জনমানুষের নিরাপত্তায় অনতিবিলম্বে পুলিশের দায়িত্বে ফেরার আহবান জানান সমন্বয়করা। সেসময় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীদের সমন্বয়ক এলমা খাতুন, আবু হুরাইরা, রিহান হোসেন, শারমিন সুলতানাসহ ১০ সমন্বয়ক ও অন্যান্য শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক এলমা খাতুন বলেন, এ দেশের শিক্ষার্থীরা সত্যিকারে মানবিক ও আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন নিয়ে এ আন্দোলনের সফল হয়েছে। আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন সারা দেশের ন্যায় ঝিনাইদহের রাজপথে থেকে তৎকালীন স্বৈরাশাসকের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে আন্দোলন চলামান রেখেছিল। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আপনার আমাদের এই আন্দোলনে ক্যামেরা পিছন থেকে, আবার কেউ কলম দিয়ে স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রামকে সফলতায় আনতে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রেখেছেন। রাজনৈতিক সংগঠনের আজ্ঞাবহ না থেকে মানুষ ও আমাদের পাশে থাকবেন আপনারা। ঝিনাইদহের মহেশপুর থানার কার্যক্রম বিজিবি’র সহযোগিতায় সীমিত আকারে চালু হয়েছে। শনিবার দুপুরে বিজিবি-৫৮ ব্যাটালিয়ানের পক্ষ থেকে থানায় গিয়ে সকল পুলিশ সদস্যদের নিরাপত্তাসহ কার্যক্রমে সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়। সেসময় বিজিবি কর্মকর্তা থানার সকল পুলিশ কর্মকর্তা ও সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন।
সেসময় বিজিবি-৫৮ ব্যাটালিয়ানের পরিচালক লে.কর্ণেল শাহ মোঃ আজিজুস শহীদ, উপ-পরিচালক মেজর মোল্লা ওবায়েদুর রহমান, সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম খান, মহেশপুর থানার ওসি মাহাব্বুর রহমানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। সেসময় বিজিবি-৫৮ ব্যাটালিয়ানের পরিচালক লে.কর্ণেল শাহ মোঃ আজিজুস শহীদ জানান, সীমান্তের নিকটবর্তী এলাকাগুলোতে বিজিবির অবজারভেশন পোস্ট রয়েছে। সেখান থেকে মানুষকে সচেতন করা, তাদের যে কোন সমস্যায় সহযোগীতা করেছি এবং করছি। এলাকার নিরাপত্তা রক্ষায় সর্বাত্ম চেষ্টা চলছে। বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ঘটলেও সার্বিক পরিস্তিতি শান্ত রয়েছে। বিজিবি ক্যাম্প থানার নিকটবর্তি এলাকায়। মহেশপুর থানায় এই মুহূর্তে কোন নিরাপত্তা ঝুকি নেই বলেই বিশ্বাস রয়েছে। পুলিশ সদস্যদের কিছু দাবি দাওয়া আছে যা আমাদের নতুন সরকার দেখভাল করছেন। সেটা তাদের যথাযথ প্রতিনিধির মাধ্যমে পুর্ণ হবে। থানার কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য তারা যদি মনে করে আমাদের সহযোগীতা প্রয়োজন তাহলে যে কোন সময় যে কোন ধরনের সহযোগীতার জন্য বিজিবি প্রস্তুত রয়েছে। মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহ-াব্বুর রহমান জানান, এখন স্বল্প পরিসরে চালু করা হলেও তাদের দাবী মানা হলেই দ্রুততম সময়ের মধ্যে পুরোদমে কাজ শুরু করবেন তারা। সেক্ষেত্রে জনগনের ভোগান্তি সম্পুর্ণরুপে লাঘব হবে।

সাটুরিয়ায় সামাজিক সম্প্রীতির সভা

সাটুরিয়া প্রতিনিধি : সকল রাজনৈতক দলের প্রতিনিধি এবং মানিকগঞ্জ ও আশে পাশের এলকার দায়িত্বে থাকা সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের নিয়ে সামাজিক সম্প্রীতির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সাটুরিয়া উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উপজেলায় আইন- শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার লক্ষে সুধীজনের অংশগ্রহণে সভাটি শুক্রবার বিকাল ৫ টার দিকে মিনি হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বক্তব্য রাখেন সাটুরিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার শান্তা রহমান, মানিকগঞ্জ ও আশে পাশের এলকার দায়িত্বে থাকা সেনাবাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজর মুক্তাদী, সাটুরিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান মো. শাহজাহান আলী সাজু, মানিকগঞ্জ জেলা জামাতের সাবেক আমীর ও ঢাকার টিম সদস্য মাওলানা দেলোয়ার হোসেন, সাটুরিয়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কুদ্দুস খান মজলিশ মাখন, সাধারণ সম্পাদক আবুল বাশার সরকার, জাতীয় পার্টির উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আবুল বাশার বাদশা, সাটুরিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. জাহাঙ্গীর আলম, ছাত্র প্রতিনিধিদের মধ্যে মো. হাসিবুল হাসানসহ আরও অনেকেই। সভায় বিএনপি ও জামায়াত নেতারা বলেন, ৫ আগষ্টের দিন থেকে আমরা সাটুরিয়া থানা ও উপজেলা পরিষদ পাহারা দিয়েছি বলেই, আগুন ধরে নি, ভাংচুর হয়নি কিংবা কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। মেজর মুক্তাদী বলেন, কোন সাধারণ সমস্যায় আমাদের কন্ট্রোল রুমে ফোন দিবেন। এ সাটুরিয়া আপনাদের। আপনারা আমাদের সহযোগীতা করলেই সাটুরিয়া রক্ষা করা সম্ভব। অপরদিকে আপনাদের কারনেই সাটুরিয়া উপজেলা দেশের অন্যতম নিরাপদ উপজেলা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। সাটুরিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার শান্তা রহমান বলেন, সাটুরিয়া কোন আগুন সন্ত্রাস হয়নি। আর আপনারা পাশে থাকলেও কোন সন্ত্রাস, লুট, ভাংচুর, সহিংসতা হতেও দিব না।

স্বনির্ভর রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে রংপুরে বাপার মানববন্ধন

রংপুর প্রতিনিধি : সংগঠিত ছাত্র জনতাই ইতিহাস নির্মাতা ছাত্র জনতার ঐতিহাসিক বিজয়ে শহীদের স্মরনে ও শান্তি সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার দাবিতে বাংলাদেশ পরিববেশ আন্দোলন (বাপা) রংপুর জেলা শাখার আয়োজনে শনিবার বেলা ১২টায় রংপুর প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। বাপা রংপুর জেলার আহ্বায়ক এড. শামীমা আক্তার শিরীন এর সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব রশিদুস সুলতান বাবলু’র সঞ্চালনায় আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ পরিববেশ আন্দোলন বাপার কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম ফরিদ, সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন সু-শাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রংপুর জেলা সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেন, বাপা জেলা শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক হাসনিন আক্তার এ্যানি, সারওয়ার জামিল খন্দকার, যুগ্ম সদস্য সচিব অধ্যাপক রুমানা জামান, সদস্য অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন, ডা. রহিমা খাতুন, সারতি রানী সাহা, সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন গ্রীন ভয়েস বেরোবির সভাপতি মোঃ শাওনা মিয়া, বাংলাদেশ মহিলা বিষয়ক সভাপতি মাহবুবা আরা বেগম, যুগ্ম সম্পাদক মাহমুদা সুলতানা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জেএসডি জেলা সম্পাদক এ বি এম মশিউর রহমান প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন বাপা কার্যকরি সদস্য আসাদুজ্জামান আফজাল, মোঃ নুর মোহাম্মদ নুরু, গোলাম হায়দার সাজ্জাদ স্বাধীন প্রমুখ। মানববন্ধন শুরুতে ছাত্র জনতার আন্দোলনে শহিদ আবু সাঈদসহ সকল শহিদদের প্রতি আত্মার শান্তি কামনা করে ১ মিনিট নিরবতা পালন ও তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয়। শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ছাত্র জনতার ঐতিহাসিক বিজয় কোনভাবেই যেন নস্যাৎ না হয় সে জন্য ছাত্র জনতাকে সজাগ থাকতে হবে। এই বিজয় বাংলার ১৭ কোটি মানুষের ঐতিহাসিক বিজয়। এই বিজয়কে নস্যাৎ করার জন্য হায়নার দল এখন ও ঘাপটি মেরে আছে।

নেছারাবাদে বাজার মনিটরিং করছে শিক্ষার্থীরা

নেছারাবাদ প্রতিনিধি : পিরোজপুরের নেছারাবাদে দ্রব্যমূল্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্যের মান নিশ্চিত করতে বাজার মনিটরিং করেছেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মীরা। শনিবার (১০ আগস্ট) দুপুরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা মো. রাজু আহমেদের নেতৃত্বে শিক্ষার্থীরা ইন্দুরহাট-মিয়ারহাট বন্দর বাজার পরিদর্শন করেন। এ সময় তারা তরকারি বাজার সহ এলাকায় বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ব্যবসায়ীদের বাড়তি দামে পণ্য বিক্রি না করতে অনুরোধ করেন। একই সময় তারা বিভিন্ন হোটেল রেস্তোরাঁয় গিয়ে খাদ্যের মান দেখেন এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার আহ্বান জানান। এছাড়াও বাজারে অটো রিক্সার উপদ্রব, বাজারে ব্যবসায়ীরা অবৈধভাবে রাস্তায় মালামাল সংরক্ষণ, মোটরসাইকেল যেখানে সেখানে না রাখা সহ ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার আগ পর্যন্ত এমন কর্মসূচি চলবে বলে জানান শিক্ষার্থীরা। এ দিকে আজো উপজেলার বিভিন্ন সড়কের মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছেন শিক্ষার্থীরা। একই সঙ্গে তারা শহরে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাচ্ছে। বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি ইসলামি আন্দোলনের নেতাকর্মীরাও উপজেলার স্বরূপকাঠি পৌরসভায় এলাকায়, বাসস্ট্যান্ড, জগন্নাথকাঠি বাজার ও সরকারি স্বরূপকাঠি কলেজ মোড় সহ এলাকায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে দেখা গেছে। এসব কর্মীরা যানবাহনকে ট্রাফিক আইন মেনে সারিবদ্ধভাবে চলাচলের পরামর্শ দিচ্ছেন ও হ্যান্ড মাইকিং এর মাধ্যমে সবাইকে বিভিন্ন পরামর্শ দিচ্ছেন। যারা নিয়ম লঙ্ঘন করবেন তাদেরকে প্রশাসনের মাধ্যমে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করবেন বলে জানিয়েছেন তারা।

ডিমলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ সমাবেশ

নীলফামারী প্রতিনিধি : নীলফামারীর ডিমলায় শনিবার সকালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আয়োজনে উপজেলা বিজয় চত্বর হতে উপজেলার কয়েক হাজার হিন্দু সম্প্রদায়ের নারী পুরুষের অংশগ্রহণে বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলার বিভিন্ন স্থানে হিন্দু মন্দির ও বাড়ীঘরে ভাংচুড়, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও হিন্দু মা-বোন ভাইদের নির্যাতন এবং হত্যার প্রতিবাদে প্রতিবাদ সমাবেশের একটি মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ঘন্টা ব্যাপি মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। এ সময় ডিমলাসহ সারাদেশে সংখ্যালঘুদের মন্দির ও বাড়ীঘরে ভাংচুড়, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও হিন্দু মা-বোন ভাইদের নির্যাতনের বিচার দাবি করেন। সেইসাথে সংখ্যালঘুদের জান মালের নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ অবিলম্বে সকল প্রকার নির্যাতন বন্ধের দাবী জানান। প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসূচিতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ একাত্বতা ঘোষনা করেন।

পাগলায় বিএনপির গণমিছিল

গফরগাঁও প্রতিনিধি : ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা প্রদান, সন্ত্রাসমুক্ত, বৈষম্যহীন মানবিক গফরগাঁও-পাগলা গড়ে তোলা এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দল বিএনপিকে শক্তিশালী করার লক্ষে গতকাল বিকেলে পাগলা বাজারে গণ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ময়মনসিংহ দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আক্তারুজ্জামান বাচ্চুর নেতৃত্বে গণ মিছিলটি পাগলা বাজারে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিলে পাগলা থানা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের হাজারো নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

পরিবেশক সমিতির কমিটি গঠন

কালীগঞ্জ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলা পরিবেশক সমিতির কমিটি গঠন হয়েছে। শনিবার সকাল ১১ টায় কালীগঞ্জ পরিবেশক সমিতির নিজস্ব কার্যালয়ে কার্যনির্বাহি কমিটির সিদ্ধান্ত শেষে সদস্যদের সর্ব সম্মতিতে এ কমিটি গঠন করা হয়। নব গঠিত কমিটিতে আবদুল আলিম সভাপতি ও সাংবাদিক শিপলু জামান সাধারন নির্বাচিত হয়েছেন। নব গঠিত কমিটি আগামী ৩ বছর দায়িত্ব পালন করবে। কমিটি গঠন শেষে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় নব গঠিত কমিটির সভাপতি আবদুল আলিম জানান, দেশের চলমান পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীরা উদ্বিগ্ন। ব্যবসায়িক পরিবেশ ঠিক রাখতে আমরা রাজনীতিবীদদের সহযোগীতা কামনা করছি। এ সময় সাধারন সম্পাদক সাংবাদিক শিপলু জামান বলেন, ব্যবসায়ীরা স্বাচ্ছন্দে ব্যবসা করতে না পারলে দেশের অর্থনীতিতে বিরুপ প্রতিক্রিয়া’র সৃষ্টি হতে পারে।

প্যারিসে সোনা জয় খেলিফের

স্পোর্টস ডেস্ক : নারীদের বক্সিং ইভেন্টে লিঙ্গ বিতর্কের মাঝেই সোনা জিতলেন আলজেরিয়ান বক্সার ইমানে খেলিফ। ফাইনালে চীনের ইয়াং লিউকে হারিয়েছেন তিনি। খেলিফকে নিয়ে শুরু থেকেই আলোচনা। মাত্র ৪৫ সেকেন্ডে অ্যাঞ্জেলা কারিনি হেরে যাওয়ার পর খেলিফকে পুরুষ বলে অভিযোগ করেছিলেন ওই ইটালিয়ান বক্সার। সেই বিতর্ক ছাপিয়ে নারীদের ওয়েল্টারওয়েট বক্সিংয়ে চীনের প্রতিপক্ষকে হারিয়ে আলজেরিয়ার প্রথম নারী হিসেবে অলিম্পিকে সোনা জেতার কীর্তি গড়েছেন। শুধু কি তাই? ১৯৯৬ অলিম্পিকের পর প্রথম আলজেরিয়ান বক্সার হিসেবেও জিতলেন সোনা। সর্বশেষটি জিতেছিলেন হোসাইন সল্টানি। অবশ্য তাকে নিয়ে এই বিতর্ক এবারই প্রথম নয়। ২০২৩ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে লিঙ্গ পরীক্ষায় ধরা পড়ে নারীদের সঙ্গে খেলিফের জিনগত পার্থক্যের কথা। যে কারণে আন্তর্জাতিক বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন (আইবিএ) সেবার ডিসকোয়ালিফাই করেছিল তাকে। তার পরেও অলিম্পিক কমিটি (আইওসি) তাকে নারীদের বিভাগে খেলার অনুমতি দিয়েছে। কারণ খেলাটির নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে আইবিএর মর্যাদা কেড়ে নিয়ে প্যারিসে বক্সিং আয়োজনের পুরো কর্তৃত্ব হাতে নেয় আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি। বক্সিংয়ে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ২০১৬ ও ২০২১ অলিম্পিকের নিয়মই এখানে অনুসরণ করছে। যেখানে লিঙ্গ পরীক্ষার বিষয়টি নেই। এরপরেও তাকে নিয়ে বিতর্ক থাকায় সোনা জিতে খেলিফ বলেছেন, 'আমি বাকি নারীদের মতোই একজন নারী। নারী হিসেবেই আমার জন্ম। জীবন যাপন করছি নারী হিসেবেই। কিন্তু এখানে সাফল্যের ক্ষেত্রে শত্রুর অভাব নেই। তারা আমার সাফল্যকে সহ্য করতে পারছে না। এজন্য এই সাফল্য আমাকে ভিন্ন স্বাদ দিচ্ছে।' আইওসি খেলিফের ওপর আইবিএ-র লিঙ্গ পরীক্ষার ফলাফল খারিজ করে দিয়েছিল। ২০২২ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রুপা জেতা খেলিফ বলেছেন, আইবিএ-র এমন পদক্ষেপের কারণ তার বোধগম্য ছিল না, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় আমাকে নিয়ে যা বলা হচ্ছে, তা পুরোপুরি অনৈতিক।

আমি সারা বিশ্বের মানুষের মন বদলে ফেলতে চাই। ২০১৮ সাল থেকেই আমি আইবিএর অনুমতি নিয়ে অংশ নিচ্ছি।তারা আমার সম্পর্কে সব কিছুই জানতো। আমি এই সংস্থাকে এখন আর চিনতে পারি না। এখানকার অনেক সদস্য আমাকে ঘৃণা করে। কিন্তু কেন জানা নেই। তাই আমি আজ তাদের একটা বার্তা দিয়েছি, আমার সম্মান সব কিছুর ওপরে।'

আসিফকে সাইফুদ্দিনের অনুরোধ

স্পোর্টস ডেস্ক : নোবেলজয়ী ড. ইউনূসের নেতৃত্বে ১৭ সদস্যের অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। শুক্রবার মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়া আসিফ মাহমুদকে অভিনন্দন জানিয়েছে ক্রীড়াঙ্গনের অনেকেই। সেই তালিকায় আছেন জাতীয় দলের ক্রিকেটার মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন। অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি আসিফ মাহমুদকে একটি অনুরোধও করেছেন জাতীয় দলের এই অলরাউন্ডার। আসিফ মাহমুদকে অভিনন্দন জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাইফুদ্দিন লিখেছেন, 'অভিনন্দন আসিফ মাহমুদ ভাই। আপনি যেহেতু কুমিল্লার সন্তান আমি পার্শ্ববর্তী জেলা ফেনীর ছেলে হিসেবে আপনার প্রতি অনুরোধ থাকবে, সারা বাংলাদেশের সমস্ত জেলা ক্রীড়া সংস্থার অযোগ্য লোকদের বিদায় করে, যারা সত্যি কারের ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠক, দেশকে ভালোবেসে এবং দেশের ক্রীড়াঙ্গন নিয়ে কাজ করতে চায় এমন লোকদের জায়গা করে দিন।' তিনি আরও লিখেছেন, 'দুর্নীতিমুক্ত ক্রীড়াঙ্গন এবং সমাজ চাই আমরা। ডক্টর ইউনুস স্যার একটা কথা বলেছিল, গত পরশুদিন সম্ভবত পুরানদের দিয়ে আর কিছু হবে না। কারণ তাদের চিন্তা ভাবনা পুরনো।'

রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে ফ্রান্সকে হারিয়ে সোনা জয়ী স্পেন

স্পোর্টস ডেস্ক : শুরুতে পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়াল স্পেন। ১০ মিনিটের মধ্যে তিন গোল করে চালকের আসনে বসে গেল তারা। তবে হাল ছাড়ল না ফ্রান্স। শেষ দিকে সমতা টেনে ম্যাচ টেনে নিল অতিরিক্ত সময়ে, সেখানে অবশ্য পেরে উঠল না তারা। রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে ফরাসিদের হারিয়ে প্যারিস অলিম্পিকসের ফুটবল ডিসিপ্লিনের পুরুষ বিভাগে সোনা জিতল স্প্যানিশরা। পিএসজির ঘরের মাঠে শুক্রবারের ফাইনালে ৫-৩ গোলে জিতেছে স্পেন। এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো অলিম্পিকসের ছেলেদের ফুটবলে সোনা জিতল স্পেন। প্রথমবার জিতেছিল ১৯৯২ সালে। ২০২০ আসরসহ তিনবার ফাইনালে হেরে রুপা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাদের। ফ্রান্সের দ্বিতীয় সোনা জয়ের অপেক্ষা বাড়ল আরও অন্তত চার বছর। তাদের একমাত্র সোনা এসেছিল ১৯৮৪ সালে। এক মাসের কম সময়ের মধ্যে দুটি বড় সাফল্য পেল স্পেন। গত মাসে তারা ঘরে তোলে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা। অলিম্পিকসে অবশ্য অংশ নেয় অনূর্ধ্ব-২৩ দল, বেশি বয়সী তিন জন খেলার সুযোগ পান। ফাইনালের প্রথমার্ধে স্পেনের হয়ে জোড়া গোল করেন বার্সেলোনার ২১ বছর বয়সী মিডফিল্ডার ফের্মিন লোপেস। অতিরিক্ত সময়ের দুটি গোলই করেন সের্হিও কামেয়ো। ৬ ম্যাচে আসরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬ গোলের পাশাপাশি একটি অ্যাসিস্ট করে দলের সাফল্যে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন ফের্মিন। একাদশ মিনিটে এনজু মিইয়োর গোলে এগিয়ে যায় ফ্রান্স। সমতায় ফিরতে বেশি সময় লাগেনি স্পেনের। অষ্টাদশ মিনিটে গোলটি করেন ফের্মিন। সাত মিনিট পর নিজের দ্বিতীয় গোলে দলকে এগিয়ে নেন তিনি। ২৮তম মিনিটে ২৫ গজ দূর থেকে ফ্রি-কিকে ব্যবধান আরও বাড়ান আলেক্স বায়েনা। ওই ব্যবধান ধরে রেখে জয়ের পথেই ছিল স্পেন। কিন্তু ৭৯তম মিনিটে মাঘনেস আকলিওচে ব্যবধান কমানোর পর পাঁচ মিনিট যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে পেনাল্টি থেকে স্কোরলাইন ৩-৩ করেন জ্যাঁ-ফিলিপে মাতেতা। যোগ করা সময়ের শেষ দিকে স্পেনের একটি প্রচেষ্টা বাধা পায় ক্রসবারে। ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে গড়ালে ১০০তম মিনিটে স্পেনকে ফের এগিয়ে নেন ৮৩তম মিনিটে বদলি নামা কামেয়ো। শেষ সময়ে ব্যবধান বাড়িয়ে জয় নিশ্চিত করেন তিনি। আগের দিন মিশরকে ৬-০ গোলে হারিয়ে এই ইভেন্টের ব্রোঞ্জ জেতে মরক্কো।

ম্যারাথনে ইথিওপিয়াকে সোনা জেতালেন তোলা

স্পোর্টস ডেস্ক : প্যারিস অলিম্পিকে ছেলেদের ম্যারাথনে ইথিওপিয়াকে সোনা জেতালেন এমন একজন যিনি শুরুতে দলেই ছিলেন না! ছিলেন না সোনা প্রত্যাশীদের তালিকাতেও।
ইথিওপিয়ার দলে প্রাথমিকভাবে সিসে লিমা ছিলেন প্রার্থী। কিন্তু হ্যামস্ট্রিংয়ের ইনজুরিতে তার বাদ পড়ায় তখন ডাক পড়ে তামিরাত তোলার।
৩২ বছর বয়সী তোলা অবশ্য গত বছর নিউ ইয়র্ক ম্যারাথনে রেকর্ড গড়ে বিজয়ী হয়েছিলেন।
অলিম্পিক ম্যারাথনে ইথিওপিয়ান হিসেবে ২৪ বছরে প্রথম সোনা জয়ের নজির গড়েছেন তিনি।
তামিরাত তোলা সোনা জিততে সময় নেন ২ ঘণ্টা ৬ মিনিট ২৬ সেকেন্ড।
বেলজিয়ামের বাশির আবদি জিতেছেন রুপা। টোকিওতে আবদি ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন।
কেনিয়ার বেনসন কিপরুতো জিতেছেন ব্রোঞ্জ। এই ইভেন্টে টানা তৃতীয় সোনা জয়ের আশায় থাকা কিংবদন্তি ম্যারাথন দৌড়বিদ কেনিয়ান ইলুইদ কিপচোগে হয়েছেন ব্যর্থ। ৩৫ কিলোমিটার মার্কে ১৮ সেকেন্ড এগিয়ে ছিলেন তোলা। তার পর আইফেল টাওয়ার চোখের সামনে ভেসে উঠতেই সেই অগ্রগামিতা আরও বাড়িয়ে নিয়েছেন।

কার্সলি হলেন ইংল্যান্ডের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ

স্পোর্টস ডেস্ক : ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেও শিরোপাবঞ্চিত হওয়ায় ইংল্যান্ড জাতীয় দলের কোচ থেকে পদত্যাগ করেন গ্যারেথ সাউথগেট। এবার তার জায়গায় কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে লি কার্সলিকে। শুক্রবারর কার্সলিকে নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইংল্যান্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ)। কার্সলি আগামী ন্যাশনস লিগে ইংল্যান্ড দলের কোচিংয়ের দায়িত্ব পালন করবেন।
কার্সলির প্রথম অ্যাসাইমেন্ট আগামী ৭ সেপ্টেম্বরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচটি। এরপর ১০ সেপ্টেম্বর ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ফিনল্যান্ডের বিপক্ষে আরও একটি ম্যাচ খেলবে ইংল্যান্ড। কার্সলির দায়িত্ব পালনকালে স্থায়ী কোচের সন্ধানে থাকবে এফএ। কোচ হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার বিষয়ে কার্সলি এক বিবৃতিতে বলেন, ইংল্যান্ডের এই স্কোয়াডকে অন্তর্বর্তীকালীন ভিত্তিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং নেতৃত্ব দেওয়া সম্মানের বিষয়। যেহেতু আমি খেলোয়াড় এবং আন্তর্জাতিক ফুটবলের সঙ্গে খুব পরিচিত, তাই নতুন ম্যানেজার নিয়োগের প্রক্রিয়া চলাকালীন সময় দলকে পরিচালনা করা আমার পক্ষে সহজ হবে। আমার প্রধান অগ্রাধিকার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা এবং আমাদের লক্ষ্য উয়েফা নেশনস লিগে উন্নতি করা। ২০২১ সাল থেকে ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-২১ দলের হেডকোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন কার্সলি। এবার তাকে জাতীয় দলের দায়িত্বও দেওয়া হলো।

সোনা জয় করলেন ক্রিকেটারের ছেলে

স্পোর্টস ডেস্ক : ছেলেদের ৪০০ মিটার হার্ডলস দৌড়ে সোনা জিতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের রাই বেঞ্জামিন। রাইয়ের বেড়ে উঠা ক্রিকেট পরিবারে। তার বাবা উইনস্টন বেঞ্জামিন ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক ফাস্ট বোলার। বাবার মতো তিনিও হতে গেছিলেন ক্রিকেটার। ভালো ব্যাটিংও করতেন। কিন্তু হয়ে গেলেন ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের অ্যাথলেট। শুক্রবার রাতে রাই বেঞ্জামিন তার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী নরওয়ের কারস্টেন ওয়ারহোমকে হারিয়ে সোনা জিতেছেন। তার টাইমিং ছিল ৫৬.৪৬ সেকেন্ড। রাই এর আগে টোকিও অলিম্পিকে রুপা জিতেছিলেন। তাছাড়া ২০১৯ ও ২০২২ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রুপা আর ২০২৩ সালে জিতেছিলেন ব্রোঞ্জ। অ্যান্টিগায় জন্ম নেওয়া রাইকে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে আসতে রাজি করান তার হাইস্কুলের অ্যাথলেটিকস কোচ। ওয়ান ইলেভেনের সময় তিনি নিউইয়র্ক থেকে অ্যান্টিগায় ফিরছিলেন। টুইন টাওয়ারে হামলার ঘটনায় তাদের বিমান পুয়ের্তো রিকোয় জরুরি অবতরণ করে। এরপর সেখানে থেকে যান রাই। ২০১৯ সালে পান নাগরিকত্ব। তার বাবা উইনস্টন বেঞ্জামিনের নব্বই দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ২১ টেস্টে ৬১ উইকেট এবং ৯৫ ওয়ানডেতে ১০০ উইকেট নিয়েছেন।

মৌসুমের প্রথম ম্যানচেস্টার ডার্বি

স্পোর্টস ডেস্ক : কমিউনিটি শিল্ডের ফাইনাল দিয়ে নতুন মৌসুম শুরু করতে যাচ্ছে প্রিমিয়ার লিগের দুই জায়ান্ট ম্যানচেস্টার সিটি ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে রোমাঞ্চকর এ লড়াই মাঠে গড়াবে শনিবার বাংলাদেশ সময় রাত আটটায়। রোমাঞ্চকর ম্যানচেস্টার ডার্বিতে কমিউনিটি শিল্ডে সবচেয়ে বেশি বার শিল্ড জেতা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড অপেক্ষায় ২২ তম শিরোপা ঘরে তুলতে। অন্যদিকে গেল মৌসুমে শিল্ডের শিরোপা হাতছাড়া হলেও এবার আর কোনো ভুল করতে নারাজ সিটি। গেল মৌসুমে আর্সেনালের কাছে হেরেছিল তারা। ১৯০৮ সালে শুরু হওয়া ১০১ টি কমিউনিটি শিল্ড ফাইনালে সবচেয়ে বেশি ২১ বার শিরোপা জিতেছে রেড ডেভিলরা। তবে তাদের সাম্প্রতিককালের পারফরম্যান্স একেবারেই পক্ষ্যেই নেই। গেল মৌসুমে অষ্টম স্থানে থেকে লিগ শেষ করেছে তারা।

স্বাস্থ্য

নিয়মিত রক্তদানে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে

স্বাস্থ্য ডেস্ক : রক্তের কোনো বিকল্প নেই। নানা কারণে রোগীর শরীরে রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন হয়। সাধারণত থ্যালাসেমিয়া রোগী, রক্তস্বল্পতা, প্রসূতির রক্তক্ষরণ, অগ্নিদগ্ধ রোগী, বড় অপারেশন, দুর্ঘটনায় আক্রান্ত রোগীর রক্তের প্রয়োজন পড়ে। আমাদের দেশে বছরে রক্তের চাহিদা আনুমানিক ৮-১০ লাখ ব্যাগ। দেশের জনসংখ্যার তুলনায় এ চাহিদা একেবারেই নগণ্য। তবে এখনো স্বেচ্ছা রক্তদানে ঘাটতি রয়েছে। ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই স্বেচ্ছা রক্তদাতা বৃদ্ধি করে এ চাহিদা মেটানো সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন সংশ্লিস্ট বিশেষজ্ঞরা। তারা বলেছেন, শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সি যে কোনো ব্যক্তি প্রতি চার মাস পরপর রক্ত দিতে পারেন। নিয়মিত রক্তদানে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোকের ঝুঁকি দ্বিগুণেরও বেশি কমে যায়। তার পরেও রক্তদানে অনাগ্রহী বেশির ভাগ মানুষ। তবে আশাব্যঞ্জক বিষয় হলো-আমাদের দেশে পেশাদার রক্ত বিক্রেতাদের ওপর নির্ভরতা দিনদিন কমছে। রোগীর স্বজনদের রক্তদানের পরিমাণ বেড়েছে। তবে প্রয়োজনীয় রক্তের চাহিদা আমরা এখনো মেটাতে পারছি না। অথচ রক্তদানের জন্য ইচ্ছাশক্তিই যথেষ্ট। ধর্মীয়ভাবেও রক্ত দান অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে রক্তদানের ব্যাপারে জনসচেতনতা সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। একটি জনগোষ্ঠীর অল্প কিছু অংশ মানুষ যদি নিয়মিত রক্তদান করেন তাহলেই রক্তের অভাবে কোনো মানুষের মৃত্যু হবে না। আমাদের ছোট্ট একটু ত্যাগ স্বীকার হাসি ফোটাতে পারে লাখো মানুষের জীবনে।রক্তদানের নানা উপকার: রক্তদানে নানা উপকার পেতে পারেন দাতা। রক্ত দিলে শারীরিকভাবে মেরুমজ্জার রেজুভিনেশান বা স্টিমুলেশান, হৃদরোগ/স্ট্রোকের ঝুঁকি দ্বিগুণের বেশি হ্রাস, ক্ষতিকর কোলেস্টরেল হ্রাস, বয়স বৃদ্ধির প্রক্রিয়া ধীরগতি হওয়া ইত্যাদি উপকার পেতে পারেন একজন রক্তদাতা। রক্তদানের নানা উপকার: রক্তদানে নানা উপকার পেতে পারেন দাতা। রক্ত দিলে শারীরিকভাবে মেরুমজ্জার রেজুভিনেশান বা স্টিমুলেশান, হৃদরোগ/স্ট্রোকের ঝুঁকি দ্বিগুণের বেশি হ্রাস, ক্ষতিকর কোলেস্টরেল হ্রাস, বয়স বৃদ্ধির প্রক্রিয়া ধীরগতি হওয়া ইত্যাদি উপকার পেতে পারেন একজন রক্তদাতা।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখার উপায়

স্বাস্থ্য ডেস্ক : যাঁরা এরইমধ্যে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁরা কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চললে ডায়াবেটিস নিয়েও সুস্থভাবে জীবন যাপন করতে পারেন।
চিকিৎসকের পরামর্শে চলুন : যথাসম্ভব শর্করা নিয়ন্ত্রণ করুন। চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে ব্লাড সুগারের স্বাভাবিক মাত্রা বজায় রাখুন। ডায়াবেটিস চার্ট মানুন : নিয়মিত ডায়াবেটিস চার্ট মেনে চলুন। দিনে চার থেকে পাঁচ-ছয়বার ব্লাড সুগার পরিমাপ করুন। শর্করা সুনিয়ন্ত্রিত থাকলে তিন-চার দিন পর পর অথবা কম নিয়ন্ত্রিত থাকলে এক দিন পর পর ব্লাড সুগার পরিমাপ করুন। খালি পেটে এবং খাবার খাওয়ার দু-তিন ঘণ্টা পর পর পরিমাপ করুন। প্রত্যেক ডায়াবেটিস রোগীর উচিত একটি গ্লুকোমিটার কিনে ঘরে রাখা। একজন ডায়াবেটিস রোগীর একটি সেলফোন কেনার চেয়ে গ্লুকোমিটার কেনা বেশি জরুরি। সুনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করুন : প্রতিদিন একই সময় ঘুমানো, ঘুম থেকে ওঠা, নিয়ম মেনে ব্যায়াম অথবা কায়িক পরিশ্রম করুন। মনে রাখবেন, সুস্বাস্থ্য হচ্ছে সুন্দর জীবনের বনিয়াদ। স্বাস্থ্য ভালো থাকলে সব কিছুই ভালো চলে। এ জন্য ডায়াবেটিস হোক বা না হোক, স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করুন। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপনের কোনো বিকল্প নেই। ডায়েট চার্ট মেনে চলুন : রোগীর বয়স, উচ্চতা, বর্তমান ওজন ও প্রাত্যহিক পরিশ্রমের ধরন বুঝে নির্দিষ্ট খাদ্যতালিকা তৈরি করুন। এটি মেনে চলা খুব জরুরি। চিকিৎসকের দেওয়া রুটিনের একটু হেরফের হলে বরং অসুখটি বেড়ে যেতে পারে। বিশেষ করে প্রতিদিন তিন বেলা ভারী খাবারের মাঝখানে তিনবার হালকা খাবার খান।

দেহভঙ্গিজনিত কোমরব্যথা প্রতিরোধে করণীয়

স্বাস্থ্য ডেস্ক : আধুনিক জীবনে শারীরিক বিকৃত ভঙ্গির কারণে দেখা দিচ্ছে মেরুদণ্ডে সমস্যা। এর মধ্যে অঙ্গভঙ্গিজনিত কোমরব্যথা অন্যতম। কর্মস্থলে সঠিকভাবে বসে কাজ না করার কারণে এটি হয়ে থাকে। এছাড়া, বসার চেয়ারের কাঠামোগত ত্রুটির জন্যও এ সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রায় সব বয়সেই দেহভঙ্গিজনিত কোমরে ব্যথা হতে পারে। স্কুলগামী ছাত্র থেকে বয়স্ক, যারা দীর্ঘসময় চেয়ারে বসে থাকেন বা সামনে ঝুঁকে কাজ করেন, তারা সহজেই এ ধরনের কোমরব্যথায় আক্রান্ত হয়।
মেরুদণ্ড সম্পর্কে সচেতনতা ও সঠিক দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অভাব এজন্য দায়ী। সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াও এধরনের ব্যথা হতে পারে। আবার অত্যধিক মানসিক চাপের ফলেও হয়।
সমস্যার কারণ : কোমরব্যথার অন্যতম কারণ দেহভঙ্গিজনিত বা ভঙ্গিগত কোমরব্যথা। এ ক্ষেত্রে সাধারণত কোমরের পেছনের মাংসপেশি দুর্বল হয়ে যায়। কারণগুলো হলো- দৈহিক অস্বাভাবিকতার (বিকৃতি) জন্য মেরুদণ্ডের পেশি ও লিগামেন্টে হঠাৎ করে টান অথবা চাপ পড়লে। সঠিকভাবে না বসার কারণে মেরুদণ্ডের হাড়গুলোর বক্রতার পরিবর্তন। কোমরের ভারসাম্যহীনতার জন্য ডিস্কজনিত সমস্যা তথা ডিস্কের ওপর অতিরিক্ত চাপ, ডিস্কের স্থানচ্যুতি।
উপসর্গ : কোমর, নিতম্ব ব্যথা। কোমর থেকে পায়ে ঝি-ঝি করা, কিছু ক্ষেত্রে অনুভূতি কমে যাওয়া ও দুর্বলতা দেখা দেওয়া ইত্যাদি।
যারা ঝুঁকিতে : অফিস বা বাড়িতে যারা সারাক্ষণ বসে কাজ করেন। চল্লিশোর্ধ প্রায় সবাই। তবে পুরুষের তুলনায় নারীদের একটু বেশি।
সমাধানের উপায় : বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোমরব্যথার পেছনে কোনো মারাত্মক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না এবং সহজেই সমাধান করা যায়। তবে কিছু গুরুতর ক্ষেত্রে সহজে সুস্থ হওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। সারাক্ষণ ব্যথা তাড়া করে। সুনির্দিষ্ট চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ব্যথানাশক ওষুধ সেবন করা উচিত নয়। এজন্য দরকার সঠিক দেহবিন্যাস জেনে সেই মোতাবেক কর্মস্থলে কাজ করা এবং প্রয়োজনে দেহভঙ্গি পরিবর্তন করা।
চিকিৎসকের পরামর্শে নিয়মিত শরীরচর্চায় অনেকাংশেই মুক্তি পাওয়া যায়।
প্রতিরোধের উপায় : সঠিক দেহভঙ্গি ও সুস্থ জীবনধারা মেনে চলতে হবে। স্বাস্থ্যকর খাবারেরও প্রয়োজন রয়েছে।
সঠিক দেহভঙ্গি : বিকৃত দেহভঙ্গিতে কাজ করা বা বিশ্রাম অবশ্যই পরিহার করতে হবে। সেজন্য শক্ত, সমান বিছানা, পাতলা তোষক, এক বালিশে শোবেন। দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা পরিহার করুন। মাঝেমধ্যে উঠে হাঁটাচলা করুন। কোমর সোজা রেখে চেয়ারে বসুন। প্রয়োজনে কোমরের পেছনে সাপোর্ট (ভাঁজ করা তোয়ালে, ছোটো বালিশ) ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। দীর্ঘক্ষণ একটানা দাঁড়িয়ে কাজ করবেন না। কম হিলের আরামদায়ক জুতা পরুন। সাবধানতার সঙ্গে চলাফেরা করুন। ভারী কাজে সতর্কতা অবলম্বন করুন।
সুস্থ জীবনধারা : ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন। নিয়মিত হালকা শারীরিক ব্যায়াম করুন। প্রতিদিন কিছু সময়ের জন্য সূর্যের আলোয় থাকুন। তামাক, অ্যালকোহল পরিহার করুন।
স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস : নিয়মিতভাবে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-ডি ও বিভিন্ন খনিজ লবণযুক্ত খাবার খাবেন।

হাঁটুর ব্যথায় মুক্তি মিলবে ব্যায়ামে

স্বাস্থ্য ডেস্ক : হাঁটুর ব্যথায় ব্যায়াম অত্যন্ত কার্যকরী। ব্যায়ামের মাধ্যমে জয়েন্টে রক্ত চলাচল বাড়ে এবং জয়েন্ট নিয়ন্ত্রণকারী মাংসপেশি, লিগামেন্টস, স্নায়ু নিউট্রিশন পায় ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে স্বাচ্ছন্দ্যে সব কাজ করা যায়। ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরের মধ্যে এনডরফিন নামক পদার্থ নিঃসরণ বাড়ে, যা আমাদের ব্যথা কমাতে সক্রিয় থাকে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, ব্যথা থাকা অবস্থায় ব্যায়াম করা যাবে না। আর এমন ধরনের ব্যায়াম করা যাবে না, যাতে আমাদের হাঁটুকে আরো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। হাঁটুর কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যায়াম আছে। স্ট্রেইট লেগ রাইজ : ফ্লোরে শুয়ে এক পা সোজা করে ওপরে ওঠান এবং পায়ের পাতা ওপরের দিকে বাঁকা করুন। এভাবে ১০ সেকেন্ড ধরে রাখুন। এতে আপনার হ্যামেস্ট্রিংমাসল শক্তিশালী হবে। এভাবে প্রক্রিয়াটি উভয় পায়ে ৫-১০ বার করুন। হ্যামেস্ট্রিং কারল : চেয়ারের পেছনে দাঁড়ান। চেয়ারে হাত রাখুন। এক পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আরেক পায়ের হাঁটু পেছনের দিকে ভাঁজ করুন। ধীরে ধীরে পা বাটক বরাবর যত দূর পর্যন্ত আনা যায় আনুন এবং ধরে রাখুন ৫-১০ সেকেন্ড। প্রক্রিয়াটি উভয় পায়ে ৫-১০ বার করুন।
প্রন স্ট্রেইট লেগ রাইজ : ফ্লোরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। এবার যেকোনো এক পা হাঁটু ভাঁজ না করে সোজা করে ওপরের দিকে ওঠান যতটুকু পারেন। পায়ের পাতা নিচের দিকে সোজা রাখুন। এভাবে ধরে রাখুন ৩-৫ সেকেন্ড। প্রক্রিয়াটি উভয় পায়ে তিন থেকে পাঁচ বার করুন। ওয়াল স্কোয়াট : আপনার শরীরের পেছনের অংশ দিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ান। হাঁটু ভাঁজ করে চেয়ারে বসার মতো অবস্থানে আসুন ও ধরে রাখুন ৫-১০ সেকেন্ড। এভাবে প্রক্রিয়াটি ৫-১০ বার করুন।
কাফ রেইজ : সোজা হয়ে দাঁড়ান। এবার দুই পা এক সঙ্গে শুধু পায়ের আঙুলের ওপর ভর রাখে দাঁড়ান। ১০-১৫ সেকেন্ড ধরে রাখুন এবং প্রক্রিয়াটি তিন থেকে পাঁচবার করুন।
সাইড লেগ রাইজ : ডান দিকে কাত হয়ে শুয়ে পড়ুন। বাঁ পা সোজা করে ওপরে ওঠান হাঁটু ভাঁজ না করে। পায়ের পাতা ডান পায়ের দিকে হালকা বাঁকিয়ে রাখুন। এভাবে উভয় পাশে তিন থেকে পাঁচবার করুন, ৫-১০ সেকেন্ড ধরে রাখুন।